জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনী

শ্রীকুমুদিনী মিত্র বি-এ

প্রকাশক
শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্তী
[illegible] দা[illegible] লেন কলিকাতা

এক টাকা

জাহাঙ্গীরের

আত্ম-জীবনী



সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের আত্ম জীবনী ভারতের ইতি[illegible] বস্তু। পৃথিবীর অন্যান্য সাম্রাজ্যের ইতিহাসে [illegible] এবং জ্ঞানগর্ভ কাহিনী নিতান্ত দুর্লভ। এই আত্ম [illegible] পূর্ব্বকার ভারতবর্ষের সমস্ত অবস্থা, ভারতের সুখ দুঃখ, আশা [illegible] সফলতা নিষ্ফলতা আমাদের চক্ষের সম্মুখে জাজ্বল্যমানরূপে অঙ্কিত করিয়াছে। সম্রাট জাহাঙ্গীর যিনি যৌবনে শাহাজাদা সেলিম নামে অভিহিত হইতেন যে নিজের সবল এবং স্বাভাবে আপনার দুষ্কর্ম্ম এবং রাজ্য শাসন প্রণালীর বিষয় বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যৌবনের পাপের ও দুষ্কর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হইয়াছে। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য-শাসনে তিনি যে সুন্দর প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং প্রজার সুখ, সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে তিনি যে নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহার অনুশীলন যে আমাদের প্রাণে বিস্ময় এবং শ্রদ্ধার উদ্রেক করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাজ্যাভিষেক

সম্রাট্ জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্ম-জীবনীর প্রারম্ভে সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরেব নিকট প্রার্থনা করিয়া ইহা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তৎপরে এই প্রকাবে তাঁহাব কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ;—

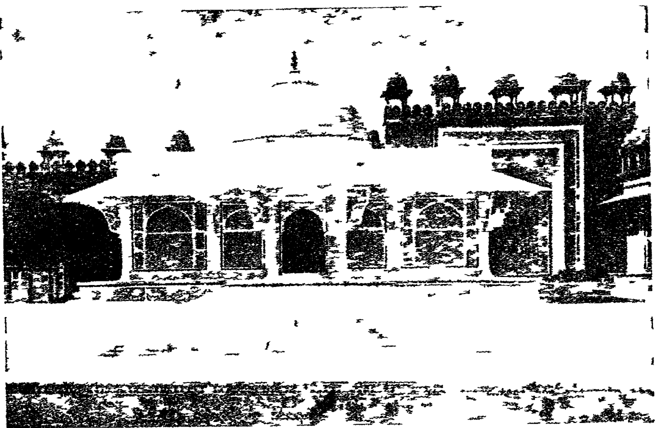
"১৬০৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবাব দুই প্রহরের সময় আটত্রিশ বৎসর বয়সে আগ্রা নগবীতে আমি সিংহাসনাবোহণ করিযাছিলাম। নশ্বর, ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব ধন সম্পত্তি, সুখ ও ঐশ্বর্য্য এবং মিথ্যা মায়া মোহপূর্ণ সংসারকে চিরস্থায়ী জানিযা আমি তাহার উপব একান্ত নির্ভর করিয়াছিলাম দেখিয়া কেহ আমাকে উপহাস করিবেন না। সলোমান রাজা বায়ুর উপব তাহাব উপাধান বক্ষা কবিয়াছিলেন, আমি কি তাঁহার অপেক্ষা বড ? আমি যে মুহূর্ত্তে সিংহাসনে বসিলাম, তখনই সূর্য্যোদয় হইল। আমি ইহাকে অতুলনীয় সমৃদ্ধি, উন্নতি এবং জয়ের শুভ চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করিলাম। এই কাবণে আমি জাহাঙ্গীর বাদ্‌সা (পৃথিবীজয়ী সম্রাট্) এবং জাহাঙ্গীব সা (পৃথিবীজয়ী রাজা) উপাধি গ্রহণ করিলাম। রাজ্যের প্রচলিত মুদ্রাব উপব এই কথাগুলি অঙ্কিত করিতে আদেশ প্রদান করিলাম,—'সম্রাট্ আকবরের পুত্র, বিশ্বাসের জীবন্ত গৌরবপূর্ণ চিত্র জাহাঙ্গীর এবং পৃথিবী রক্ষাকারী খসরু কর্ত্তৃক আগ্রা নগরীতে নির্ম্মিত হইল।'

এই সময়ে নব বৎসরের উৎসব উপলক্ষে আমার পিতার সিংহাসন অবর্ণনীয় ও অতুলনীয় ব্যয়ে সজ্জিত করিলাম। সিংহাসন প্রস্তুত করিতে -

১৫০ কোটী টাকাব মণি, মুক্তা, জহবত, এবং ১৫ কোটী টাকা মূল্যেব স্বর্ণ লাগিয়াছিল, স্থানান্তরে লইযা যাইবাব জন্য সিংহাসনটি এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হইযাছিল যে, অনাযাসে ইহাকে খণ্ড বিখণ্ড কবিয়া পুনরায় সংযুক্ত কবা যাইত। সমুদয সিংহাসন পঞ্চাশ মণ সুগন্ধ দ্রব্যে পবিপূর্ণ কবা হইয়াছিল।

আমাব চিববাঞ্ছিত সিংহাসনে আবোহণ করিযা বাজ মুকুট আমাব নিকট আনিতে আদেশ কবিলাম। এই মুকুট আমাব পিতা পারস্যেব বাজাদিগেব মুকুটেব ন্যায নির্ম্মাণ কবাইযাছিলেন। তৎপরে [illegible] আমীব এবং ওমরাহদিগেব সম্মুখে মুকুট মস্তকে ধাবণ করিয়া আমাব বাজ্যেব সুখ এবং স্থিবতাব শুভচিহ্ন স্বরূপ ইহা এক ঘণ্টা কাল আমার মস্তকে বাখিলাম। মুকুটেব দ্বাদশটি কোণ ছিল, [illegible] কোণে ১৫ লক্ষ টাকাব এক একটি হীবকখণ্ড ছিল, মধ্যভাগে [illegible] টাকাব একটি মুক্তা এবং অন্যান্য অংশে দুইশত চুণী ছিল। [illegible] চুণীব দাম ছয হাজার টাকা। আমাব পিতা নিজের সম্পত্তি [illegible] এই টাকা প্রদান কবেন নাই, সমুদয ব্যয় রাজকোষ হইতে আসি[illegible] হইযাছিল। আমাব বাজ্যাভিষেকের শুভ সমাচার চতুর্দ্দিকে ঘোষণা কবিবার জন্য চল্লিশ দিন এবং বাত্রি বাজকীয় বাদ্যকবদিগকে বাদ্য বাজা[illegible] ইতে আদেশ কবিলাম। আমাব সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে বহু মূল্য[illegible] স্বর্ণখচিত কার্পেট বিস্তৃত কবিতে আদেশ দিলাম। নানা দিকে সুগ[illegible] দ্রব্য পোড়াইবার নিমিত্ত স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্ম্মিত বহু পাত্র বিতরণ কর[illegible] হইয়াছিল। স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্ম্মিত বাতি-দানে প্রায় তিন হাজা[illegible] বাতি সারা রাত্রি জ্বলিয়াছিল। বহু সংখ্যক সুশ্রী, তরুণ যুবক স্বর্ণখচি[illegible] মূল্যবান রেশমী বস্ত্র এবং হীরা, চুণী, পান্না, মরকত মণিব নানা অলঙ্কা[illegible] সুসজ্জিত হইয়া উচ্চ নীচ পদানুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সবিশেষ বিন[illegible]

সহকারে আমার আদেশের প্রতীক্ষা করিত। সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেণীর আমীরগণ জহরত এবং স্বর্ণে আপাদ মস্তক ভূষিত করিয়া উজ্জ্বল সাজে দণ্ডায়মান থাকিয়া আমার আজ্ঞা বহনের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিতেন। চল্লিশ দিন এবং রাত্রি ব্যাপিয়া পৃথিবীতে অতুলনীয়, অবর্ণনীয় মদগর্ব্বিত রাজকীয় ঐশ্বর্য্যের এবং আড়ম্বরময় জাকজমকপূর্ণ উৎসবের দৃষ্টান্ত জগতের সম্মুখে প্রদর্শন করিয়াছিলাম।



সেলিম চিস্তির সমাধি

জন্মকথা

আমার পিতার আটাশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে যত সন্তান হইয়াছিল, কেহই একঘণ্টা কালের অধিক জীবিত থাকে নাই। ইহাতে আমার পিতা সর্ব্বদাই অতিশয় বিষণ্ন-চিত্ত থাকিতেন। তাঁহার এই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তিনি সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নিকট কত আকুল প্রার্থনা করিতেন। যখন তিনি চিন্তা এবং দুঃখে এই প্রকারে জর্জ্জরিত, তখন একজন আমীর, সাধু ফকিরের প্রতি আমার পিতার বিশেষ ভক্তি ও অনুরাগ আছে জানিয়া, আজমীর নগরের ভক্তিভাজন মইনুদ্দিন তেহুতির সমাধিক্ষেত্রবাসী এক পবিত্রচেতা ফকিরের নিকট গমন করিতে বলেন। আশা এবং আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পিতা বলিলেন,—যদি ভগবান তাঁহাকে একটি সন্তান প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি এই সাধুকে পূজা অর্পণ করিবার নিমিত্ত আগ্রা হইতে আজমীর (প্রায় ১৪০ ক্রোশ পথ) পদব্রজে গমন করিবেন! আমার পিতার এই সঙ্কল্প হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে উত্থিত হইয়াছিল বলিয়া আমার শিশু ভ্রাতার মৃত্যুর ঠিক ছয় মাস পরে সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বর আমাকে এই পৃথিবীতে আনিলেন। পিতা তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে রাজদরবারের কয়েকটি আমীরকে সঙ্গে লইয়া আগ্রা হইতে যাত্রা করিলেন। প্রতিদিন পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া তাঁহারা মইনুদ্দিনের কবরে উপনীত হইলেন। পিতা প্রথমে মইনুদ্দিনের কবরে পূজা অর্পণ করিয়া সেই সাধু ফকিরের অন্বেষণে গমন করিলেন। এই ফকিরের নাম সেলিম। আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া পিতা ফকিরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আমার নিরাপদ দীর্ঘ জীবনের

জন্য পরমেশ্বরেব নিকট প্রার্থনা কবিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। ভবিষ্যতে তাঁহার আব কয়টি সন্তান হইবে, তাহাও জানাইতে বলিলেন রাজ্যেশ্বরেব সাক্ষাতে সাধু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—"ভগবানের ইচ্ছায় আপনাব তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে।" পিতা বলিলেন—"ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠটিকে আপনার ক্রোড়ে অর্পণ কবিয়াছি।" সাধু উত্তব করিলেন "ভগবান ইহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আপনি যখন ইহাকে আমার ক্রোড়ে অর্পণ করিয়াছেন, তখন আমার নামানুসারে এই শিশুব নাম মহম্মদ সেলিম রাখিলাম।" পিতা সাধুর এই প্রকাব প্রীতিপূর্ণ ভাব অত্যন্ত মঙ্গলজনক মনে করিয়াছিলেন। এই ফকিবের সহিত চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। পিতা আমাকে কখনও "সেলিম" বলিয়া ডাকিতেন না, সর্ব্বদাই তিনি আমাকে "বাবা" বলিয়া ডাকিতেন হয় তো, শেষ জীবন পর্য্যন্ত আমি সুলতান সেলিম নামেই অভিহিত হইতাম কিন্তু, তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীশ্বরদিগের তুল্য হইবার জন্য জাহাঙ্গীর বাদশা উপাধি ধারণ করিলাম। আমি বিশ্বাস করি, মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া এই নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন কবিতে পারিব।

দ্বাদশটি আদেশ

সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই আমি "ন্যায়ের শৃঙ্খল" প্রস্তুত করিতে আদেশ প্রদান করিলাম। এই শৃঙ্খল স্বর্ণদ্বারা নির্ম্মিত হইল। ইহা ১৪০ গজ দীর্ঘ এবং ইহার স্থানে স্থানে আশিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা সংযুক্ত ছিল, ইহা একুশ মণ ভারি ছিল। এই শৃঙ্খলের একদিক আগ্রার রাজকীয় প্রাসাদের প্রাচীরে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং অন্যদিক যমুনা নদীর তটের নিকটে একটি প্রস্তর-স্তম্ভের সহিত যুক্ত ছিল। আমি কর্ম্মচারিগণের প্রতি নিম্নলিখিত দ্বাদশটি হুকুম জারি করিলাম।

১। আমি প্রজাদিগের জেখত, সিরমোহারি এবং তুমঘা নামক তিনটি কর মাপ করিতেছি। ইহা হইতে আমার পিতা ১৬ হাজার মণ সুবর্ণ* রাজস্ব স্বরূপ পাইতেন।

২। আমার তত্ত্বাবধানে রক্ষিত ঈশ্বরের সন্তানদিগের সম্পত্তি ডাকাতি অথবা কোন প্রকার অত্যাচারে অপহৃত হইলে, আমি আদেশ করিতেছি যে, সেই জেলার অধিবাসিগণ দোষী ব্যক্তিকে উপস্থিত করিতে কিংবা অপহৃত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য। কোন জেলা জনশূন্য হইলে কিংবা পতিত থাকিলে তথায় নগর নির্ম্মাণ করিতে, জনসংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে এবং প্রজাদিগকে সর্ব্বপ্রকার উৎপীড়ন এবং ক্ষতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ প্রচার করিতেছি। জনশূন্য জেলাগুলিকে লোকপূর্ণ করিবার নিমিত্ত জায়গীরদার

---

* এক মণে ২৮ সের।

করিতে বাধ্য।

তাঁহাকে পরিত্যক্ত স্থানসমূহে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিতে ও যাহাতে প্রজাগণ নিরাপদে গমনাগমন করিতে পারে তজ্জন্য পান্থনিবাস, পথিকদিগের বিশ্রামাগার স্থাপন করিতে আদেশ করিতেছি। যে সকল জেলা প্রত্যক্ষভাবে আমার শাসনাধীন এবং যে সকল স্থানে ক্রোরী * বাস করেন, সেই জেলায় উপরোক্ত কর্ম্মচারীকে এই সকল নির্ম্মাণ করিবার সমুদয় ব্যয় রাজকোষ হইতে নির্ব্বাহ করিতে আদেশ দিতেছি।

৩। সওদাগরদিগের অনুমতি ব্যতীত তাহাদিগের পণ্যদ্রব্যের বস্তা খোলা অথবা কোন বস্তুতে হস্তার্পণ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু যখন তাহারা তাহাদের দ্রব্যসমূহ বিক্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে, তখন ক্রেতাগণ কোন গোলমাল না করিয়া তাহা ক্রয় করিতে পারিবে।

৪। কোন বেসরকারী ব্যক্তি সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করিলে পর, কেহই তাহার সম্পত্তি লইয়া গোলমাল করিতে পারিবে না, কিম্বা তাহার সন্তানদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিতে পারিবে না। কিন্তু মৃত ব্যক্তির কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে তাহার সম্পত্তি উপাসনালয় নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন অথবা কোন প্রকার জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে এবং তদ্দ্বারা তাহার আত্মার কল্যাণও সাধিত হইবে।

৫। কোন ব্যক্তি কোন প্রকার মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে কিম্বা বিক্রয় করিতে পারিবে না। যদিও আমি ১৬ বৎসর বয়স হইতে মদ্যপান করিতেছি, তথাপি আমি এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতেছি। কেননা অতিরিক্ত মদ্যপানে মানুষের সকল দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হয়, শারীরিক শক্তি

* সম্রাট আকবর এই পদ স্থাপন করেন। এই কর্ম্মচারীর উপর এক ক্রোর দাম (এক টাকায় ৪০ দাম হইত) সংগ্রহ করিবার ভার অর্পিত ছিল, এই জন্য তিনি ক্রোরী নামে অভিহিত হইতেন।

বিনষ্ট [illegible] দেখিয়াছি যে, তাহাতে [illegible] মন্ত্র [illegible] বশীভ[illegible] হস্তাদ। [illegible] মুক্ত হইয়াছিলাম। আ[illegible] অদ্ধ [illegible] কবিতাম। কিন্তু [illegible] আমি অত্যন্ত ভীত হই [illegible] এই অভ্যাস বদ্ধমূল হইলে আমার অ[illegible] হইবে। সুতরাং সময় থাকিতে এই বদভ্যাস দূর করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম। আমার একান্ত চেষ্টার ফলে ছয় মাসের মধ্যে মদ্যপানের পরিমাণ হ্রাস করিয়া প্রত্যহ কুড়ি পেয়ালা হইতে পাঁচ পেয়ালা করিলাম। আমি নিয়ম করিলাম যে, সন্ধ্যার দুই ঘণ্টা পূর্বে মদ্যপান করিব, অন্য সময়ে নহে। কিন্তু এখন রাজ্যসংক্রান্ত কার্য্যে আমাকে এতদূর অভিনিবিষ্ট থাকিতে হয় যে, সান্ধ্যকালীন প্রার্থনার পর আমি মদ্যপান করি। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া আশা করিতেছি যে, আমার পিতামহ হুমায়ূনের ন্যায় ৪৫ বৎসরের পূর্বেই আমি মদ্যপান একেবারে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইব। "যে কার্য্যে ঈশ্বর তাঁহার বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, সেই কার্য্য না করিতে চেষ্টা করা প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য এবং ইহা করিলেই অনন্ত মুক্তির পথ মুক্ত হইবে।"

৬। আমার রাজ্যে কোন প্রজার গৃহে কোন ব্যক্তি তাঁহার বিনা সম্মতিতে জোর করিয়া বাস করিতে পারিবে না। সৈনিকগণ কোন নগরে আসিলে জোর জবরদস্তি না করিয়া সম্মতি লইয়া এবং ভাড়া দিয়া কাহারও গৃহে বাস করিতে পারিবে। এরূপ গৃহ না পাইলে তাহারা তাঁবু খাটাইয়া তাহাতেই বাস করিতে বাধ্য। কারণ কোন অপরিচিত ব্যক্তি জোর

করিয়া আসিয়া পরিবারের মধ্যে বাস করিতে আরম্ভ করিলে এবং হয় তো স্ত্রীপুত্রকে ক্লেশ দিয়া বাটীর ভাল অংশটি দখল করিয়া বসিলে সকলের পক্ষেই অতিশয় কষ্টকর হয়।

৭। কোনও অপরাধের জন্য কাহারও নাসিকা কিংবা কর্ণ কর্ত্তন করা হইবে না। যদি কেহ চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী হয়, তাহা হইলে অপরাধীকে কণ্টকময় চাবুক দ্বারা মারিতে হইবে অথবা কোরাণ স্পর্শ করাইয়া তাহাকে চৌর্য্যের পথ হইতে ফিরাইতে হইবে।

৮। ক্রোরী এবং জায়গীরদারগণ কোন প্রজার জমি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে কিংবা তাহাদের জমিতে চাষবাস করিতে পারিবে না। কোন জেলার জায়গীরদার তাহার এলেকার সীমার বাহিরে কোন প্রকার কর্তৃত্ব করিতে পারিবে না। কিংবা অন্য জেলার পালিত পশু অথবা মনুষ্য নিজের জেলায় বলপূর্ব্বক আনিতে পারিবে না। তাহাদিগকে নিজের জেলার সর্ব্ব প্রকার উ[illegible]তি বিধান এবং চাষের উন্নতি সম্বন্ধে অভিনিবিষ্ট থাকিতে হইবে।

৯। বিষ-নাশক ঔষধ অনিয়মিত রূপে ব্যবহার করিতে পারিবে না।

১০। সমুদয় প্রধান নগরের শাসনকর্ত্তাদিগকে হাসপাতাল স্থাপন করিতে হইবে। এই সকল হাসপাতালে বিচক্ষণ ডাক্তার এবং রোগীদিগের সর্ব্বপ্রকার সুখ স্বচ্ছন্দতার বিধান থাকিবে। রোগিগণের আরোগ্যলাভ পর্য্যন্ত তাহাদের সমুদয় ব্যয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইবে। তাহারা আরোগ্য লাভ করিলে তাহাদের হস্তে কিছু টাকা প্রদান করিয়া বিদায় দিতে হইবে।

১১। আমার জন্মমাসে সমগ্র রাজ্যে মাংসাহার নিষিদ্ধ এবং বৎসরের মধ্যে এমন এক এক দিন নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, যে দিন সর্ব্বপ্রকার পশু হত্যা নিষিদ্ধ। আমার রাজ্যারোহণের দিন বৃহস্পতিবার, সে দিন এবং রবিবার

কেহ মাংসাহাব করিতে পাবিবে না। কেন না যে দিন জগৎ সৃষ্টি সম্পূর্ণ হইয়াছিল, সে দিন কোন জীবেব প্রাণহরণ কবা অন্যায়। এগারো বৎসবের অধিক কাল আমাব পিতা এই নিয়ম পালন করিয়াছেন এবং এই সময়েব মধ্যে রবিবাব দিন তিনি কখনও মাংসাহার কবেন নাই। সুতরাং আমাব বাজ্যে আমিও এই দিনে মাংসাহাব নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিতেছি।

১২। আমাব পিতাব জীবিত কালে যে সকল কর্ম্মচাবী বাজকার্য্য পবিচালন কবিতেন, আমিও তাঁহাদিগকে সেই সকল কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত বাখিতে আদেশ দিতেছি। যাঁহাদেব প্রচুর গুণবত্তা দেখিতেছি, তাঁহা-দিগকে উচ্চতব পদে স্থাপিত করিলাম। যেমন, দশটি অশ্বেব অধি-নায়ককে ১৫টি অশ্বের অধিনায়কত্বে উন্নীত কবিলাম। এই প্রকারে সাম্রাজ্যের সর্ব্ব প্রধান রাজকর্ম্মচারী হইতে সর্ব্বনিম্ন রাজকর্ম্মচারীর পদ বৃদ্ধির আদেশ প্রদান করিতেছি।

প্রজানুরাগ

আমি প্রজাবর্গের সুখ সুবিধার জন্য একান্ত যত্ন করিয়াছিলাম এবং তদুদ্দেশে বিবিধ আদেশ প্রচার করিয়াছিলাম। তথাপি কোন কোন মনুষ্যের প্রকৃতি এরূপ হীন ছিল যে, তাহারা আমাকে উপযুক্তরূপ সম্মান ও প্রীতি অর্পণ করিত না।* এই সকল লোক কখনও শান্তির প্রয়াসী নহে, তাহারা সর্ব্বদাই একটা গোলমাল ও উত্তেজনা আকাঙ্ক্ষা করে। আমি রাজ্যের মধ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা, সুবিচার প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হইলেও, ইহারা তাহার প্রতিকূলাচরণ করিত।

সিংহাসনারোহণ করিয়াই আমি রাজ্যের সমুদয় কর্ম্মচারীর বেতন বৃদ্ধি করিতে আদেশ দিলাম। কেবল যে সকল কর্ম্মচারী আমার প্রজা তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিলাম তাহা নহে; পারস্য, বোখারা প্রভৃতি রাজ্যের বিদেশী কর্ম্মচারীদিগেরও বেতন বৃদ্ধি করিলাম। কারণ "সমুদয় ধন, সম্পত্তি, ক্ষমতা ঈশ্বরদত্ত এবং প্রজাবর্গ তাঁহারই ভৃত্য" এবং এই বিশাল রাজ্যে এত মনুষ্য থাকিতেও তিনি যখন কৃপা করিয়া আমাকে এই সাম্রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন, তখন তাঁহার ভৃত্যবর্গের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে, তাহাদের দুঃখ দূর করিতে, তাহাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে আমি বাধ্য। ইহার অন্যথাচরণ করিলে পরলোকে বিচারের সময় আমাকে কঠিন শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

কর্ম্মচারিগণের বেতন বৃদ্ধি করিবার পর রাজ্যের সমুদয় কয়েদীদিগকে

---

* এইস্থানে জাহাঙ্গীর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু ও তাঁহার দলের লোকদিগের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

খালাস দিবার হুকুম দিলাম। ইহাতে কেবল গোয়ালিয়র দুর্গ হইতেই সাত হাজার কয়েদী মুক্তি পাইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ চল্লিশ বৎসর কারাগৃহে আবদ্ধ ছিল। সমস্ত হিন্দুস্থানে সর্বসমেত কত কয়েদী স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার গণনা করা যায় না। একমাত্র বঙ্গদেশের দুই হাজার চারি শত দুর্গ হইতে কয়েদীদিগকে খালাস দেওয়া হইয়াছিল। রাজা মানসিংহের দেড় শত আশিটি পুত্র ছিল। ইহারা প্রায় সকলেই পিতার বিরুদ্ধে উত্থান করিয়াছিল। রাজা মানসিংহ তাহার পুত্রদিগকে দমন করিবার জন্য যুদ্ধ করেন। পুত্রেরা আত্মরক্ষার্থ এই সকল দুর্গ নির্মাণ করিয়া সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু চারি বৎসরের মধ্যে সমস্ত বঙ্গদেশ এবং দুর্গসমূহ পিতা কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। মানসিংহের পুত্রগণ বিনষ্ট হইয়াছিল এবং নানাসিংহ পিতার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

রাজকার্য্য

রাজ্যারোহণ করিয়াই প্রচলিত মূল্যবান মুদ্রাসমূহ নূতন করিয়া প্রস্তুত এবং প্রত্যেকটি মুদ্রা নূতন নামে নামাঙ্কিত করিতে আদেশ করিলাম। দুই হাজার তোলার একটি স্বর্ণ মুদ্রার নাম "নূরইসাহি" (সাম্রাজ্যের আলো) এবং এক হাজার তোলার একটি স্বর্ণ মুদ্রার নাম "নূরজাহান" (পৃথিবীর আলো) রাখিলাম। এই প্রকারে আরও নানাপ্রকার মুদ্রার নামকরণ করা হইল। প্রত্যেক রৌপ্য মুদ্রাও স্বর্ণ মুদ্রার অনুরূপে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলাম। এই সকল মুদ্রার এক পার্শ্বে আমার রাজত্বের বৎসর এবং অন্য পার্শ্বে আমার ধর্ম্মের মূল সূত্র "লাই ল্লা ইলউল্লা, মহম্মদ উররসুলাল্লা" (এক মাত্র পরমেশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই, মহম্মদ ঈশ্বরের দূত) অঙ্কিত হইল।

সমগ্র হিন্দুস্থানের মধ্যে আগ্রা নগরী অতিশয় প্রসিদ্ধ। অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহা দুর্ভেদ্য দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু আমার পিতা এই দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া প্রকাণ্ড প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গ দ্বারা আগ্রা নগরীকে বেষ্টন করিয়াছিলেন। এই নগরী যমুনা নদীর উভয় তীর ব্যাপিয়া বিদ্যমান এবং আয়তনে ও লোকসংখ্যায়ও অতুলনীয়। বহু সংখ্যক কারুকার্য্যখচিত সুবৃহৎ ও সুশোভন অট্টালিকা ও মস্‌জিদ, মনোহর স্নানাগার এবং বিশাল প্রমোদগৃহসমূহে এই নগরী পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

আফ্‌গানদিগের ভারতবর্ষে আগমনের বহুপূর্ব্ব হইতেই আগ্রা নগরী বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। হিন্দুগণের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, যমুনা নদী পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। হাসারাবাদের নিকটে

যেখানে প্রথমে যমুনা দেখা যায়, সেই স্থান হইতে নদী এরূপ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে যে, ইহাতে হস্তী পতিত হইলেও তৃণের ন্যায় ভাসিযা যায়। আগ্রাব দুর্গের নিম্ন হইতে যমুনা নদী বাঁকিয় বঙ্গদেশ অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে।

সেকেন্দর লোদি গোয়ালিযব আক্রমণ করিবাব জন্য যাত্রা করিয ভাবত সাম্রাজ্যের বাজধানী দিল্লী হইতে আগ্রায় উপনীত হন এবং তাঁহাব বাজধানী আগ্রা নগরীতে উঠাইযা আনেন। পবিশেষে, সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের ইচ্ছায আমার পূর্ব্ব পুরুষ সম্রাট বাবব সেকেন্দরলোদির পুত্র ইব্রাহিমকে পবাজিত এবং দিল্লী ও সমগ্র বঙ্গদেশ অধিকার করিয় যমুনা নদীব অপব পাবে এক মনোহব বৃহৎ উদ্যান রচনা করেন উদ্যানেব এক পার্শ্বে চাবিতল বিশিষ্ট সবুজ মর্ম্মব প্রস্তরের একটি সুচারু মণ্ডপ নির্ম্মিত হইযাছিল। ইহার চতুর্দ্দিকে মসৃণ মর্ম্মরের স্তম্ভ বিশিষ্ট একটি প্রকাণ্ড মঞ্চ এবং তদুপবি গুম্বজ ছিল। এই গুম্বজের পবিধি ৩৭ ফিট ছিল। মঞ্চের ভিতবেব ছাদে নানাপ্রকার আশ্চর্য্য কারুকার্য্যবিশিষ্ট, স্বর্ণখচিত সুশোভন চিত্রসমূহ অঙ্কিত করা হইয়াছিল বাগানেব ভিতবে দুই ক্রোশ দীর্ঘ একটি আচ্ছাদিত পথ প্রস্তুত হইয়াছিল ইহাব দুই পার্শ্বে ৯২ ফিট উচ্চ সুপারী বৃক্ষসমূহ দণ্ডায়মান ছিল। এই সকল দীর্ঘ এবং সুন্দব বৃক্ষ দ্বাবা পথটি অতিশয মনোরম হইয়াছিল। বাগানের মধ্যদেশে একক্রোশ পরিধিবিশিষ্ট একটি সবোবব খনন করা হইয়াছিল তাহাব চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রস্তরেব আসন ছিল। এই সরোবরের মধ্যে আর একটি দ্বিতল মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাব দেয়াল এবং দ্বারসমূহ সূক্ষ্ম কারুকার্য্যবিশিষ্ট চমৎকার মনুষ্য মূর্ত্তি এবং চিত্রাবলীতে সজ্জিত ছিল। প্রকাণ্ড প্রস্তরের একটি সুদৃশ্য সেতু দ্বারা এই মণ্ডপে গমনাগমন

[illegible] যাইত। [illegible] এবং ইহার নাম [illegible] উদ্যানের এক কোণে একটি [illegible] বাবরের রাজত্বের [illegible] হইয়াছিল। তদবধি [illegible] হইতে আনীত [illegible] একবার এক লক্ষ [illegible] তে আনীত [illegible] আঙুর, [illegible] ছিল। এই [illegible] তদবধি ভারতবর্ষে প্রচুর [illegible] ফল [illegible] হিন্দুস্থান [illegible] তাহা বর্ণনা [illegible] বৃক্ষ ছিল। [illegible] পুষ্প [illegible] মধ্যে [illegible] বস্তুতঃ [illegible] এত বিচিত্র প্রকারের পুষ্প [illegible] তাহার তুলনা হয় না এবং তাহা সৌন্দর্য্যে এবং সৌগন্ধে [illegible]।

[illegible] পিতা [illegible] আগ্রা দুর্গ রক্তবর্ণের প্রস্তর দ্বারা পুনর্নির্ম্মিত [illegible] এই [illegible] চারিটি প্রধান প্রবেশ দ্বার এবং দুইটি ক্ষুদ্র [illegible] সুন্দর ও মনোহররূপে নির্ম্মিত হইয়া- [illegible] দেখিলে [illegible] হয় যে, ইহা একটি [illegible] প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত [illegible] এই [illegible] প্রস্তুত করিতে [illegible] লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। [illegible] সম্রাটের আদর্শানুসারে [illegible] প্রধান প্রধান [illegible] অট্টালিকা ও মনোহর উদ্যানসমূহ [illegible] বাস্তবিক [illegible] একটি আশ্চর্য্য [illegible] যাহারা [illegible] ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করে, সেই [illegible]



আগ্রা দুর্গ।

নিউ আর্টিষ্টিক্ প্রেস, কলিকাতা। ১৬ পৃষ্ঠা।

এবং গোয়ালিযর নগব সমৃদ্ধি এবং ঐশ্বর্য্যে আগ্রা নগরেব তুল্য বলিযা চিরপ্রসিদ্ধ।

বাবাণসী নগবে বাজা মানসিংহ ৫ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি মন্দিব নির্ম্মাণ কবিযাছিলেন। মন্দিবের প্রধান দেবতাব মস্তকে ৪৫ লক্ষ টাকাব মণিমুক্তাখচিত এক মুকুট ছিল। প্রধান দেবতাব ভৃত্যরূপে নিবেট স্বর্ণনির্ম্মিত আবও চাবিটি পুত্তলিকা ছিল, ইহাদের মস্তকেও মণিমুক্তাখচিত মুকুট ছিল। হিন্দুগণেব বিশ্বাস ছিল যে, কোনো মৃতকে ইহাব সম্মুখে বাখিলে সে পুনর্জ্জীবিত হয। আমি ইহাদেব কথা বিশ্বাস না কবিযা সত্য নির্ণযেব জন্য একজন লোককে নিযুক্ত কবিলাম। তৎপবে ঘটনা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হওযাতে, আমি এই প্রতাবণাব মন্দিব ধ্বংস কবিয়া সত্যেব মন্দিব প্রতিষ্ঠিত করিবাব জন্য তথায মসজিদ নির্ম্মাণ কবাইলাম।

হিন্দুজাতির প্রতি আকবরের অনুরাগ

আমার পিতা কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেন না। হিন্দু ও মুসলমানকে সমভাবে দেখিতেন। পিতা কোনো পৌত্তলিক ধর্ম্মমন্দির ধ্বংস করিতেন না কিংবা কোনো পৌত্তলিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা দিতেন না। আমি ইহার কারণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন,—"প্রিয়পুত্র, আমি এক অতি ক্ষুদ্র রাজা, পৃথিবীতে মহান্ পরমেশ্বরের ছায়ামাত্র। আমি দেখিয়াছি যে, প্রভু পরমেশ্বর নিরপেক্ষ ভাবে তাঁহার সৃষ্ট সকল প্রাণীকে পালন করিতেছেন। সুতরাং তিনি কৃপা করিয়া যাহাদিগের ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে দয়া এবং সহানুভূতির সহিত রক্ষণাবেক্ষণ না করিলে আমার কর্ত্তব্য করা হইবে না। ঈশ্বরের সৃষ্ট সকল প্রাণীর সহিত আমি শান্তি-সূত্রে আবদ্ধ। তবে কেন আমি তাহাদের দুঃখ এবং কষ্টের কারণ হইব? এতদ্ব্যতীত ইহাও কি দেখিতেছি না যে, ছয় ভাগের মধ্যে পাঁচভাগ লোকই হিন্দু অথবা মুসলমানধর্ম্মবিরোধী। সকলকে আমার ধর্ম্মে আনিব, এই মনে করিয়া যদি আমি কার্য্য করি, তবে সকলকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা ব্যতীত আর অন্য কোনো উপায় থাকে না। এই কারণে আমি ইহাদিগকে কোনো প্রকার বাধা না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি। অপর দিকে দেখ, হিন্দুরা বিজ্ঞান ও শিল্প প্রভৃতির অলোচনায় নিযুক্ত থাকিয়া উত্তরোত্তর জ্ঞানপথে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা মনুষ্য জাতির অশেষ উপকার সাধনার্থ কত সদনুষ্ঠান করিতেছে এবং রাজকার্য্যেও সবিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়া রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদে আসীন হইয়াছে। বাস্তবিক, এই

আগ্রা নগরে পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মাবলম্বী এবং জাতির মনুষ্য সকল বিদ্যমান রহিয়াছে।"

আগ্রার রাজকীয় দুর্গে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র খসরুকে বন্দী করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। যদিও আমি তাহার অবাধ্যতা এবং মন্দ ব্যবহারের প্রচুর প্রমাণ পাইয়াছিলাম, তথাপি তাহার ব্যয়স্বরূপ তাহাকে প্রতি মাসে ৪৫ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে আদেশ দিয়াছিলাম। আমি প্রতি মাসে তাঁহাকে একবার দেখিতে যাইতাম এবং তাহার সন্তানদিগকে প্রতি সপ্তাহে একবার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দিয়াছিলাম।

সৈয়দ খাঁ বংশানুক্রমে আমার পিতার অধীনে কার্য্য করিতেছেন। আমি তাহাকে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা এবং লাহোর সৈন্যের অধিনায়করূপে নিযুক্ত করিলাম। এই উপলক্ষে তাহাকে একটি হস্তী, একখানি মণিমুক্তাখচিত তরবারী, একটি অশ্ব এবং হীরকখচিত মস্তকাভরণ ও আমার পোষাক হইতে একটি পোষাক তাহাকে প্রদান করিলাম। এই সেনাপতি মোগল বংশোদ্ভব। তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পর শুনিলাম যে, তাঁহার অধীন কয়েকজন লোক অত্যন্ত অত্যাচারী এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতিসম্পন্ন। এই কথা শুনিয়াই আমি খোজা সাদেককে তাঁহার নিকট এই সংবাদ দিয়া প্রেরণ করিলাম যে, "উচ্চ ও নীচবংশীয় সকল লোককেই আমি সমভাবে দেখি, সুতরাং আপনার অধীন কোনো লোক যদি অত্যাচারী হয় অথবা অবিচারপূর্ণ নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, তবে তাহাকে উপযুক্তরূপ শাস্তি প্রদান করা হইবে।" খোজা সাদেক তাঁহাকে এই সংবাদ দিবার পর তিনি এই মর্ম্মে এক প্রতিজ্ঞা-পত্র স্বাক্ষর করিলেন যে, "আমি কিংবা আমার অধীন কোনো লোক অত্যাচার ও অন্যায় ব্যবহার করিলে ইহার শাস্তিস্বরূপ আমাদের মস্তক প্রদান করিব।"

আমার হস্তী-সমূহের রীতিমত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি হাজার

হস্তী-পালনের জন্য একজন ফৌজদার নিযুক্ত করিলাম। আমার রাজ্যের হস্তীর সংখ্যা নির্ণয় করা আমার দুঃসাধ্য। আমার অধীনে যুদ্ধক্ষেত্রের জন্যই বারো হাজার বৃহৎ হস্তী আছে। এই সকল হস্তীর আহার সামগ্রী যোগাইবার জন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারের এক হাজার হস্তী আছে। রাজপরিবারের মহিলাদিগকে এবং রাজবাটীর রৌপ্যনির্ম্মিত তৈজসপত্র কার্পেট ও অন্যান্য জিনিস বহন করিবার জন্য এক লক্ষ হস্তী আছে। এই সমুদয় হস্তী-পালনের জন্য প্রতি মাসে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে।

বোখারাবাসী সেখ ফরীদ আমার পিতার অধীনে "মিরবক্সী"র কার্য্য করিতেন, আমিও তাঁহাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম এবং রত্নখচিত একখানি তরবারী ও এক পোষাক প্রদান করিলাম। তাঁহার অসীম গুণাবলীর প্রশংসা করিয়া আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম যে, তিনি তরবারী এবং কলম উভয়ই সমভাবে চালাইতে সুদক্ষ। আমার পিতা মকিম খাঁকে উজির খাঁ উপাধি দিয়াছিলেন, আমিও তাঁহার এই উপাধি মঞ্জুর করিয়া তাঁহাকে উজিরের কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। খোজা ফতাউল্লাকে আমার সংসারের পরিদর্শক নিযুক্ত করিলাম। স্থপতিবিদ্যা-বিশারদ আবদাররজাক, কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে পিতা তাঁহাকে বক্সীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমিও এখন তাঁহাকে খেলাত প্রদান করিয়া ঐ পদে নিযুক্ত করিলাম। আমার পিতার অধীনে যাঁহারা কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সকলেরই পদোন্নতি ও তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান প্রদান করিলাম।

বন্ধু-প্রীতি

চিত্রকর আবদুল হামিদেব পুত্র সেবিফ খাঁ শৈশব হইতে যৌবন পর্য্যন্ত আমাব সহিত একত্রে পালিত হইযাছে। যখন আমি যববাজ ছিলাম, তখনই আমি তাহাকে খাঁ উপাবি প্রদান কবিযাছিলাম, এক্ষণে তাহাকে আমিব-উল ওমবা উপাবিতে ভূষিত কবিলাম। আমাব প্রতি তাহাব প্রগাঢ় অনুবাগেব চিহ্নস্বরূপ আমি তাহাকে এই উপাধি প্রদান কবিযাছি। সেবিফ খাঁ একাধাবে আমাব বন্ধু, ভ্রাতা, পুত্র, সঙ্গী এবং অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ অকৃত্রিম সুহৃদ। আমি জানি না তাহাকে কি ভাবে ভালবাসিলে এবং শ্রদ্ধা কবিলে তাহাব অনুবাগেব সমুচিত প্রতিদান দিতে পাবি। আমি তাহাকে আমাব শরীবেব একাংশ বলিয়া মনে করি। বলিতে কি, আমাব সাম্রাজ্যেব মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতায় তাহাব তুল্য কেহ নাই। আমি বহু চিন্তা কবিযাও তাহাব উপযুক্ত কোনো উপাধি, পদ বা সম্মান সৃষ্টি করিতে পাবি নাই। আমাব পিতা নিয়ম কবিযাছিলেন যে, বাজ্যের সর্ব্বপ্রধান আমিরও পাঁচ হাজাবেব অধিক সংখ্যক সেনাব অধিনায়ক হইতে পারিবে না। কারণ অধিক সৈন্য অধীনে থাকিলে বিদ্রোহী হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে এই সৈন্য চালনা করাব সবিশেষ সম্ভাবনা। আমিও এই সুনিয়ম প্রবর্ত্তন কবিলাম এবং সেবিফ খাঁর অধীনেও পাঁচ হাজারেব অধিক সৈন্য বাখিলাম না। যদিও আমি জানি যে, একজন আমিব-ওল-ওমরাব পদগৌরবের পক্ষে ইহা অকিঞ্চিৎকব। আমি তাহাকে বলিয়াছি যে, আমার যথাসর্ব্বস্ব তাহারই। সেবিফ খাঁও বলিয়াছে যে, আমি কৃপা করিয়া তাহাকে যে

সম্মান প্রদান করিব, তাহাতেই সে সন্তুষ্ট থাকিবে এবং যতদিন রাজ-কার্য্য করিবে, ততদিন পাঁচ হাজারের অধিক সংখ্যক সৈন্যের অধিনায়ক কখনও হইবে না।

এলাহাবাদ হইতে আমার পিতার নিকট প্রত্যাগমনের সেই বিশেষ দিনে, যে সকল বিশ্বাসী আমীর আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, সেরিফ খাঁও তাহাদের মধ্যে ছিল। ইহার ষোলো দিন পরে আমার রাজ্যাভিষেকের সময় যখন সেরিফ খাঁ আমার বশ্যতা স্বীকার করিতে আমার সম্মুখে আসিল, তখন বেশ উপলব্ধি করিলাম যে, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের করুণা আমার উপর বর্ষিত হইল এবং আমি যেন নবজীবন লাভ করিলাম। একমাত্র সেরিফ খাঁর ভালবাসা লাভ করিয়া আমি সত্য সত্যই যেন আমার সমুদয় প্রজার প্রভু হইলাম। যদিও আমি তখন আমার চতুর্দ্দিকে নিদারুণ বিপদসঙ্কুল ও সংশয়পূর্ণ অবস্থার বিষয় জ্ঞাত ছিলাম না, তথাপি আমার মনে হইতেছিল যে, আমার বিপদের সময় সেরিফ খাঁ নিজের জীবন পণ করিয়াও আমাকে রক্ষা করিবে। পরে আমির-ওল-ওমরাকে আমি বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলাম। তাহার বিদায়ের দিন আমার নিকট যে কি ঘোর বিষাদপূর্ণ হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। তখন তাহার বিচ্ছেদ-যাতনা আমার অসহনীয় হইয়াছিল। যাক্, এ বিষয় আর অধিক লিখিব না। সেরিফ খাঁর জন্মস্থান সিরাজ নগরে। সেরিফ খাঁর পিতামহ তথাকার সম্রাট্ সা সুজার অধীনে উজীরের কর্ম্ম করিতেন। তাহার পিতা আমার পিতামহ হুমায়ুনের পরম বন্ধু ছিলেন এবং আমার পিতার অধীনে উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার মাতা মহম্মদের বংশোদ্ভবা।



আকবর-মহিষী যোধবাই
(জাহাঙ্গীরের মাতা)



জাহাঙ্গীর-মহিষী
রাজা ভরমল্লের কন্যা
(খসরুর মাতা)

পুত্র কন্যার বিবরণ

ইতঃপূর্ব্বে আমি রাজা মানসিংহকে বঙ্গদেশের শাসন কার্য্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে নানা কারণে তাঁহাকেই ঐ পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলাম এবং তাঁহাকে একটি বহুমূল্য পরিচ্ছদ, একখানি মণিমুক্তাখচিত তরবারী এবং সহস্র মুদ্রা মূল্যের অশ্বের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট "কোথপারা" নামক অশ্ব প্রদান করিলাম। রাজপুত সামন্তবর্গের মধ্যে রাজা মানসিংহের পিতামহ ভরমল সর্ব্ব প্রথমে আমার পিতা সম্রাট্ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। স্বজাতীর মধ্যে ভরমল বীর্য্য, সাধুতা এবং বিশ্বস্ততার জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। পিতা তাঁহাকে সমুচিত সম্মান প্রদান করিবার জন্য তাঁহার কন্যাকে রাজ-প্রাসাদে আনয়ন করেন এবং পরিশেষে আমার সহিত এই কন্যার বিবাহ দিয়া-ছিলেন। এই রাজকুমারী আমার পুত্র খসরুর জননী। খসরুর জন্ম কালে আমার সতেরো বৎসর বয়স ছিল। এক্ষণে খসরু কুড়ি বৎসরের যুবক হইয়াছে। আমি প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি যে, [illegible] কুড়ি বৎসর জীবিত থাকিয়া যশস্বী হউক। এপর্য্যন্ত আমি তাহার আনুগত্যে ও ভক্তিপূর্ণ আচরণে অতিশয় সন্তুষ্ট আছি, আশা করি এই প্রকারে সে সর্ব্বদা ঈশ্বরেরও প্রিয় কার্য্য সাধন করিবে।* খসরু অপেক্ষা এক বৎসরের বড় এক কন্যা আমার সর্ব্বপ্রথম সন্তান।

---

* ইহার ছয়মাস পরেই তাঁহার আত্ম-জীবনীতে দেখিতে পাই যে জাহাঙ্গীর এই পুত্রের ব্যবহারে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বেও আমরা খসরুর অবাধ্য আচরণের আভাস পাইয়াছি।

কাসোবাবের রাজকুমার সুলতান সাবঙ্গেব পুত্র সৈয়দ খাঁব কন্যার সহিত আমাব বিবাহ হয়। খসরুব জন্মগ্রহণেব পবে ইহার গর্ভে আমাব এক কন্যা হয়, তাহাব নাম ওফেৎবানি বেগম বাখিয়াছিলাম। এই বালিকার তিন বৎসব বয়সে মৃত্যু হয়। জেনিখা খৌকাব ভ্রাতুস্পুত্রী আমাব পত্নী সাহেব জমলের গর্ভে কাবুল নগরে আমাব এক পুত্র হয়। পিতা তাহার নাম পাবভিজ বাখিয়াছিলেন। ঈশ্বরেব নিকট প্রার্থনা কবি যে, সে দীর্ঘজীবী হউক এবং তাহাব নিবলস, কার্য্যশীল উৎসাহপূর্ণ জীবন দ্বাবা খ্যাতি লাভ করিয়া আমাব উচ্চ আশা পূর্ণ করুক। চব্বিশ মাস হইল আমি তাহাকে উদয়পুবেব বাণাব বিরুদ্ধে এক ধর্ম্মযুদ্ধে প্রেরণ কবিয়াছি। এই প্রথম তাহাকে দেশের কার্য্যে নিযুক্ত কবিলাম। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে তাহাব অধীন আমিবগণ তাহাব ব্যবহাবে অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ কবিতেছেন। তাহাব অধীনে প্রায় কুড়ি হাজাব অশ্বারোহী সৈন্য আছে, তাহাদেব প্রত্যেকেব তিনটি কবিযা অশ্ব আছে।

লাহোব পর্ব্বতেব পাদদেশস্থ এক শক্তিশালী বাজাব কন্যাব সহিত আমার বিবাহ হয়। ইহার গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ কবে, তাহার নাম দৌলতনিসা বেগম বাখিয়াছিলাম। এই কন্যা সাত মাস বয়সে প্রাণত্যাগ করে। তৎপরে রায়পুব পবিবাবেব বিবি করমিতির গর্ভে আর এক কন্যা হয়, তাহার নাম বাহারবানু বেগম বাখিয়াছিলাম, কিন্তু এই কন্যা দুই মাস মাত্র জীবিত ছিল। পবে হিন্দুস্থানেব মধ্যে প্রধান শক্তিশালী রাজা উদয় সিংহের কন্যাব গর্ভে আমাব এক কন্যা হয়, তাহার নাম বেগম সুলতান রাখিয়াছিলাম, সে এক বৎসর জীবিত ছিল। ইহারই গর্ভে আমার পুত্র খুরম * জন্মগ্রহণ করে। লক্ষ্মৌব বাজাব এক কন্যার গর্ভে আমার আর এক কন্যা হয়, সে সাতদিন মাত্র জীবিত ছিল।

* ইনিই পরে সম্রাট সাজাহান হন।



সম্রাট সাজাহান।

খুবম যে প্রকাব তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন তাহাতে আমি আশা কবি যে, ঈশ্ববাশীর্ব্বাদে আমাব এই পুত্র সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি লাভ কবিবে। আমাব সমুদয় সন্তানেব মধ্যে সে আমাব পিতাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান ও সেবা কবিত। এই কাবণে পিতা তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন। পিতা আমাকে পুনঃপুনঃ বলিতেন যে, আমাব সকল সন্তান অপেক্ষা এই পুত্রেব মধ্যে তিনি নানা গুণাবলী দেখিতে পাইযাছেন। সম্ভবতঃ তখন সে সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ ছিল বলিয়া সকলেই তাহাকে অতিশয় সুন্দব বলিত। খুবমেব পবে কাশ্মীবেব যুববাজের কন্যার গর্ভে আমাব এক কন্যা হয়। সে এক বৎসব বযসে মৃত্যু-মুখে পতিত হয। তৎপবে ইব্রাহিম হোসেন মির্জাব কন্যাব গর্ভে এক কন্যা হয়, সে আট মাস জীবিত ছিল। পুনবায় পাবভিজেব মাতা সাহেব জমলের আর এক কন্যা হয়, সে পাঁচ মাস মাত্র জীবিত ছিল। তৎপবে খুবমেব মাতার আব একটি কন্যা হয়, আমি ইহাব নাম লাজেত-উল্-নিসা বেগম বাখিয়াছিলাম, সে পাঁচ বৎসবেব সময় মানবলীলা সংববণ কবে। পবে পুনবায় পাবভিজেব মাতার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। আমাব বাজ্যাভিষেকের সময় তাহাব নাম জাহান্দর বাখা হয। পবিশেষে খুবমেব মাতার আর একটি পুত্র হয়, তাহাব নাম সেহাবাব। আমার এই দুই পুত্রই একমাসে জন্মগ্রহণ কবে।

আমাদেব পবিবাবেব সহিত বিবাহ সম্বন্ধ * নিবন্ধন রাজা মানসিংহ আমাব পিতার রাজত্বকালে সাম্রাজ্যেব মধ্যে এতদূব প্রভাব লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি ছয় মাস তাঁহাব জায়গীরে এবং ছয় মাস পিতার বাজসভায় থাকিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাব অপরিমিত ধনসম্পদ ছিল। তিনি যতবাব পিতাব সম্মুখে উপস্থিত হইতেন, ততবারই

* রাজা ভরমলের কন্যা, খসরুর মাতা, রাজা মানসিংহের ভগিনী ছিলেন।

১৮ লক্ষ টাকা নজর প্রদান করিতেন। রাজা মানসিংহ, তাঁহার পিতামহ রাজা ভবমলের সমুদয় ধনসম্পত্তি এত অধিক বাড়াইয়াছিলেন যে, সমস্ত হিন্দুস্থানের মধ্যে তাঁহার ন্যায় ধনা রাজা আর কেহ ছিলেন না।

ধর্ম্মনিষ্ঠা

ঈশ্বরের নাম সংগ্রহ করিবার জন্য আমি কয়েকজন ধর্ম্মযাজককে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। তাঁহারা ঈশ্বরের পাঁচশত বাইশটি নাম সংগ্রহ করিয়া আমাকে দিয়াছিলেন। আমার পিতার জপমালাতে ইহার অর্দ্ধেক নাম ছিল। তাঁহারা কুড়ি বর্ণমালানুসারে এই পাঁচ শত বাইশ নাম সাজাইয়াছিলেন। আমি আমার পোষাকের উপর সমুদয় নামগুলি কারুকার্য্য শোভিত করিয়া সেলাই করাইয়াছিলাম। আমি প্রতি শুক্রবার সাধু, ধার্ম্মিক, জ্ঞানীদিগের সহবাসে যাপন করিতাম। সিংহাসনারোহণের এক বৎসর পূর্ব্বে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, কোনো শুক্রবার মদ্য স্পর্শ করিব না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আজীবন আমাকে এই প্রতিজ্ঞা পালনে শক্তি প্রদান করুন। ঈশ্বর এ পর্য্যন্ত আমাকে এই প্রতিজ্ঞা পালনে সাহায্য করিয়াছেন।

আমার অধীন কর্ম্মচারিবৃন্দের অভাব অনুসারে বেতন বৃদ্ধি করিবার আদেশ প্রদান করিলাম। "আমার পিতার মৃত্যুবশতঃ শোকপ্রকাশের দিন অতীত না হইলে কোনো ব্যক্তি বিবাহ কি অন্য কোনো প্রকার অনুষ্ঠানে কোনো প্রকার বাদ্য বাজাইতে পারিবে না" এই মর্ম্মে এক হুকুম জারি করিলাম। এই সময়ে একদিন সংবাদ পাইলাম যে, হাকিম আলি নামক এক ব্যক্তি তাহার পুত্রের বিবাহে নানাপ্রকার গীত বাদ্যের আয়োজন করিয়াছে। তাহাদের গীত বাদ্যে নগর মুখরিত হইতেছে। আমি মহম্মদ তেকিকে এই কথা বলিয়া তাহার নিকট প্রেরণ করিলাম যে,—"সে আমার পিতার নিকট নানা বিষয়ে অশেষরূপে ঋণী, এই

শোকের সময় তাহার এই প্রকার আমোদে লিপ্ত হওয়া কখনও কর্ত্তব্য নহে। এই দুঃসময় ব্যতীত সে অন্য সময়ে পুত্রের বিবাহানুষ্ঠান করিতে পারিত।" যখন মহম্মদ তেকি, আমোদে উন্মত্ত, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে আমার এই কথা বলিল, তখন সকলেই আমোদ-প্রমোদ পরিত্যাগ করিয়া নিরতিশয় ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। হাকিম আলি সাতিশয় অনুতপ্ত হইয়া আমাকে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এক লক্ষ টাকা মূল্যের একছড়া মুক্তার মালা প্রদান করিল। আমি তখন উহা গ্রহণ করিলাম। কিয়দ্দিন পরে তাহাকে আমার সম্মুখে আহ্বান করিয়া মুক্তার মালাটি তাহার গলদেশে অর্পণ করিলাম। বস্তুতঃ আমার প্রজাবর্গের নিকট হইতে কোনো উপহার গ্রহণ করিতে আমি লজ্জিত হই। কেন না আমি ইচ্ছা করি, তাহারা চিরদিনই আমারই নিকট প্রত্যাশী থাকিবে। যত দিন আমার ক্ষমতা এবং সামর্থ্য আছে, আমি তত দিন আমার সমুদয় প্রজাকে গুণানুসারে পুরস্কৃত করিব।

কর্ম্মচারীদিগের বিবরণ

আমি পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা মহম্মদ খাকে এক লক্ষ টাকা, এক মূল্যবান পোষাক, হীরক ও বহুমূল্য মণিখচিত কোমরবন্ধ, তরবারী ও রাজদণ্ড উপহার প্রদান করিলাম। ইনি বেরার খাঁর বংশোদ্ভব। এই সময়েই মহম্মদ বেজার হস্তে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া দিল্লী নগরীর দরিদ্র এবং অন্যান্য অধিবাসীগণের মধ্যে এই টাকা বিতরণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলাম। উজীর খাঁ রাজবংশোদ্ভব। ইতঃপূর্ব্বে তাহাকে উজীর উল মৌলক উপাধি প্রদান করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাঁহাকে পাঁচ শত হইতে এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কপদে উন্নীত করিয়া উজীরের কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম।

সেথ ফরীদের চতুর্থ পুরুষ সযেদ আবদুল গফুর তাঁহার সন্তানদিগকে আদেশ করিযা গিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন কখনও শান্তি, সুখ, স্বচ্ছন্দতাপূর্ণ নাগরিক জীবন যাপন না করে। তিনি তাহাদিগকে সমর বিভাগের দুঃখঝঞ্ঝাপূর্ণ কার্য্যে আজীবন ক্ষেপণ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল সন্তান বোখারার সৈযদগণের মধ্যে শৌর্য্যবীর্য্যের জন্য চিরবিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। সেথ ফরীদ পূর্ব্বে চারি হাজার সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। এক্ষণে আমি তাঁহাকে পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনাযক পদে অভিষিক্ত করিলাম।

কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা মির্জা সুলতান হোসেনির পুত্র মির্জা রুস্তম, বৈরাম খাঁ, কুজেলবাসের (red cap) * পুত্র খাঁ খাঁন আবদার রহিম খাঁ,

* আকবরের সুপ্রসিদ্ধ প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে এই পদটি নিতান্ত অবজ্ঞাসূচক বলিতে হইবে। সাধারণ পারসিগণ এই নামে অভিহিত হয়।

তাহার দুই পুত্র ইরিদজি ও দোবাব এবং সেব খোজাকে তাহাদের পদোচিত খেলাত, মণিমুক্তাখচিত তববাবী, পোষাক এবং বহুমূল্য সাজে সজ্জিত অশ্ব প্রদান কবিলাম। আবদাব বহমন বেগেব পুত্র বিনানুমতিতে তাহাব কার্য্য পবিত্যাগ কবিযা আসিযাছিল। আমি অসন্তোষেব সহিত তাহাকে স্বকার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন কবিতে আদেশ প্রদান কবিলাম। কেন না বাজার প্রতি অনুবাগেব প্রধান লক্ষণ আনুগত্য, বাচনিক তোষামোদ নহে।

আমাব সিংহাসনাবোহণেব পূর্ব্বেই কাবুলি লালা বেগকে বাজ বাহাদুব উপাধি প্রদান কবি। বাজ্য প্রাপ্তিব এক মাস পবে যখন তিনি আমাব আনুগত্য স্বীকাব কবিতে আসিলেন, তখন আমি তাঁহাকে বাহারেব শাসনকার্য্যে নিযুক্ত কবিয়া এক লক্ষ টাকা উপহাব এবং এক হাজাব সৈন্যেব অধিনাযক হইতে দুই হাজাব সৈন্যের অধিনায়ক-পদে উন্নীত কবিলাম। তাঁহাব অধীন সমুদয কর্ম্মচাবীকে অবগত করান হইল যে, বাজ বাহাদুরেব মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত কবিবাব ক্ষমতা আছে। আমি আদেশ কবিলাম যে, তাঁহাব নিম্নপদস্থ ব্যক্তিগণেব অপেক্ষা তাঁহাব জায়গীব অধিকতব মূল্যবান বলিযা পবিগণিত হইবে। তাঁহাব পূর্ব্ব পুরুষগণ আজীবন বিশ্বস্ততাব সহিত সমর বিভাগে কার্য্য কবিয়াছেন এবং আমাদের পবিবাবেব সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া তাঁহাকে এই পুরস্কার প্রদান কবিলাম। তাঁহাব পিতা আমাব পিতৃব্যের অধীনে চিরাগচি অর্থাৎ আলো জ্বালাইবাব কার্য্য কবিতেন। তিনি নিজাম-ই-কাবাব * নামে অভিহিত হইতেন।

কাবুলেব মৃত মহম্মদ হাকিম মির্জাব একমাত্র পুত্র পূর্ব্বে পাঁচশত সৈন্যেব অধিনায়ক ছিল, তাহাকে এক সহস্রেব পদে এবং রাজপুত বীর

* রন্ধনশালার পবিদর্শক। এক প্রকাব খাদ্যের নাম কাবাব।

কানুজেনকে রাজভক্তির পুরস্কারস্বরূপ আট শতের পদ হইতে পনেরো শত সৈন্যের অধিনায়ক-পদে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। মিবাণ সদর উদ্দিনকে তিন শতের পদ হইতে এক সহস্র সৈন্যের অধিনাযক-পদে উন্নীত করিলাম। আমার পিতার পুরাতন ভৃত্যসমূহের মধ্যে ইনি একজন অতি পুরাতন ভৃত্য। যখন সেখ আবদুল নেব্বি আমাকে "৮০ গল্প" পাঠ করিতে শিক্ষা দিতেছিলেন, তখন ইনি রাজকীয় লাইব্রেরীতে কর্ম্ম করিতেন। বস্তুতঃ আমি তাঁহাকে আমার খলিফা অর্থাৎ প্রভু বলিয়া সম্মান করিতাম। কিন্তু পিতা আমার শিক্ষক আবদুল নেব্বিকে যেরূপ সম্মান করিতেন, এরূপ সম্মান অতি অল্প লোককেই করিতেন। মেখদামউল্-মৌলক্ (যাহার পূর্ব্ব নাম সেখ আবদুল্লা ছিল), বিজ্ঞান শাস্ত্রে, বাগ্মিতায় এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তাহার সময়ে অতুলনীয় ছিলেন। পিতা ইহাকেও যথেষ্ট সম্মান করিতেন। কিন্তু পরিশেষে ইনি পিতার অসন্তোষভাজন হন এবং আবদুল নেব্বিই পিতার প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন। সেখ আবদুল্লা বয়োবৃদ্ধ ছিলেন এবং আফগান সের খাঁ ও তাঁহার পুত্র সেলিম খাঁর নিকট তাঁহার অপরিমিত প্রতিপত্তি ছিল। জ্যোতিষ বিদ্যায় তাহার অপরিসীম জ্ঞান ছিল।

প্রতিশ্রুতি পালন ও ধর্ম্মোপদেশ

হাকিম হাজাম যখন মেওয়াবান্নেহাবে দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন আউজবেকসেব সম্রাট্ আবতুল্লা খাঁর পিতাব মৃত্যুতে তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান কবিবাব জন্য মিরাণ সদব জাহানকে প্রেরণ কবা হয়। তিনি তিন বৎসর পবে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পিতা তাঁহাকে সমব-বিভাগের কোনো উচ্চ কর্ম্মে নিযোগ কবেন এবং ক্রমশঃ তাহাব পদোন্নতি হয। পরিশেষে তিনি সাম্রাজ্যেব সর্ব্ব প্রধান ভিক্ষাদাতাব পদ লাভ কবেন। সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে মিবাণ সদব জাহান সর্ব্বদাই আমাদের একান্ত অনুগত। ধর্ম্ম এবং বীর্য্যেও তিনি অতিশয় উচ্চ। তিনি এরূপ কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে ও বিশ্বস্ততার সহিত সকল কার্য্য সম্পাদন কবিযাছেন যে, তাহাতে আমার প্রতি তাঁহার আশৈশব একান্ত অনুবাগই প্রকাশ পাইতেছে। আমি যখন যুববাজ ছিলাম, তখনই তাঁহাকে কোনো উচ্চ পদে নিযুক্ত এবং তাঁহার সর্ব্ব প্রকাব ঋণ পরিশোধ কবিতে প্রতিশ্রুত হইযাছিলাম। হিন্দুস্থানের সিংহাসনারোহণ কৰিয়াই আমি তাঁহাকে আমাব প্রতিশ্রুতি স্মবণ কবাইয়া তাহা পালন কবিব বলিয়া জানাইলাম। তিনি সংবাদ পাঠাইলেন যে, তাঁহাকে যদি চাবি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনাযক-পদ প্রদান করা হয়, তবে তিনি তদ্দ্বাবাই তাঁহাব ঋণ পরিশোধ কবিতে সমর্থ হইবেন, তিনি অন্য কিছু আকাঙ্ক্ষা কবেন না। আমাব নিযম ছিল যে, সর্ব্বাগ্রেই কাহাকেও এক শতেব অধিনায়ক অপেক্ষা উচ্চ পদ প্রদান কবা হইবে না। তথাপি তাহার প্রার্থনানুসাবে আমি তাঁহাকে চারি সহস্রেব পদে অভিষিক্ত করিলাম। বাস্তবিক সহস্র তীর্থে গমন কবা অপেক্ষা একটি বিশ্বস্ত হৃদয়ের

প্রগাঢ় প্রেম লাভ করাই আমি অধিকতর মূল্যবান মনে করি। সাধ্যাতীত না হইলে, স্বধর্ম্মী কিংবা বিধর্ম্মী গণনা না করিয়াই আমি সকল লোকের আশা পূর্ণ করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক। আমার ন্যায় কত সহস্র লোক কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই সৌর জগৎ স্থির রহিয়াছে। যে ক্ষণস্থায়ী সময়ের জন্য আমরা এই পৃথিবীতে আছি, তন্মধ্যেই এমন কিছু করিয়া যাইতে হইবে, যাহার ফল অনন্তকাল স্থায়ী এবং যাহাতে আমাদের পরকাল সুখপূর্ণ হইতে পারে। এই পৃথিবীতে সহৃদয়তা, সপ্রেম ব্যবহার, মনুষ্যের প্রেম ও প্রীতির মূল্য নাই। দুষ্ট সন্তানগণের অপব্যয় করিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য অগণিত ধনরাশি এবং রত্নালঙ্কার রাখিয়া যাওয়া অপেক্ষা একটিমাত্র হৃদয়ের প্রেম লাভ করা, একটি মাত্র মনুষ্যকে সুখী করা, আমি অধিকতর মূল্যবান জ্ঞান করি, ইহাই আমার পক্ষে অধিকতর আদরণীয়।

পুত্র! স্মরণ রাখিয়ো যে, এই পৃথিবীই আমাদের চির বাসস্থান নহে। এ স্থানের কোনো দ্রব্যের উপরই অনন্ত আশা এবং চির বিশ্বাস স্থাপন করিয়ো না। তুমি কি শ্রবণ কর নাই, কিরূপে ঐ পাশ্চাত্য দেশে মহান্ সলোমনের সিংহাসনও চূর্ণ হইয়াছিল? যিনি জ্ঞান, ধর্ম্মালোচনা এবং মানবের সুখ-শান্তি বিধানার্থ হিতকর কার্য্যে জীবন ক্ষেপণ করেন, তিনিই সর্ব্বতোভাবে সুখী। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ধর্ম্মালোচনায় জীবন ক্ষেপণ করেন, কিন্তু তুমি যে প্রকার কার্য্যেই লিপ্ত থাক না কেন, এই জীবন দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে। যে সম্পত্তি যক্ষের ধনের ন্যায় সঞ্চয় করিয়াছ এবং যাহা তোমার পশ্চাতে রাখিয়া যাইতে বাধ্য হইবে, তাহার অন্বেষণে দৌড়ান মরীচিকার অনুসরণ মাত্র। যদ্দ্বারা তুমি অমর জীবন লাভ করিবে এবং তোমার কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইবে, তাহাই সঞ্চয় করিবার জন্য মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিতে হইবে। অভিজ্ঞ ব্যক্তির জ্ঞান ও উপদেশ লাভ করিতে সচেষ্ট হও। কেন না, শিকারীর নিপুণতা থাকিলেও বৃদ্ধ নেকড়ে ধূর্ত্ততায় পরিপক্ক। তোমার

প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত বিবাদ থাকিলে, বীর্য্য এবং সাহসের সহিত তাহার সম্মুখীন হও, ব্যাঘ্রই সিংহের সহিত যুদ্ধ করিবার যোগ্য। নবীন যোদ্ধার তরবারী অতিশয় তীক্ষ্ণ হইলেও ভীত হইয়ো না; বহু যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত-দেহ, বৃদ্ধ, ও অভিজ্ঞ যোদ্ধাকে ভয় করিয়ো। তরুণ যুবকের সিংহ ও হস্তীর সহিত যুদ্ধ করিবার মত শক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু সংসারের শত ঝঞ্ঝা-বাতে আহত বৃদ্ধের ন্যায় তাহার অভিজ্ঞতা কোথায়? সঙ্কটপূর্ণ সংসারের কণ্টকের মধ্যে বাস করিয়া, দুঃখ দুর্দ্দিনের মধ্য দিয়া মানুষ অভিজ্ঞতা লাভ করে। তোমার দেশকে উন্নত, জীবন্ত, ক্ষমতাশালী ও সুখী করিতে হইলে নবীন যুবকের পরামর্শে আস্থা স্থাপন করিয়ো না, বিপদ আপদে পরীক্ষিত হইয়া শত দুঃখ কষ্ট মস্তকে লইয়া যাহারা স্বদেশের সেবা করিতে করিতে বৃদ্ধ হইলেন, তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া দেশের কার্য্য করিবে। এখন হইতে তোমার পুত্রকে দুঃখ বিপদের মধ্যে ফেলিয়া দাও, তাহা হইলে যথাসময়ে সে নির্ভীকভাবে সংগ্রামে যোগদান করিবে। বিলাসে পালিত সাহসী ব্যক্তিও বিপদ উপস্থিত হইলে ভয়াতুর হইয়া পড়ে। আমরা দুইটি লোককে ক্ষমা করিতে পারি না। যুদ্ধে যাহার পৃষ্ঠদেশ দেখা যায়, সে সম্মুখীন হইলেই তাহাকে অবিলম্বে কাটিয়া ফেলা উচিত। বরং কাপুরুষ ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু ভীষণ সংগ্রামের মধ্যে যে ব্যক্তি তরবারী হস্তে থাকিতেও পলায়ন করে, সে ক্ষমার অযোগ্য, তাহাকে হত্যা করিয়া তরবারী কলঙ্কিত করাও উচিত নহে।



সম্রাজ্ঞী নুরজাহান।

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস, কলিকাতা।

৩৪ পৃষ্ঠা।

নূরজাহান ও তাঁহার পিতা

মির্জা ঘিযাস বেগেব যথোচিত প্রশংসা কবা আমাব সাধ্যাতীত। আমাব পিতাব অধীনে তিনি সমগ্র বাজবাটীর পরিচালক, এক হাজার সৈন্যেব অধিনাযক ও সাম্রাজ্যেব দেওযানেব পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আমি তাহাকে সাত হাজার সৈন্যেব অধিনাযক ও সাম্রাজ্যেব দেওয়ানের পদে অভিষিক্ত কবিলাম, অধিকন্তু তাঁহাকে এতমাদ্‌উদ্দৌল্লা উপাধি প্রদান কবিলাম। বর্ত্তমান সমযে গণিত শাস্ত্রে তাঁহাব প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই। বচনাব মাধুর্য্যে, লেখনীব পাবিপাট্যে, প্রাচীন কাব্য সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচারে ও জ্ঞানে তিনি অতুলনীয়। তাহাব স্মৃতিশক্তিও অত্যদ্ভুত। তিনি যে প্রকাব বিনা আয়াসে ও মধুবভাবে প্রাচীন কবিতা সকল আবৃত্তি করেন, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি অত্যন্ত যত্নসহকারে এই সকল কবিতা সংগ্রহ কবিযা রাখিযাছেন এবং স্বয়ং অতি মধুব, চিত্তাকর্ষক এবং উচ্চভাবসম্বলিত কবিতা বচনা করিযাছেন। তিনি চুনীচূর্ণ দ্বারা একটি উত্তেজক পানীয় দ্রব্য প্রস্তুত কবিযাছেন। বলিতে কি রাজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে যে বিষযে তাঁহাব পরামর্শ গ্রহণ কবা হয় নাই, তাহাতেই কোনো প্রকাব ত্রুটি বহিয়া গিযাছে। এতমাদউদ্দৌল্লা আমার সহধর্ম্মিণী নুরজাহান এবং আসফ খাঁর পিতা। আসফ খাঁকে আমি আমাব লেফ্‌টেনাণ্ট জেনাবল নিযুক্ত কবিয়াছি এবং পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনাযক-পদ প্রদান করিয়াছি। আমার চাবি শত স্ত্রীর মধ্যে নুবজাহান সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। আমি তাঁহাকে ত্রিশ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক-পদ প্রদান কবিয়াছি। সমগ্র সাম্রাজ্যেব মধ্যে এমন একটি নগর আছে

আছে, যাহা এই রাজমহিষী সুদৃশ্য অট্টালিকা, মনোহর এবং বিস্তৃত উদ্যানদ্বারা শোভিত করেন নাই। এই সকল সুশোভন অট্টালিকা ও উদ্যান তাঁহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যানুরাগ এবং দানশীলতার পরিচায়ক। পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ছিলাম না। আমার পিতার রাজত্বকালে তিনি সের আফ্‌গানের বাগ্‌দত্তা ছিলেন কিন্তু এই সেনাপতি হত * হইবার পর, আমি কাজীকে আহ্বান করিয়া নূরজাহানকে বিবাহ এবং তাঁহাকে ৭ কোটী ২০ লক্ষ টাকা যৌতুক প্রদান করিয়াছিলাম। নূরজাহান অলঙ্কারাদি ক্রয় করিবার জন্য এই টাকা চাহিয়াছিলেন, আমি বিনা বাক্যব্যয়ে উহা তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত আমি তাঁহাকে একটি বহুমূল্যবান মুক্তার মালা উপহার দিয়াছি। এই মালাতে ৪০টি মুক্তা আছে, প্রত্যেক মুক্তার মূল্য ৪০ হাজার টাকা। এই সময়ে আমার বাটীর যাবতীয় দ্রব্য, স্বর্ণ এবং রত্নালঙ্কার, একমাত্র তাঁহারই অধীনে ছিল। এই রাজমহিষী আমার একান্ত বিশ্বাসের পাত্রী। তিনি আমার সমুদয় গোপনীয় বিষয় জ্ঞাত আছেন। বাস্তবিক আমার সমগ্র সাম্রাজ্যের সুখ, সৌভাগ্য এই অতুল প্রতিভান্বিত পরিবারের উপর নির্ভর করিতেছে এবং তদ্দ্বারাই চালিত হইতেছে। এই পরিবারের পিতা আমার দেওয়ান, পুত্র আমার লেফ্‌টেনাণ্ট জেনারল এবং কন্যা আমার সমুদয় সুখদুঃখভাগিনী ও চিরসহচরী।

---

* জাহাঙ্গীর সের আফগানের হত্যা ব্যাপারে কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়াছিলেন; তাহা সকলেরই সুবিদিত।

রায় রায়ান

রায় রায়ান উপাধিধারী রাজা বিক্রমজিতের পুত্রকে আমি গোলন্দাজ সৈন্যের পরিদর্শক নিযুক্ত করিলাম। আমার সমগ্র সাম্রাজ্যের সমুদয় কামান ও গোলন্দাজ সৈন্য ব্যতীত কেবল রাজধানীতেই ৬০ হাজার উষ্ট্র-বাহী কামান সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিতে আদেশ প্রদান করিলাম। প্রতি কামানের জন্য দশ সের বারুদ ও কুড়িটি গোলা এবং সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সজ্জিত কুড়ি হাজার বৃহত্তর কামান রাখিতে আদেশ দিলাম। এই বিভাগের ব্যয় বহন করিবার জন্য কুড়িটি পরগণার রাজস্ব নয় লক্ষ টাকা নির্দ্দিষ্ট করিলাম। "এই বিশাল সৈন্য সর্ব্বদা সম্রাটের অনুগমন করিবে" এই আদেশ দিলাম।

রায় রায়ান আমার পিতার অধীনে দেওয়ান ছিলেন এবং তিনি তাঁহার একজন অতি পুরাতন কর্ম্মচারী। তিনি এক্ষণে যেমন বয়সে বৃদ্ধ হইয়াছেন, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতায়ও তদনুরূপ পরিপক্ক হইয়াছেন। তিনি নাগরিক এবং সামরিক উভয় বিষয়েই অভিজ্ঞ। যখন তিনি আমার পিতার অধীনে কর্ম্ম করিতেন, তখনই তিনি বহু ধন সঞ্চয় করিয়া-ছিলেন। তাঁহার সমপদস্থ হিন্দুদিগের মধ্যে তিনি অতুলনীয় ধনী ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে সহরের কয়েকটি সওদাগরের নিকট তাঁহার ৯০ কোটী টাকা সঞ্চিত আছে। হস্তীশালার পরিদর্শকের পদ হইতে তিনি এক্ষণে উজীর-উল-ওমরাব পদে উন্নীত হইয়াছেন। বোখারা অধিবাসী সৈয়দ চাঁদের পুত্র সৈয়দ কমলকে সাত শত সৈন্যের অধিনায়ক-পদ হইতে এক সহস্রের পদে উন্নীত করিয়া হিন্দুস্থানের প্রাচীন রাজ-

গণের রাজধানী দিল্লী নগরী জায়গীরস্বরূপ প্রদান করিলাম। আফ-গানদিগের সহিত যুদ্ধে সৈয়দ কমলের পিতা পেশওয়ার নগরে হত হন। খেরুনি আজিমের পুত্র মির্জা খোরেমকে দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কত্ব হইতে তিন হাজারের পদে স্থাপিত করিলাম।

সতীদাহ প্রথা এবং হিন্দু জাতির প্রতি অনুরাগ

হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত সতীদাহ প্রথা সম্বন্ধে আমি ইতঃপূর্ব্বেই আদেশ প্রচার করিয়াছিলাম যে, সন্তানবতী জননিগণ স্বামীর সহগমন করিতে ইচ্ছুক হইলেও এই প্রকারে জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারিবে না। এক্ষণে আমি পুনরায় আদেশ দিলাম যে, কোনো স্ত্রীলোককেই বলপ্রয়োগ করিয়া স্বামীর সহিত এক চিতায় জীবন্ত দাহ করিতে পারিবে না। অপর দিকে ইহাও আদেশ দিলাম যে, হিন্দুগণেরকোনো ধর্ম্মানুষ্ঠান কিংবা অপর কোনো কার্য্য কেহ বলপ্রয়োগ করিয়া ধ্বংস করিতে কিংবা বাধা দিতে পারিবে না। কারণ, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর তাঁহার করুণার প্রতিবিম্বরূপে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার দয়া অপরিসীম, সমুদয় সৃষ্ট জীব তাঁহার দয়া সমভাবে পাইতেছে। সুতরাং একটি বিশাল জাতির উচ্ছেদ সাধন আমার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত এবং অকর্ত্তব্য। সমগ্র হিন্দুস্থানে ছয় ভাগের মধ্যে পাঁচ ভাগই পৌত্তলিক হিন্দু। সাম্রাজ্যের সমুদয় ব্যবসায় বাণিজ্য, সর্ব্বপ্রকার শিল্প তাহাদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। তাহাদিগকে সত্য ধর্ম্মে আনিতে হইলে কোটী কোটী লোকের প্রাণ নাশ করিতে হইবে। কিন্তু মানবের প্রাণ হরণ করা আমার কর্ত্তব্য কার্য্য নয়। অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়মের মধ্যে এই নিয়ম করিলাম যে, রাজকার্য্যে নিযুক্ত কোনো সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব ব্যক্তি তাঁহার জন্মভূমি দেখিতে ইচ্ছুক হইলে, মিরবক্সী সেখ ফরীদের নিকট দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন। তাহা হইলে অনায়াসে স্বদেশে যাইবার

অনুমতি প্রাপ্ত হইবেন। এতদিন লাল রঙের কাগজে জায়গীর দানের দলিল লেখা হইত, এখন হইতে সোনালী রঙের কাগজে তাহা হইবে—এই আদেশ দিলাম।

মহাবৎ খাঁ

উজীব খাঁকে অপরিমিত ক্ষমতা প্রদান করিয়া বঙ্গদেশের দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। বিগত দশ বৎসরের খাজনার সঠিক হিসাব না পাওয়াতে এই বিষয় অনুসন্ধান করিবাব জন্য তাঁহাকে তথায় প্রেরণ করিলাম। বাদক্‌সানেব রাজকুমার মির্জা সাবেগের পুত্র মির্জা সুলতান পিতার সমুদয় সন্তানের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সদ্‌গুণান্বিত। তাহাকে আমি আমাব পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করি। তাহাকে আমীর-উল-ওমরার নিম্নে স্থাপন করিলাম। বাজা মানসিংহেব তুষ্টি সাধনার্থ তাঁহার পুত্র রাজা ভাউ সিংহকে পনেরো শত সৈন্যেব অধিনায়ক-পদে উন্নীত করিলাম। রাজা মানসিংহের পনেরো শত স্ত্রী বর্ত্তমান। প্রত্যেক স্ত্রীর দুই তিনটি সন্তান জন্মিয়াছিল কিন্তু একমাত্র ভাউ সিংহ ব্যতীত আর কেহই জীবিত নাই। পিতার মুখ উজ্জ্বল করিতে পাবে, এমন গুণ ভাউ সিংহের ছিল না, তথাপি আমি তাহার পদোন্নতি করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। সে আমার পিতার অধীনে পাঁচ শত সৈন্যের অধিনায়ক-পদে কার্য্য করিতেছিল। কাবুলী ঘোরবেগের পুত্র জেমৌনা বেগ বাল্যাবধি আমার অধীনে কার্য্য করিতেছেন। আমার রাজ্যারোহণের পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে পাঁচ শত সৈন্যের অধিনায়ক-পদ প্রদান করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাঁহাকে মহাবৎ খাঁ উপাধি প্রদান করিয়া পনেরো শত সৈন্যের অধিনায়ক-পদে স্থাপিত করিয়া সাম্রাজ্যের সমগ্র শিল্প বাণিজ্যের পরিদর্শক নিযুক্ত করিলাম।

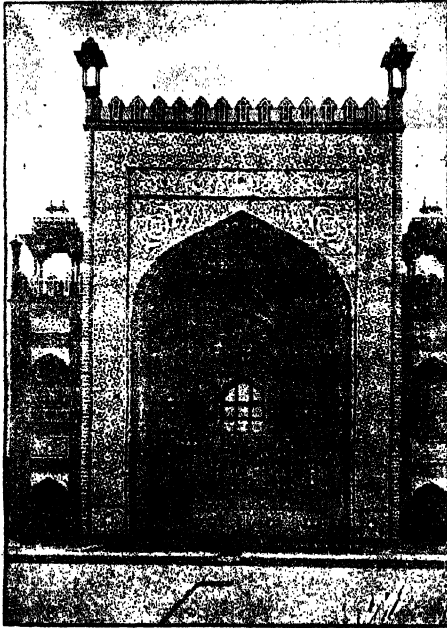
আমার অশ্বারোহী সৈন্যবর্গ এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে অশ্ব বিতরণ করিবার জন্য আস্তাবলের রক্ষক বিকণ দাসকে আমার সম্মুখে প্রত্যহ দুই শত অশ্ব আনিতে আদেশ করিলাম।

পারভিজের বিবাহ

১৬১০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বরে আমার প্রিয় পুত্র পারভিজেব সহিত বেহরাম মির্জাব পৌত্র মির্জা রস্তমের কন্যাব বিবাহ হয়। এই বিবাহের সময় পাবভিজকে আমি ৯ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিলাম। বিবাহ-উৎসবের সময় মূল্যবান পরিচ্ছদসমূহ আমীবদিগকে উপহাব প্রদান করা হইযাছিল এবং একশত মণ অগুরু চন্দন প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যের ধূমে চতুর্দ্দিক সৌবভপূর্ণ হইযাছিল। আমাব প্রাসাদে বধূ আগমন কবিলে আমি তাহাকে ৬০ মুক্তাব একটি মালা উপহার দিলাম। প্রত্যেক মুক্তাব দাম ১০ হাজার টাকা। আমি তাহাকে আরো ২৫ হাজাব টাকা মূল্যেব একটি চুনী উপহাব দিলাম। ইহাদেব ব্যয়ের জন্য বাৎসরিক ৩ লক্ষ টাকা নির্দ্দিষ্ট কবিলাম এবং সুরাট হইতে একশত বাঁদী আনিয়া তাহাদের অধীনে রাখিয়া দিলাম।

মির্জা আলি আকবর সাহিকে চারি হাজারের পদে উন্নীত করিয়া কাশ্মীবের সীমান্ত প্রদেশেব শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলাম। আমি তাহাকে একটি অশ্ব, মণিমুক্তাখচিত অশ্বের সাজ, কোমরবন্ধ, তরবারী এবং এক লক্ষ টাকা ইনাম প্রদান করিলাম। বকার খাঁ নুজুম সানি আমার পিতার অধীনে তিন শতের পদে কার্য্য করিতে-ছিলেন। আমি ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে দুই হাজারের পদ প্রদান করিলাম এবং তাঁহাকে মুলতানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া আলি খাঁ নদী এবং তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের সেনাপতি নিযুক্ত করিলাম। তাঁহার নিয়োগ-পত্রে তাঁহাকে আমার "পুত্র" নামে অভিহিত করিয়া নূরজাহান বেগমের

ভগিনী-কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলাম। তিনি একজন সাহসী ও বীর্য্যশালী বিশ্বস্ত সৈনিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। সুযোগ পাইলেই আমি তাঁহার পদোন্নতি সাধন করিব। রাণা সিংহকে তিন হাজার টাকা



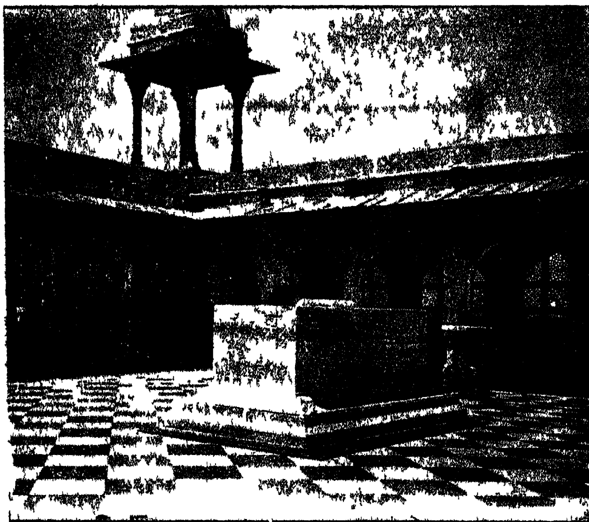
সেকেন্দ্রা—পশ্চিম তোরণ।

পারিতোষিক প্রদান করিয়া আমার পিতার সমাধি স্থানের পরিদর্শক নিযুক্ত করিলাম। আগ্রা নগরীর পশ্চিম প্রান্তে এই সমাধি * অবস্থিত।

---

* সেকেন্দ্রা।

আমি আমীরদিগকে আদেশ কবিয়াছি যে, বাজসভায় আসিয়া আমাকে সম্মান প্রদর্শন কবিবাব পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে পিতাব সমাধিব প্রতি সম্মান প্রদর্শন কবিতে হইবে। আমি নিয়ম করিলাম যে, সাম্রাজ্যশাসন-কার্য্যে অভিজ্ঞ লোক নিযুক্ত ববিতে হইবে। প্রয়োজনীয় দুরূহ শাসন-কার্য্য



সেকেন্দ্রার উপবে নকল গোব।

কখনো স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিদ্বারা সুসম্পাদিত হইবাব আশা নাই। আবাব সামান্য বিষয়ের জন্যও কার্য্যক্ষম তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন নাই। সাম্রাজ্য-পবিচালনে এই সকল বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, নতুবা সমূহ গোলযোগেব সম্ভাবনা।

বিদ্রোহ নিবারণ

এই সময়ে সংবাদ পাইলাম যে, বকি খাঁর অধীন সমরখন্দ প্রদেশের অধিবাসিবৃন্দ ওয়ালি খাঁ নামক এক সর্দ্দারের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। আমার প্রতি এই সর্দ্দারের বিরুদ্ধাচরণের সম্ভাবনা বুঝিয়া আমি প্রথমে পারভিজকে ইহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম এবং মনে করিয়াছিলাম যে, দাক্ষিণাত্য জয়ের পর আমি স্বয়ংই সমরখন্দ জয় করিতে গমন করিব। কিন্তু ভারতবর্ষে যথেষ্ট সৈন্য না রাখিয়া এই মহাদেশকে আমার কোনো পুত্রের শাসনাধীনে রাখিয়া যাওয়া নিতান্তই অবিবেচকের কার্য্য মনে করিয়া পারভিজকে উদয়পুরের রাণার বিরুদ্ধে প্রেরণপূর্ব্বক উক্ত রাজ্য জয় করিয়া তাহাকে উহা জায়গীরস্বরূপ প্রদান করিলাম; এবং অন্যান্য ব্যক্তিকেও মূলতান ও আগ্রা নগরী প্রদান করিলাম। ঈশ্বর কৃপা করিয়া যদি এই বিষয়ের চিন্তা হইতে আমাকে মুক্ত করেন, তবে এই বৎসরই আমি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে গমন করিব। যদি গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ রাণা তখনও আমার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তবে তাঁহাকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য আমার অধীন সমুদয় সৈন্য নিয়োগ করিব। পারভিজের অধীনে যে সকল আমীরকে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহার মধ্যে আমার পিতার উজীর আসফ খাঁ সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। নাগারা এবং জয়ঢাক অঙ্কিত পতাকা প্রদান করিয়া তাঁহাকে আমি পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক-পদে অভিষিক্ত করিলাম এবং তাঁহাকে একখানি হীরকখচিত তরবারী, যুদ্ধের হস্তী ও বহুমূল্য সাজে সজ্জিত যুদ্ধাশ্বও প্রদত্ত হইয়াছিল। এই সময়ে আমি তাঁহাকে আমার পুত্রের শিক্ষক

নিযুক্ত করিলাম। আসফ খাঁর পূর্ব্ব নাম জফর বেগ ছিল, ইনি কাজভান অধিবাসী। আমার পিতা ইঁহাকে আসফ খাঁ উপাধি প্রদান করেন। আসফ খাঁ সর্ব্বপ্রথমে পিতার অধীনে মীর বক্সীর কার্য্য করিতেন। অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির গুণে তিনি উজীরের পদে উন্নীত হন। তিনি প্রভূত ক্ষমতার সহিত দুই বৎসর এই কার্য্য পরিচালন করেন। তাঁহার দূরদর্শিতা ও নানাপ্রকার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া আমি তাঁহাকে আমীরের পদে উন্নীত করিলাম। এই সময়ে সমুদয় শ্রেণীর কর্ম্মচারিবৃন্দকে আদেশ করিলাম যে, তাহারা যেন বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার আজ্ঞা বহন করে, কেন না আমি নিশ্চিতই জানিতাম যে সৎ এবং সাধু উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি সকল কার্য্য এবং সকল বিষয়ের নিরপেক্ষ বিচার করিবেন। এই সময়ে সাহাজাদা পারভিজ্‌কে ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের মুক্তার মালা উপহার প্রেরণ করিয়া বলিলাম যে, বাণার রাজ্যে পারভিজাবাদ নাম প্রদান করিয়া বেণারসের ন্যায় একটি নগর নির্ম্মাণ করিতে হইবে। স্থপতিবিদ্যাবিশারদ আবদাররাজাককে এক হাজার সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করিয়া সাহাজাদার বক্সী নিযুক্ত করিয়া দিলাম এবং আসফ খাঁর কাকা মোক্তিয়ার বেগকে আট শত সৈন্যের সেনাপতি করিয়া আমার পুত্রের সহগমন করিতে আদেশ প্রদান করিলাম। আফগান সেখ রান্নুদ্দিনকে আমার সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে সের খাঁ উপাধি প্রদান করিয়াছিলাম। তিনি অতিশয় সাহসী ব্যক্তি, কিন্তু কয়েকজন কাশ্মীরী সামন্তের অধীনে কর্ম্ম করিবার সময় মদ্যপানাসক্ত হইয়া পড়েন।

আবুল ফজল

আবুল ফজলের পুত্র সেখ আবদার রহমনকে দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাপতি পদে উন্নীত করিলাম, যদিও আমি আবুল ফজলকে এক চঞ্চলমতি লোক বলিয়া জানিতাম। কারণ পিতার উপর তাহার অসীম প্রভাববশতঃ পিতার রাজত্বের শেষ সময়ে তিনি পিতার প্রাণে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিলেন যে, কোরাণ ঈশ্বরের বাক্য নহে, ইহা মহম্মদ কর্ত্তৃক লিখিত এবং মহম্মদ ঈশ্বর প্রেরিত পয়গম্বরও নহেন, তিনি অসাধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট আরব দেশীয় একটি মনুষ্য মাত্র। এই কারণে আমি লোক নিযুক্ত করিয়া আবুল ফজলকে হত্যা করিলাম।* পিতা এজন্য মার প্রতি নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন এবং এই হেতু অসন্তোষ খসরুকে আমার অপেক্ষা উচ্চ পদ ও অধিক ক্ষমতা প্রদান করেন। এমন কি, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর খসরুই হিন্দুস্থানের সিংহাসনারোহণ করিবে। কিন্তু যে দেবতার জন্য আমি পিতার অসন্তোষভাজন হইয়াছিলাম, সেই মহম্মদের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া তখন বলিয়াছিলাম যে, তাঁহারই সাহায্যে আমি হিন্দুস্থানের সিংহাসন বিনা আয়াসে লাভ করিব। সেখ সাদি বলিয়াছেন— "ঈশ্বর যাহাকে লইতে মনস্থ করিয়াছেন তাহাকে লইবেনই, যদিও অবিশ্বাসী ব্যক্তি দেহকে লুক্কায়িত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে।"

---

* জাহাঙ্গীর এই ক্ষমতাশালী ইতিহাস-লেখকের হত্যার মূল, এ বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ করেন। এই স্থানে জাহাঙ্গীর তাহা পরিষ্কাররূপে স্বীকার করিতেছেন।

পরিশেষে সর্ব্বশক্তিমান প্রভু তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ করেন। আবুল ফজলের মৃত্যুর পর পিতা অন্যান্য কার্য্যে মনোনিবেশ করেন এবং পুনরায় নিষ্ঠাবান ধর্ম্মবিশ্বাসী হন।

তুর্ক কাবাখাঁর উজীর সাদেক খাঁর পুত্র জয়েদ খাঁকে দুই হাজার সৈন্যের অধিনায়ক-পদে উন্নীত করিলাম। আমার পিতার রাজত্বের সময় ইনি গোলন্দাজ সৈন্যের সেনাপতির কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং আসীরের অবরোধের সময় কার্য্যতৎপরতা এবং কৌশল প্রদর্শন করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই কারণে আমি তাঁহাকে এই পদ প্রদান করিলাম এবং ত্রিশ হাজার টাকা ও একটি বৃহৎ চুনী উপহার দিলাম। কেচোযার হিন্দুবংশোদ্ভব রায় মনোহর যৌবনে আমার পিতার বিশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন। পিতা ইঁহার সহিত পারসী ভাষায় কথোপকথন করিতেন। বস্তুতই তিনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি, অদ্যাপি তিনি রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। রাজা মানসিংহের পিতৃব্য পাহাড় খাঁ দুই হাজার সৈন্যের অধিনায়ক। তিনি সমরকৌশলে ও যুদ্ধবিদ্যায় সবিশেষ পরিপক্ক, কিন্তু তিনি নির্জ্জনতাপ্রিয়। আমার পিতার অন্দরে তাঁহার এক ভগ্নী আছেন। তিনি অলোকসামান্যা সুন্দরী, কিন্তু তাঁহার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ। দৌলত খাঁ আমার পিতার অন্দর মহলের সর্ব্বপ্রধান খোজা ছিলেন, এই জন্য তিনি নজিরউদ্দৌলা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের মধ্যে ইঁহার ন্যায় ঘুষখোর এবং কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলাপরায়ণ লোক দ্বিতীয় ছিল না। মৃত্যুকালে রত্নালঙ্কার, স্বর্ণ, রৌপ্য তৈজসপত্র, মূল্যবান কাচ, পিত্তল এবং তাম্রের তিন কোটী টাকার তৈজসপত্র ব্যতীত ৯০ কোটী মুদ্রাই রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই সমুদয় দ্রব্যই পিতার রাজকোষে গিয়াছিল। জেন খাঁ কোকার পুত্র জফরখাঁর উপর পিতা নানা বিষয়ে

অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এবং খাঁ-ই-আজেমকে পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করিতেন, কিন্তু জফর খাঁই তাঁহার অধিক অনুগ্রহ ও সম্মান লাভ করেন। জফর খাঁ তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী। বাহ্য বস্তুর জ্ঞানবোধ তাঁহার পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক ঝাঁক পারাবত আকাশ-পথে চলিয়া যাইবাব সময় তিনি একবার দেখিয়াই নির্ভুলরূপে তাহাদের সংখ্যা বলিয়া দিতে পারেন। হিন্দুসঙ্গীতশাস্ত্রেও তিনি বিশেষ দক্ষতা লাভ কবিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত তিনি একজন অতুলনীয় সাহসী যোদ্ধা।

দস্যুদমন

এই সময়ে অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে ফেন্‌দিয়া নামক দস্যুদলকে দমন করিলাম। ইহারা বহুদিন হইতে আগ্রা নগবীব সন্নিকটবর্ত্তী পথ ও স্থানসমূহে দস্যুবৃত্তি করিত। রাজ্য লাভ করিয়া তাহাদিগকে হস্তী দ্বারা মথিত করিয়া হত্যা করিবার আদেশ প্রদান কবিলাম। সাত শত সৈন্যেব অধিনায়ক রায় দুর্গা বহু যুদ্ধে শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। আমি তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা উপহার ও এক হাজার সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করিলাম। সুজায়েত খাঁর পুত্র মোকিম খাঁকে সাত শত হইতে এক হাজার সৈন্যের অধিনায়ক-পদে উন্নীত করিলাম। সুজায়েত খাঁ পিতার একজন প্রধান আমীর ছিলেন। যৌবনে আমার পিতার আদেশ মত আমি তাঁহার নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিতাম। এই কারণে এক্ষণে আমি তাঁহাকে পাঁচ হাজাব সৈন্যের অধিনায়ক আমীরের পদ প্রদান করিলাম। রুপখাওয়াস নামক এক ব্যক্তি পিতার ১২০ জন কৃতদাসকে প্রলোভন দেখাইয়া কার্য্য পবিত্যাগ করাইয়া পলায়ন করিয়াছিল। এই ব্যক্তি হিম্মতপুরের পরাভবের সময় ধৃত হয়। এই ব্যক্তি অতিশয় সাহসী ছিল, কিন্তু নিরতিশয় পানাসক্ত। সমুদয় জীবনে সে কখনো নমাজ পড়ে নাই, কিংবা রমজানের উপবাস করে নাই। এই সকল কারণে আমি তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহার জীবন দান করিলাম। সাবাজ খাঁ নিম্নবংশোদ্ভব। কিন্তু সে নানা বিষয়ে কার্য্যক্ষ[illegible] হেতু পিতা তাহাকে পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক-পদ [illegible]

করিয়াছিলেন। সে তুর্ক ভাষায় অভিজ্ঞ এবং সমরকৌশল সুন্দররূপে অবগত আছে। কিন্তু শত্রু সম্মুখীন হইলেই সে যুদ্ধ-ক্ষেত্র ত্যাগ করে এই কারণে আমি তাহাকে পাঁচ হাজারের পদ হইতে দুই শত সৈন্যের পদে অবনত করিয়া তাহাকে প্রধান শিকারী নিযুক্ত করিলাম।

সৈন্যাধ্যক্ষের বিশ্বাসঘাতকতা

পাঁচ শত অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক হইতে সর্ব্বনিম্নপদস্থ চারিটি অশ্বারোহীর অধিনায়ক পর্য্যন্ত সকলেরই গুণ এবং পদানুসারে বেতন বৃদ্ধির আদেশ প্রদান করিলাম। রাত্রিকালীন পাহারা দিবার জন্য ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে আদেশ দিলাম বদকৃশানের রাজকুমার এবং আমার আত্মীয় মির্জা-সা-রোখ পিতার রাজত্বের সময় পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনায়কত্ব লাভ করিয়াছিলেন আমি এক্ষণে তাঁহাকে সাত হাজার সৈন্যের অধিনায়ক-পদ প্রদান করিলাম। আমি নিয়ম করিয়াছিলাম যে, কোনো তুরস্ক পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক-পদ অপেক্ষা উচ্চতর পদ পাইবে না। তথাপি মির্জা সা-রোখকে এই উচ্চতর পদ প্রদান করিলাম। সা-রোখ অতিশয় সরল প্রকৃতির লোক। পিতা তাহার পুত্রদের সহিত ইহাকেও তাঁহার সম্মুখে বসিবার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। তাতার জাতি স্বভাবতঃই সরল। সা-রোখ কুড়ি বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিয়াও হিন্দুস্থানী ভাষার এক বর্ণও উচ্চারণ করিতে পারেন না। পৃথিবীর মধ্যে বদকশানের অধিবাসীর ন্যায় মিথ্যাবাদী জাতি আর নাই, যদিও জ্ঞানে এবং বুদ্ধিবলে তাহারা অন্য জাতি অপেক্ষা হীন নহে। কিন্তু সা রোখ এবিষয়ে বদকৃশানের অধিবাসীদের সম্পূর্ণ বিপরীত, তিনি সত্যপরায়ণ। সা-রোখ আমার পিতার প্রভূত সমাদর লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু বদকৃশান অধিবাসী মীর আলাউদ্দীনের প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণায় পরিশেষে তিনি পিতার অসন্তোষভাজন হইয়া পড়েন। এই কারণে তিনি কাবুলী খাজা আবদুল্লার অধীনে বন্দীরূপে কাবুলে প্রেরিত হন। এই সময়ে

রাজদ্রোহীতার অপরাধে চারি শত বিদ্রোহী কাবুল নগরে অবরুদ্ধ ছিল। এই সকল বিদ্রোহীদিগকে রাজার প্রতি আজীবন বিশ্বস্ততার শপথ করাইয়া মুক্তি দান কবিবাব আদেশ প্রদান করা হয় এবং খাজা আবদুল্লা ইহাদিগকে দিল্লী নগরীতে আনিতে আদিষ্ট হন। খাজা আবদুল্লা যখন সা-রোখকে লইয়া কাবুল নগরে যাইতেছিলেন, তখন আলাউদ্দীন কাবুলের শাসনকর্ত্তাকে বল্লেন সম্রাটেব আদেশানুসারে এই বিদ্রোহী-দিগকে সমুদয় অস্ত্র শস্ত্র, এবং অশ্বে সজ্জিত করিয়া লইয়া যাইতে তিনি আদিষ্ট হইয়াছেন। কাবুলেব শাসনকর্ত্তা তাহাদিগকে অসন্দিগ্ধচিত্তে অস্ত্র শস্ত্র প্রদান করেন। আলাউদ্দীন ইহাদিগকে লইয়া কাবুল নগর আক্রমণ করেন এবং নগবের যাবতীয় ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া বদকৃশান অভিমুখে প্রস্থান করেন। আলাউদ্দীন পিতার রাজত্বের সময় দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন, তথাপি তিনি এই বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে নানাপ্রকার দুঃখ কষ্টে জর্জ্জরিত হইয়া তিনি আমার নিকট উপস্থিত হন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া তিনি ঘৃণিত কৃতঘ্নের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন, এক্ষণে কোন্ সাহসে আমার সম্মুখীন হইয়াছেন? এই বাক্যে আলাউদ্দীন নিতান্ত অনুতপ্ত ও মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন। আমি তাঁহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে আড়াই হাজার সৈন্যের অধিনায়ক-পদে নিযুক্ত করিলাম। আমীর-ওল-ওমরাহ এই কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়া-ছিলেন একটি অপরাধের জন্য আলাউদ্দীনের ন্যায় এরূপ সাহসী যোদ্ধাকে একেবারে ত্যাগ করা উচিত নয়, অধিকন্তু এই অপরাধের জন্য তিনি বিশেষ সন্তপ্ত ও অনুতপ্ত হইতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে সৈনিক বিভাগে ১৫০০ হাজার আউজ্‌বেক অশ্বারোহী সৈন্য আছে।

অদ্বিতীয় ঐতিহাসিক

সিংহাসনারোহণের কিয়দ্দিন পূর্ব্বে সেখ হুসান বুল্নারকে মোকারের খাঁ উপাধি প্রদান করিয়াছিলাম। দাক্ষিণাত্যে খাঁ খানের শিবির হইতে আমার ভ্রাতা দানিয়েলের সন্তানদিগকে আনিবার জন্য যথোচিত উপদেশ দিয়া ইহাকে তথায় প্রেরণ করিলাম। সেখ হুসান যত্নসহকারে আমার ভ্রাতার পরিবারস্থ সমুদয় লোক ও প্রভূত ধনসম্পত্তি লইয়া আসিলেন। আমার ভ্রাতার আঠারো কোটী নগদ মুদ্রা ব্যতীত, ৪৫ কোটা টাকার বস্ত্রালঙ্কার ছিল, তাহাও তিনি লইয়া আসিলেন। দানিয়েলের দুই শত বৃহৎ হস্তী ও দুই হাজার পারস্য দেশীয় অশ্ব ছিল। প্রকৃত পক্ষে মোকারের খাঁর ন্যায় এরূপ বিশ্বস্ত ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ভৃত্য অতিশয় বিরল। এই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ আমি তাঁহাকে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক এবং আমীর-পদে অভিষিক্ত করিলাম। এই উপলক্ষে আমি তাঁহাকে হীরকখচিত একখানি তরবারী, বহুমূল্য অলঙ্কারে সজ্জিত একটি অশ্ব, রত্নখচিত পাগড়ী ও পরিচ্ছদ এবং একটি শিক্ষিত হস্তী উপহার প্রদান করিয়া তাঁহাকে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলাম। নৈকিব খাঁও দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক-পদে উন্নীত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্ব নাম গ্রনায়েতুউলরেমলি; ইনি কাজ্ভিন অধিবাসী। আমার পিতার নিকট হইতে তিনি নৈকিব খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইতিহাসে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার স্মৃতিশক্তিও এতদূর প্রখর যে, বহু পুরাতন ঘটনাবলী সম্বন্ধে কোনো তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা বিবৃত করেন।

তিনি বহু ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছেন। ঐতিহাসিক তত্ত্বের জ্ঞান সম্বন্ধে তিনি অদ্বিতীয়। বলিতে কি, তাঁহার ন্যায় ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিত আর কোনো সম্রাটের রাজসভায় নাই। কৈশোরে কিছুদিন আমি তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম।*

---

* নেকিব খাঁ নামক এক ব্যক্তি সংস্কৃত হইতে পারস্য ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইনিই সম্ভবতঃ সেই সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নেকিব খাঁ।

রাজপুত বিদ্রোহ

সাবন মাসের ৭ই তাবিখে বাজা মানসিংহেব পিতৃব্য ভগবান্ দাসের পুত্রগণ রামজি, বেচাবাম এবং শ্যাম বিশ্বাসঘাতকতা অপবাধে হস্তীপদ-তলে মথিত হয়। ভগবান দাসেব এই তিন পুত্রেব মধ্যে রামজিই সর্ব্বাপেক্ষা অলস ও অনিষ্টকাবী ছিল। বাজা মানসিংহেব পুত্র পাহাড সিংহ এলাহাবাদ নগবে যখন দুই হাজাব অশ্বাবোহী সৈন্যের অধিনায়ক পদে উন্নীত হয়, তখন রামজি তাহাকে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত ও অপমানিত কবে। বামজি আরো নানাপ্রকার অনিষ্টকব কার্য্যের সূচনা কবিয়াছিল, কার্য্যতঃ কিছু পাবে নাই। ইহাদেরই দলভুক্ত এলিচাবামও আমাব বিরুদ্ধাচরণ করিতে আবম্ভ করাতে তাহাকে বঙ্গদেশেব ক্রোরি (কলেক্টর) মহম্মদ আমিনের নিকট বন্দীরূপে প্রেরণ কবিলাম। মহম্মদ আমিনকে বলিয়া দিলাম যে বঙ্গদেশে পৌছিয়াই তিনি যেন এলিচাবামকে বাজা মানসিংহেব অধীনে বাখেন। মহম্মদ আমিন এলিচারামেব হস্তপদ বন্ধন কবিয়া তাহাকে এক গোরুব গাড়ীতে চড়াইয়া বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা কবেন। পথিমধ্যে সেবাক্তাল ও গাজিপুবের মধ্যে এক দিবস মধ্যবাত্রে যখন সকলে নিদ্রিত ছিল তখন এলিচারাম বাণার সহিত যোগ দিবার উদ্দেশে পলায়ন কবে। পলায়নের সময় কিছু গোলযোগ হওয়াতে মহম্মদ আমিনের নিদ্রাভঙ্গ হয়। তিনি তাহাকে ধৃত করিবাব জন্য তাহাব পশ্চাদ্ধাবন করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। এলিচারাম গোরুব গাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া দৌড়িতে দৌড়িতে যমুনা নদীর তীরে উপস্থিত হয়। নদীতে পাবেব নৌকা না

থাকাতে সে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া, সাঁতার দিয়া নদী পার হইয়া অপর পারে পৌঁছে। এখানে কয়েকটি গ্রাম্য লোক কর্তৃক সে পুনরায় ধৃত হইয়া মহম্মদ আমিনের হস্তে সমর্পিত হয়। এই ব্যক্তির সম্বন্ধে এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য তাহা অবগত হইবার জন্য মহম্মদ আমিন আমার নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। আমি তাহাকে জানাইলাম যে, রাজপুত-দিগের মধ্যে কোনো ব্যক্তি তাহার জামিন হইলে আমি তাহাকে মুক্তি প্রদান করিতে পারি। কিন্তু তাহার দুর্দ্দান্ত চরিত্রের জন্য কেহই তাহার জামিন হইল না। অতঃপর ইহার সম্বন্ধে কি করা যায় সে বিষয়ে আমি আমীর-ওল-ওমরাহের পরামর্শ প্রার্থনা করিলাম। কেননা বুঝিতে পারিলাম, জামিন না লইয়া ছাড়িয়া দিলে সে মহা অনর্থ ঘটাইয়া ফেলিবে। আমীর-ওল-ওমরাহ বলিলেন যে, তাহাকে কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট বন্দীস্বরূপ কিংবা গোয়ালিয়র দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে। যখন এইরূপ পরামর্শ চলিতেছে, তখন সংবাদ পাইলাম যে, দিলওয়ার খাঁ উপাধিধারী ইব্রাহিম গগর এবং সাহনোওয়াজ খাঁ উপাধিধারী হুসাম মঙ্গুলি অনুচরবৃন্দের সহিত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মহম্মদ আমিনের নিকট হইতে এলিচারামকে উদ্ধার করিতে আসিতেছে। এই ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া আমি আত্মরক্ষার জন্য চারি হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সজ্জিত রাখিতে আদেশ দিলাম। তাহাদিগকে এই হুকুম দিলাম যে, এলিচারাম যাহাতে শত্রুহস্তে পতিত না হয়, সে বিষয়ে তাহারা যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখে। বন্দীকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিবার জন্য মহম্মদ আমিনকে আদেশ করিলাম। ইত্যবসরে নওয়াজেস খাঁ দ্রুতপদে আসিয়া আমীর-ওল-ওমরাহকে সংবাদ দিল যে শত্রুগণ এলিচারামকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং প্রান্তর-মধ্যস্থিত হ্রদের নিকট মহম্মদ আমিন আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আমীর-ওল-ওমরাহ গোপনে

এই সংবাদ আমাকে প্রদান করিলেন। কিয়ংক্ষণ পরে আমার প্রাসাদের নিকটেই ভীষণ গোলযোগ শুনিতে পাইলাম। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলিলাম—"শত্রুদিগকে আর বাড়িতে দেওয়া উচিত নহে। আপনার অধীন সমুদয় সৈন্য লইয়া উহাদিগকে সমুচিত শাস্তিপ্রদান করিতে গমন করুন।' আমীর ওল-ওমরাহ তৎক্ষণাৎ সৈন্য লইয়া এই বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে গমন করিলেন। তৎপরে বক্সি সেখ ফরীদকে বলিলাম যে, সম্ভবতঃ এই বিদ্রোহীদল রাজপুতদিগের সহিত যোগদান করিবে, তাহা হইলে আমাদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। তাঁহার অধীন সৈন্য সামন্ত লইয়া আমীর ওল-ওমরাহের সহিত তাঁহাকে যোগদান করিতে আদেশ দিলাম। সেখ ফরীদ চলিয়া গেলে পর ভীষণতর গোলযোগ শ্রুত হইল। আমি দরবার গৃহের সর্ব্বোচ্চ হর্ম্ম্য হইতে দেখিলাম যে দুই পক্ষই সাংঘাতিক যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। কুড়ি হাজার রাজপুত অশ্বারোহী সৈন্য বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগদান করিয়া তরবারী হস্তে আমীর-ওল ওমরাহের সৈন্যদিগকে ভীষণ রূপে আক্রমণ করিয়াছে। আমীর-ওল-ওমরাহও নিপুণতার সহিত আত্মরক্ষা করিতেছেন। দেখিলাম, সাহসী কুতুব খাঁ এবং অন্যান্য বহু সমরনিপুণ যোদ্ধা শত্রুর অস্ত্রাঘাতে নিহত হইলেন। দিলওয়ার খাঁ অনুচরবৃন্দসহ কুতুব খাঁর সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইলেন কিন্তু শত্রুগণ তাঁহাকে অশ্ব হইতে টানিয়া নামাইয়া তরবারীর আঘাতে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল এবং তাঁহার অনুচরগণকেও নিহত করিল। আমি আমীর-ওল-ওমরাহের সাহায্যের জন্য তিন হাজার সৈন্য প্রেরণ করিলাম। তিনি ইহাদের সাহায্যে বহু রাজপুতকে নিহত করিলেন। এই সময়ে সেখ ফরীদ তাঁহার অধীন দশ সহস্র বর্ম্মধারী অশ্বারোহী সৈন্য এবং পাঁচ সহস্র উষ্ট্রবাহী বন্দুকধারী সৈন্যসহ মন্ত্রীর সাহায্যার্থ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ইহারা রাজপুত-

দিগকে ভীষণরূপে আক্রমণ করিল। বহুক্ষণ সাংঘাতিক যুদ্ধ চলিবার পর রাজপুতগণ পরাস্ত হইল। যুদ্ধের সময় একজন রাজপুত তরবারী হস্তে সেখ ফরীদকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল সেখ ফরীদ তাঁহার এক অনুচরের নিকট হইতে বর্ষা কাড়িয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ এরূপ জোরে তাহার বুকে বিদ্ধ করিয়া দিলেন যে বর্ষা তাহার পৃষ্ঠদেশ দিয়া বহির্গত হইয়া পড়িল এবং ঐ রাজপুত তখনই মানবলীলা সংবরণ করিল। রাজপুতগণ পরাজিত হইয়া নিতান্ত বিশৃঙ্খলরূপে পলায়ন করিল। যে চারি হাজার রাজপুত বন্দী হইল, তাহাদিগকে হস্তীপদতলে মথিত করিয়া হত্যা করিবার আদেশ প্রদান করিলাম। ভবিষ্যতে যাহাতে কেহ এই প্রকার বিদ্রোহে যোগ না দেয়, তজ্জন্য বিদ্রোহীদিগের অধিনায়ক বখ্‌তারামকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করিলাম। এই উপলক্ষে আউজবেক সেনাপতি বাহাদুর খাঁ বলিলেন যে, অন্য কোনো সম্রাটের অধীনে এই প্রকার প্রজাবিদ্রোহ ঘটিলে তিনি নিশ্চয়ই সেই জাতির উচ্ছেদ সাধন করিতেন। প্রত্যুত্তরে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আমার পিতার অধীনে রাজপুতগণ উচ্চ উচ্চ কর্ম্ম করিত এবং তিনিও ইহাদিগকে অত্যধিক সমাদর করিতেন। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তিনি রাজপুতদিগকে অধিকতর সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন। কয়েক জন লোকের অপরাধের জন্য আমি সমগ্র জাতির বিনাশ সাধনে ইচ্ছুক নহি। যাহারা প্রকৃতই দোষী আমি কেবল তাহাদেরই দণ্ড প্রদান করিয়াছি।

কর্ম্মচারীবর্গের উন্নতি

এক্ষণে এই দুর্ঘটনাপূর্ণ ও কষ্টকর ব্যাপারেব বিষয় আর উল্লেখ না করিয়া আমাব বাজ্যেব কতিপয় হিতকাবী ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচাবীব পদোন্নতি সাধন ও পুরস্কাব প্রদানের বিষয় বর্ণনা কবিতেছি। কাবুলী কাজি আব-দুল্লাকে পাঁচ শত অশ্বাবোহী সৈন্যেব অধিনায়ক-পদ হইতে পাঁচ হাজারেব পদে উন্নীত কবিলাম, এবং অপমানিত খাজা মহম্মদ জাহেযাব পুত্র খাজা জাকারিয়াকে পাঁচ শতেব পদ প্রদান কবিলাম। পূজ্যপাদ সেখ হোসেন জৌমি ইহাব পদোন্নতিসাধন সম্বন্ধে আমাকে একান্ত অনুবোধ কবিয়াছিলেন। আমাদের সমযে সেখ হোসেন জৌমি নিষ্কলঙ্ক ও শুভ্র চবিত্রের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। আমাব সিংহাসনারোহণেব ছয়মাস পূর্ব্বে সেখ হোসেন আমাব নিকট এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিযাছিলেন যে, তিনি স্বপ্ন দেখিযাছেন ঈশ্বর আমাকে হিন্দুস্থানের সম্রাট করিয়াছেন। এই মধুব ভবিষ্যদ্বাণীব পুরস্কারস্বরূপ তিনি খাজা জাহেয়াব পুত্রেব পদোন্নতি সাধনেব জন্য আমাকে অনুরোধ কবিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাব অনুবোধে আমি খাজা জাহেয়াব অপরাধ ক্ষমা কবিয়া তাঁহাব পুত্রকে উচ্চ পদ প্রদান করিলাম। কাবুল-বাসী তাস খাঁ বেগকে আমি দুই হাজাবেব পদ প্রদান কবিয়া বত্নালঙ্কার-খচিত পাগড়ী, তরবাবী এবং মূল্যবান সাজে সজ্জিত অশ্ব উপহার দিলাম। ইনি আমার পিতার নিকট হইতে তাস খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমাদের পবিবারের অতি পুবাতন কর্ম্মচাবীদিগেব মধ্যে তাস খাঁ এক জন। তিনি আমাব পিতামহ হুমায়ুনের অধীনে সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম

করিতেন এবং আমার পিতৃব্য মহম্মদ হাকিম মির্জা তাঁহাকে আমীর-পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বয়োবৃদ্ধ হইয়াছেন এবং



সম্রাট্ হুমায়ূন।

তাঁহার কৃষ্ণ কেশ ও শ্মশ্রু শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তথাপি তাঁহার মধুর ও সহাস্য ভাবের কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই। বেহাজা বেগ খাঁ নামধারী

আরো একটি কাবুলীর পদ বৃদ্ধির আদেশ প্রদান করিলাম। ইঁহাকে পনেরো শতের পদ হইতে তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক-পদে উন্নীত করিলাম। এই সেনাপতি সাহস এবং কার্য্যকুশলতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। মহম্মদ হাকিমের সমুদয় আমীরের মধ্যে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ইনি একজন অকৃত্রিম মুসলমান। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমুদয় আচার অনুষ্ঠান তিনি নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যেই আমি প্রায় এক শত কাবুলীর পদ বৃদ্ধির আদেশ প্রদান করিলাম। মির্জা আবুল কাসেমও আমার পিতার পুরাতন ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। তিনি একজন সমরকুশল যোদ্ধা। আমি তাঁহাকে এক হাজার পদের আমীর হইতে পনেরো শতের পদে নিযুক্ত করিলাম। তাঁহার ত্রিশটি পুত্র; কিন্তু কেহই মানুষ হইয়া সৎ-পুত্রের কর্ত্তব্য পালন করিয়া পিতার সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারিল না। বস্তুতই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, যাঁহার পুত্র-সংখ্যা যত অধিক তাঁহাকে এ সংসারে ততই অসুখী হইতে দেখা যায়। আজমীরের সেখ সেলিমের পৌত্র সেখ আলিকে খাঁ উপাধি প্রদান করিয়া দুই হাজার সৈন্যের অধিনায়কের পদ প্রদান করিলাম এবং তাহার পিতামহের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য তাহাকে ৫০ হাজার টাকা প্রেরণ করিলাম। সেখ আলি আমার এক বৎসরের ছোট। সে শৈশব হইতে আমারই সহিত একত্রে লালিত পালিত হইয়াছে। সে এক জন দুঃসাহসী যোদ্ধা, এ বিষয়ে তাহার স্বজাতির মধ্যে সে অতুলনীয়। সেখ আলি কোনো প্রকার মাদক দ্রব্য স্পর্শও করে না। এই কারণে আমি তাহার নিকট হইতে মহত্তর, উন্নততর কার্য্য আশা করি এবং বিশ্বাস করি যে, সে আমার সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্যই সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। বস্তুতঃ, আমি তাহাকে পুত্রবৎ জ্ঞান করি এবং তদনুরূপই স্নেহ করিয়া

থাকি। সয়েদ আলি আসফকে সেফ খাঁ উপাধি প্রদান করিলাম। তিনি আমার পিতার রাজ সভার উচ্চ আমীর সয়েদ মহম্মদের পুত্র। সয়েদ আলি, বৌবাব সয়েদ বংশোদ্ভব। তিনি গুণ গরিমায় এবং মহত্ত্বে সয়েদ বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। সয়েদ বংশের সমুদয় সদ্‌গুণ তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান আছে। এই প্রশংসাই তাঁহার সর্ব্বোচ্চ প্রশংসা। তিনি যে একজন অকৃত্রিম সয়েদ, ইহা বলিলেই তাঁহার যথোচিত প্রশংসা করা হইল বলিয়া আমি মনে করি। বিবেচনাশূন্য এবং গোঁয়ার লোকদিগকে আমি অতিশয় ঘৃণা করি। সারা জীবনে সেফ খাঁ কখনো কোনো অন্যায় কার্য্য করেন নাই। তিনি জীবনে কখনো কোনো প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করেন নাই। এই বৎসরেই আমি তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত করিব। মহম্মদ কুলীখাঁর পুত্র ফেরীদোনকে এক হাজারের পদ হইতে দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের পদে উন্নীত করিলাম। ফেরীদোন এক বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব। তিনি শৌর্য্যবীর্য্যে এবং দয়া দাক্ষিণ্যেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, তিনি এতদূর দুঃসাহসী যে তিনি একদা এক সিংহের সহিত লড়াই করিয়াছিলেন। এক হস্ত পশমীবস্ত্রে আবৃত করিয়া অপর হস্তে তরবারী লইয়া তিনি সিংহকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। আবৃত হস্ত সিংহের মুখ-গহ্বরে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া অপর হস্তস্থিত তরবারীর আঘাতে কেশরীকে নিহত করেন। রাজা খনপাল এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দের সহিত তাঁহার বিবাদ হওয়াতে তিনি একাকীই তাহাদের আক্রমণ করিয়াছিলেন। ক্ষত বিক্ষত হইয়াও তিনি কিয়ৎকাল তাহাদিগকে সফলতার সহিত বাধাপ্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে ফেরীদোনের অনুচরগণ আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

ন্যায়পরায়ণতা[৩]

এক্ষণে আমি একটি ঘটনা বিবৃত কবিতেছি। ইহাতে আমাব বাজকীয় কর্ত্তব্য এবং পাবিবাবিক স্নেহ-মমতার মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধাতে আমি মর্ম্মন্তুদ বেদনা প্রাপ্ত হই। খান্-ই-আজিমেব পুত্র মির্জা নুর নরহত্যাপবাধে বিচারার্থ আমাব নিকট আনীত হয়। পিতা এই যুবককে পুত্রবৎ স্নেহ কবিতেন এবং বহু ত্যাগ স্বীকাব করিয়াও ইহার বাসনা পূর্ণ কবিতেন। আমি ইহাকে কাজি এবং মিব-ই আদেলেব (বিচাবপতি) নিকট বিচারার্থ লইয়া যাইতে আদেশ প্রদান কবিলাম। বিচারকদ্বয়কে বলিলাম যে, উপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ কবিবা আইনানুসাবে ইহাব নিবপেক্ষ বিচাব করিতে হইবে। কযেক দিন পবে তাঁহারা আমাকে বলিলেন যে, মির্জ্জা নুবেব অপবাধ প্রমাণিত হইযাছে এবং মহম্মদীয় আইনানুসারে ইহার প্রাণদণ্ডই প্রদান কবিতে হইবে। মির্জ্জা নুরেব প্রতি আমাব একান্ত স্নেহ এবং তাহাব পিতাব প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও আমি ঈশ্ববেব আইনেব বিরুদ্ধে কার্য্য কবিতে সাহসী হইলাম না এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে ঘাতকেব হস্তে সমর্পণ কবিলাম। মাসাবধি আমি মির্জ্জা নুরেব জন্য দারুণ মনোকষ্টে কাল ক্ষেপণ করিয়াছি। এ প্রকার নানা গুণবিশিষ্ট তরুণ যুবকেব এই ঘৃণ্য মৃত্যুতে আমি মর্ম্মাহত হইযা পড়িয়াছি। কিন্তু কর্ত্তব্য কর্ম্ম যতই কঠোব ও কষ্টদায়ক হউক না কেন তাহা সম্পন্ন করিতেই হইবে। এরূপ ভীষণ পরীক্ষাপূর্ণস্থলে আইনানুসাবে দোষী ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান না কবিলে প্রত্যেক লোকই বিবোধীব সহিত বিবাদ করিয়া তাহাকে হত্যা করিতে

পারে। সুতরাং যে ব্যক্তির উপর একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে, দোষী ব্যক্তির সমুচিত শাস্তি প্রদান করা তাহার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। খান ই-আজিম তাঁহার পুত্রের ফাঁসির কথা শ্রবণ করিয়া ভীষণ মনোকষ্ট প্রাপ্ত হন। তিনি সম্যক্‌রূপে বুঝিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরের নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহার যথোচিত শাস্তি পাইতেই হইবে। এই আমীর নেসটালিক ভাষায় মহা পণ্ডিত ও সুলেখক। সমগ্র কোরাণ তাঁহার কণ্ঠাগ্র এবং নেকির খাঁর ন্যায় ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনিও একজন অতুলনীয় পণ্ডিত। খান-ই-আজি-মের ন্যায় আসফ খাঁও সমগ্র কোরাণ মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারেন। তাঁহার প্রকৃতিও অতি সরস এবং মধুর। আমার পিতার রাজসভায় তাঁহার ন্যায় এরূপ নানা সদ্‌গুণবিশিষ্ট আমীর আর ছিল না বলিলে হয়। আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকি এবং তাঁহাকে "কাকা" বলিয়া ডাকি। বাস্তবিক তাঁহার ন্যায় জ্ঞানে, ধর্ম্মে, চরিত্রে এবং পাণ্ডিত্যে উন্নত ও সকল সদ্‌গুণসুশোভিত মনুষ্য এই পৃথিবীতে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু একটি দোষ তাঁহার নানা গুণ-রাশি ম্লান করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি কৃপণ। আমি মনে করি সকল মনুষ্যের বিশেষতঃ আসফ খাঁর ন্যায় উন্নতমনা ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পক্ষে কৃপণতা মহাকলঙ্কের কথা। লোভ, ইহকাল ও পরকালের পুণ্য নষ্ট করে। "আমি গভীর চিন্তার পর বুঝিয়াছি যে উদারতা ও দয়ার ন্যায় গুণ মানব-হৃদয়ে আর নাই।" তাঁহার একটি গুরুতর কলঙ্কের কথা বলিতেছি—তিনি কখনো প্রার্থনা করেন না। তিনি বলেন যে, অনবরত নানা প্রকার প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে প্রার্থনা করিবার অবসর পান না। এই কথা বলিয়া তিনি এই মহা অপরাধের গুরুত্ব কিঞ্চিৎ লাঘব করিতে প্রয়াস পান।

তিনি আমার পিতার অনুমতি লইয়া নিষ্ঠা ও অনুরাগের সহিত মক্কা-তীর্থে গমন করিয়া সকল প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুস্থানে পুনরাগমন করিয়াই তিনি আর ধর্ম্মের সহিত কোনো সংশ্রব রাখেন নাই।

মোযেজ-উল্‌মুলকে পাঁচশতের পদ হইতে এক হাজারের পদে উন্নীত করিলাম। তাহার পূর্ব্ব নাম মোযেজ-উদ্‌-হোসেন ছিল এবং আমার পিতার রাজত্বের সময় তিনি স্বর্ণকার বিভাগের পরিদর্শকের কার্য্য করিতেন। আমিও তাহার এই উপাধি বহাল রাখিলাম এবং তাঁহাকে রাজকীয় অট্টালিকা সমূহের পরিদর্শক নিযুক্ত করিলাম। তিনি একজন সুলেখক এবং সরল ও সত্যবাদী। আজমীরের সেখ সেলিমের আর এক পৌত্র সেখ বায়জিদকে দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক-পদ হইতে তিন হাজারের পদে অভিষিক্ত করিলাম। সেখ বাযজিদের মাতা আমার ধাত্রী ছিলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া আমি সর্ব্বপ্রথম তাঁহারই দুগ্ধ পান করিয়াছিলাম। সেখ বাযজিদ এরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী ও বিচক্ষণ যে, যে বিষয়ে তাহাকে নিযুক্ত করা যায় তাহারই সমূহ উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে।



সম্রাট্ আকবর।

নিউ আর্টিষ্টিক্ প্রেস কলিকাতা।

আকবরের কথা

আমাব পিতাব স্মৃতি চিরস্মবণীয় কবিযা বাখিবাব জন্য এ স্থলে তাঁহার আকৃতি বর্ণনা কবিতেছি। আমাব পিতা দীর্ঘাকৃতি ও গৌরবর্ণ ছিলেন। তাঁহাব চক্ষু ও ভ্রূ ঘোব কৃষ্ণবর্ণ ছিল। ভ্রূদ্বয় জোড়া ছিল। তিনি দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহাব দৈহিক শক্তি অতুলনীয় ছিল। তাঁহার হস্তদ্বয় দীর্ঘ এবং দেহে সিংহেব ন্যায় বল ছিল। তাঁহার নাসিকাব উপব একটি তিল ছিল। জ্যোতিষিগণ বলিযাছিলেন যে ইহা তাঁহাব অসাধারণ সুখ এবং সৌভাগ্যেব চিহ্ন। প্রকৃত পক্ষে যিনি ২৫ বৎসব ধবিয়া এই বিশাল হিন্দুস্থানেব (যাহার এক প্রান্ত হইতে অপব প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্য্যটন কবিতে দুই বৎসব লাগে) উপর প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন হইযা একচ্ছত্র বাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাঁহাকে সৌভাগ্যবান পুরুষই বলা যাইতে পারে। তাঁহার রাজকোষ অগাধ ধনবাশিতে পূর্ণ ছিল। একদা তাঁহাব রাজকোষেব কেবল স্বর্ণেব পবিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিতে তিনি কিলজি খাঁকে আদেশ করেন। এই কর্ম্মচারী প্রথমতঃ আগ্রাব বাজকোষের স্বর্ণ ওজন করেন। তিনি সহরেব বিভিন্ন ব্যবসাযীদিগের নিকট হইতে চারি শত দাঁড়িপাল্লা সংগ্রহ কবেন। এই সমুদয় দাঁড়িপাল্লা দ্বাবা তিনি অনবরত পাঁচ মাসকাল রাত্রিদিন স্বর্ণ মুদ্রা এবং স্বর্ণ ওজন কবেন। পাঁচ মাস পর ইহার পরিমাণ জ্ঞাত হইবার জন্য পিতা তাঁহার নিকট লোক প্রেরণ করেন। তিনি বলিযা পাঠান যে, যদিও এক হাজাব লোক চারি শত দাঁড়িপাল্লাব দ্বারা পাঁচ মাস ধবিয়া রাত্রি দিন স্বর্ণ ওজন করিতেছেন তথাপি এপর্য্যন্ত আগ্রার রাজকোষেরই স্বর্ণ ওজন করা শেষ হয় নাই। ইহা শ্রবণ করিয়া পিতা [illegible]

তাঁহাদিগকে স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণ যথাস্থানে সুরক্ষিত করিয়া রাখিতে আদেশ প্রদান করিয়া এই কার্য্য হইতে তাহাদিগকে নিরস্ত করেন। একটি মাত্র রাজকোষেই এত ধন ছিল। পিতার হস্তীশালা অতুলনীয় ছিল। পৃথিবীর কোনো সম্রাটই এত হস্তী সংগ্রহ করিতে পারেন নাই এবং পারিবেন না। তাঁহার হস্তীশালায় ১২ হাজার বৃহত্তর হস্তী এবং ২০ হাজার হস্তিনী ছিল। ইহাদিগের ভরণপোষণের নিমিত্ত প্রত্যহ ১ লক্ষ টাকা ব্যয় হইত। তাঁহার শিকারের জন্য পশু রক্ষিত ছিল। ১২ হাজার কৃষ্ণসার মৃগ, ১২ হাজার নীল গাই, পার্ব্বতীয় ভেড়া উটপক্ষী, গণ্ডার ও সিন্ধুঘোটক ছিল।

আমি যুদ্ধের জন্য এবং আমোদপ্রমোদের জন্য কয়েকটি হস্তী রাখিয়া অবশিষ্ট সমুদয় হস্তী ছাড়িয়া দিয়াছি। পৃথিবীজয়ী অজেয় তৈমুরের পর ছয় জন দিল্লীর সিংহাসনারোহণ করেন, আমার পিতা তাঁহার অষ্টম উত্তরাধিকারী। কিন্তু পিতার ধনৈশ্বর্য্য এবং জমকালো আসবাবের দশভাগের এক ভাগও তাঁহার ছিল না। সম্ভবতঃ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটগণকে সমুদয় বিষয়ে পরাস্ত করাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল। পৃথিবীর কাহারো সহিত তাঁহার মানসিক সদগুণাবলীর তুলনা হয় না।

— —

আকবরের পুত্র কন্যা

কুড়ি বৎসব বযসেব সময তাঁহার প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ কবে। তাহার নাম ফতেমাবানু বেগম ছিল। এই শিশুকন্যা এক বৎসব বয়সেই মৃত্যু-মুখে পতিত হয। তাহার জননীর নাম বিবি পাঙ্গবাই ছিল। বিবি আবামবক্সের গর্ভে তাঁহার দুই পুত্র জন্মগ্রহণ কবে, একজনের নাম হাসান ও অপরের নাম হোসেন ছিল। আসফ খাঁব মাতা বিবিজা বেগমেব নিকট হোসেনকে লালিত পালিত হইবাব জন্য প্রদান কবা হয় কিন্তু হোসেন ১৮ দিন জীবিত ছিল। জেন খাঁ কোকাব নিকট হাসানকে প্রদান কবা হয় কিন্তু সে দশম দিবসে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তৎপরে বিবি সেলিমাব গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ কবে, তাহার নাম সাহজাদা খাউনাম। ইহার রক্ষণাবেক্ষণেব ভাব আমাব পিতার জননী মিরিয়াম মাকৌনিব উপর রক্ষিত হয়। আমাব সমুদয় ভগ্নীব মধ্যে সাহজাদা খাউনাম আমার মঙ্গলেব জন্য যে প্রকার যত্নশীলা ছিল এরূপ আর কেহ ছিল না। কিন্তু সে সর্ব্বক্ষণ ঈশ্বরাবাধনায় নিযুক্ত থাকিত। তৎপরে বিবি ক্ষীবাব গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাঁহার নাম পাহাড়ী রাখা হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতা তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। তথায় তিনি গড়গাইল, পার্ণালা প্রভৃতি দুর্গ অধিকাব এবং নর্ম্মদা নদীব দক্ষিণস্থ সমুদয় প্রদেশ বশীভূত করেন। এই রাজকুমার ত্রিশ বৎসর বয়সে থাউনপুব নগবে প্রাণত্যাগ কবেন। পিতা ইহার নাম সুলতান মুবাদ রাখেন কিন্তু তিনি ফতেপুরের পর্ব্বতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহাকে সকলে পাহাড়ী বলিয়া ডাকিত। সুলতান মুরাদ গৌরবর্ণ,

কিঞ্চিৎ কৃশ ও দীর্ঘাকৃতি ছিলেন। তিনি নম্র, আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন, সাহসী ও সর্ব্বকার্য্যে সতর্ক ছিলেন। পিতা এই কারণে তাঁহাকে ইমারত নির্ম্মাণ বিভাগের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পাহাড়ীর জন্ম-গ্রহণের পর মিহার সেম্মার গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পিতা ইহার নাম মিঠি বেগম রাখেন, মিঠি অর্থাৎ মিষ্ট। এই কন্যা আট মাস বয়সে প্রাণত্যাগ করে। পরে বিবি মিরিয়ামের গর্ভে এক পুত্র জন্মে, তাহাকে রাজা ভরমলের নিকট লালিত পালিত হইবার জন্য প্রদান করা হয়।

সুলতান মুরাদের মৃত্যুর পর আমার ভ্রাতা সাহজাদা দানিয়েলকে দাক্ষিণাত্য জয় করিতে পাঠান হয। বুরহান্‌পুরে দানিয়েল পিতার সহিত মিলিত হন। এই স্থান হইতে খাঁ খান ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ আমীর এবং বহু সৈন্য লইয়া তিনি পিতার অগ্রেই দাক্ষিণাত্যাভিমুখে প্রেরিত হন। দানিয়েল আহমেদনগর-দুর্গ অধিকার করেন। পিতা পুনরায় বুরহান্‌পুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দানিয়েলকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া আগ্রায় প্রত্যাগমন করেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সের সময দানিয়েল অতিরিক্ত মদ্যপান হেতু মৃত্যুমুখে পতিত হন। দানিয়েল অত্যন্ত শিকার-প্রিয় ছিলেন এবং বন্দুক ছুঁড়িতেও অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। পক্ষী মারিবার জন্য তাঁহার একটি ছোট বন্দুক ছিল, ইহার নাম জেম্নোজা (কফিন) রাখিয়াছিলেন। এই বন্দুকটির উপর তিনি নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করিয়া খোদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন,—

মৃগয়ার হও তুমি প্রিয় সহচর,
অহরহ প্রাণে মম আনন্দ বিতর,
তব সুমধুর স্পর্শ লভে যেই জন,
অনন্ত নিদ্রার কোলে তাহার শয়ন।

দানিয়েলের অত্যধিক মদ্যপান নিবারণের জন্য খাঁ খানকে আদেশ করা হইয়াছিল যে, তিনি যেন আর কখনো কোনো প্রকার মদ্য ক্রয় না করেন এবং যে কেহ দানিয়েলের জন্য মদ্য ক্রয় করিবে কিংবা তাহার নিকট মদ্য লইয়া যাইবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। এই আদেশ প্রচারের পর তাঁহার কর্মচারিগণ শাস্তির ভয়ে কিছুদিন দানিয়েলকে মদ্য প্রদান করিতে বিরত ছিল। কয়েক দিন মদ্যপান না করিয়াই দানিয়েল একান্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনন্যোপায় হইয়া দানিয়েল অশ্রুপূর্ণ নেত্রে মুর্শিদকুলী খাঁকে মদ্য প্রদান করিবার জন্য কাতর অনুরোধ করিয়াছিলেন। দানিয়েল বলিয়াছিলেন, যদি সে অল্প পরিমাণেও এই বিষ আনিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে তাহার ইচ্ছানুসারে সর্ব্বোচ্চ পদ প্রদান করা হইবে। দানিয়েলের করুণ ক্রন্দনে বিগলিত হইয়া মুর্শিদকুলী খাঁ জিজ্ঞাসা করিল যে, প্রাণদণ্ডের আদেশ এড়াইয়া সে কি প্রকারে মদ্য আনিতে পারে? দানিয়েল বলিলেন যে, তাহার প্রিয় বন্দুকের নল মদ্যে পূর্ণ করিয়া আনিলে কেহই সন্দেহ করিতে পারিবে না। মুর্শিদ কুলী খাঁ তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া বন্দুকের নল পূর্ণ করিয়া প্রভুর নিকট মদ্য আনিল। দানিয়েল এই বন্দুকের যে অমঙ্গলসূচক নাম (কফিন) রাখিয়াছিলেন, বিধাতার ইচ্ছায় ইহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। এই নল হইতে মদ্য পান করিবার পরই তাঁহার মৃত্যু হয়। দানিয়েল যে প্রকার মদ্যপানাসক্ত ছিলেন, সেই প্রকার পেটুক ছিলেন। কিন্তু হস্তী পালন করা তাঁহার জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল। কখনো কখনো আমীরদিগের মধ্যে কাহারো নিকট উৎকৃষ্ট অথবা বৃহৎ হস্তী দেখিলে তিনি তাহা লইয়া যাইতেন, এমন কি সময়ে সময়ে তাহাদের যথোচিত মূল্য প্রদান করিতেও বিস্মৃত হইতেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পরে বিবৃত হইবে। বলিতে কি, কোনো উৎকৃষ্ট হস্তী দেখিলে তিনি তাহা নিজেই অধিকার করিতেন,

অন্য কাহাকেও লইতে দিতেন না। দানিয়েল হিন্দী সঙ্গীতের প্রতি একান্ত অনুরাগী ছিলেন এবং হিন্দী কবিতা অতি সুন্দররূপে আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

নানু বিবির গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে, পিতা তাহার নাম লালবেগম রাখিয়াছিলেন। ইহার রক্ষার ভার তাঁহার মাতার নিকট অর্পণ করেন। ১৮ মাস পরে এই কন্যার মৃত্যু হয়। তৎপরে বিবি দৌলতসার গর্ভে এক কন্যা হয় তাহার নাম আরামবানু বেগম রাখা হয়। পিতা ইহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তিনি ইহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমার প্রতি অর্পণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় ইহাকে ভালবাসিতে ও ইহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন। তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, আমি নিশ্চয়ই তাঁহার আদেশ রক্ষা করিব।

আকবরের চরিত্রের বিশেষত্ব

যৌবনকালে পিতা নানা প্রকার সুখাদ্য আহার করিতে ভালবাসিতেন এবং তীব্র ক্ষুধা থাকা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। পিতার বিপুল ও ক্ষমতাশালী সৈন্যবাহিনী এবং অগাধ ঐশ্বর্য্য ছিল, তিনি ভারতবর্ষের ন্যায় এক অতুলনীয় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন তথাপি মহান্ জগদীশ্বরের পূজা করিতে কখনো বিস্মৃত হইতেন না। তিনি সর্ব্বদাই এই বাক্য কয়েকটি বলিতেন,—"সকল স্থানে, সর্ব্ব প্রকার মনুষ্য এবং সমুদয় অবস্থার মধ্যে তোমার চক্ষু এবং হৃদয় সেই চির সুহৃদের প্রতি নিবদ্ধ রাখ।" তাঁহার চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি সমুদয় ধর্ম্মের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বশ্রেণীর ধার্ম্মিকগণকে প্রীতি করিতেন ও তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতেন। অনেক সময় সারারাত্রি এই সকল সাধু পুরুষের সহবাসে যাপন করিতেন। পিতা দিবা রাত্রির মধ্যে কখনো এক প্রহরের অধিক কাল নিদ্রা যাইতেন না। তিনি এত অধিক সাহসী ছিলেন যে, তাঁহাকে দুঃসাহসী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি অনেক সময় এক হস্তীর পৃষ্ঠদেশ হইতে অপর এক ভয়ঙ্কর এবং অতিশয় দুর্দ্দান্ত হস্তীর উপর লাফাইয়া পড়িতেন। এই হস্তী ইতিপূর্ব্বে বহু মাহুতকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং ইহার পৃষ্ঠদেশে এরূপ ভাবে আরোহণ করাতে অনেক সুদক্ষ হস্তীচালকও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইত। অনেক সময় তিনি বৃক্ষ হইতে এই প্রকার দুর্দ্দান্ত এবং মত্ত হস্তীর পৃষ্ঠে লাফাইয়া পড়িতেন। তিনি মত্ত হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিবামাত্র

হস্তীও যেন কোন্ মন্ত্রবলে তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িত। পিতার দৈহিক শক্তিও অসাধারণ ছিল। তিনি সাড়ে তিন মণ ওজনের একটি লোহার শৃঙ্খল প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। প্রত্যহ প্রাতে ইহা লইয়া তিনি ব্যায়াম করিতেন।

হিমুর সহিত যুদ্ধ

নিম্ন লিখিত ঘটনাদ্বারা পিতার অসামান্য যুদ্ধ কোশল, অক্লান্ত কার্য্য-ক্ষমতা এবং যুদ্ধবিদ্যায় অপূর্ব্ব জ্ঞান প্রমাণিত হইবে।

প্রথম ঘটনা। আমার পিতামহ হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আমার পিতা যখন হিন্দুস্থানের সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার বয়স চোদ্দ বৎসর ছিল। এই বিপদসঙ্কুল সময়ে হিমু পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। হিমু আফগানদিগের রাজা ছিলেন, আফগানগণ তাঁহাকে তাহাদের জাতীয় গৌরবস্বরূপ জ্ঞান করিত। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ২০শে নভেম্বর হিমুর সহিত যুদ্ধ হয়। দুইজন ভারতবর্ষীয় ক্ষুদ্র রাজার সহিত ঘোরতর সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া হিমু তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতাগৌরবে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে হিমু প্রভূত বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা-সময়ে হিমুর সহিত এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য, পঞ্চাশ হাজার উষ্ট্রারোহী বন্দুকধারী সৈন্য এবং তিন হাজার রণ-হস্তী ছিল। তিনি পিতার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, বালক হইয়া তিনি যেন তাঁহার ন্যায় অসীম ক্ষমতাশালী সম্রাটের সমকক্ষ হইবার আশা না করেন। তিনি আরো বলিয়া পাঠাইলেন—"আমার অগণিত এবং দুর্দ্দান্ত সৈন্য এবং হস্তীর সম্মুখীন হইবেন না, তাহা হইলে আপনার প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হইবে। বঙ্গদেশের সীমা হইতে যমুনার পূর্ব্ব দিকের সমুদয় প্রদেশ আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া সমগ্র হিন্দুস্থান আমি অধিকার করিলাম।" পিতা প্রত্যুত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন যে,—"এক ক্ষুদ্র রাজাকে পরাজিত করিয়া তিনি যেন এত অহঙ্কার না করেন, একজন দাসকে

শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া এত উৎফুল্ল হইবার কোনো কারণ নাই।” তিনি আরো বলিলেন,—“আমার সৈনিকদিগের সহিত যুদ্ধ না করিয়া, প্রকৃত বীরদিগের সহিত সংগ্রামের মর্ম্ম উপলব্ধি না করিয়া তিনি যেন যুদ্ধের ভীষণত্ব এবং সংহারকত্ব বিষয়ে কোনো কল্পনা না করেন। দিবাগমে রাত্রির অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়। আগামী কল্য প্রত্যূষে সৈন্য সামন্ত লইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন, ঈশ্বর কাহাকে অধিক অনুগ্রহ করেন তখন তাহার পরীক্ষা হইবে।’

পিতার নিকট হইতে এই তেজোপূর্ণ উত্তর লাভ করিয়া হিমু যুদ্ধের আয়োজন করিবার জন্য সেনাপতিকে আদেশ করিলেন। এক হাজার হস্তীকে সৈন্য-শ্রেণীর অগ্রগামী করিয়া এবং দুই হাজার হস্তী পশ্চাদ্ভাগে স্থাপন করিয়া হিমু সকলের অগ্রে অশ্বারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। রণবাদ্যকরকে হস্তীর উপর আরোহণ করিতে আদেশ দিয়া সর্ব্বাগ্রে পাঁচ হাজার বর্ম্মপরিহিত অশ্বারোহী সৈন্য এবং এক হাজার হস্তী স্থাপন করিয়া পিতা তাঁহার হস্তীর উপর আরোহণ পূর্ব্বক হিমুর সম্মুখীন হইলেন। পিতার পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী এবং আট হাজার উষ্ট্রারোহী বল্লমধারী সৈন্য ছিল। তীর ধনুক এবং বন্দুক দ্বারা যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং দুই দলেরই হস্তী সকল মাহুত কর্ত্তৃক পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। অনতিবিলম্বে ভাগ্যলক্ষ্মী পিতার প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন। একটি তীর হতভাগ্য হিমুর দেহে বিদ্ধ হইল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এই আকস্মিক বিপদে হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। এই প্রকারে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার হস্তীসমূহ, অগণিত ধনরাশি এবং অসামান্য জাঁকজমকশালী সাজ সজ্জা সমূহ পিতার করতলগত হইল। যে স্থানে হিমুর সিংহাসন পড়িয়াছিল, সা কুলি খাঁ মহরম সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া উহা এক-

হস্তী পৃষ্ঠে উঠাইয়া দিয়া পিতার নিকট আনিলেন। এই সিংহাসন নির্ম্মাণ করিতে ১৮ লক্ষ টাকার স্বর্ণ এবং মণিমুক্তা লাগিয়াছিল। হিমুর মস্তকে হীরক চুণী, পান্না, মরকত মুক্তাখচিত ৫ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের এক উষ্ণীষ ছিল। এই উষ্ণীষ সমেত হিমুর ক্ষত-বিক্ষত মস্তক পিতার পদতলে রক্ষিত হইল। রাজ্যারোহণ করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে এক যুদ্ধে জয়লাভ করা পিতা তাঁহার রাজত্বের শুভ চিহ্ন বলিয়া মনে করিলেন। আনন্দে উল্লসিত হইয়া পিতা সা কুলি খাঁকে জয়ঢাক ও পতাকা প্রদান করিয়া পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক পদে উন্নীত করিলেন। এই যুদ্ধে অসীম ঐশ্বর্য্য, ৩ হাজার হস্তী, ৫০ হাজার উষ্ট্র এবং অন্যান্য বহু দ্রব্য লাভ হইয়াছিল। যুদ্ধের পর পিতার মন্ত্রী বৈরাম খাঁ জয়চিহ্ন-স্বরূপ হিমুর মৃতদেহের উপর পুনরায় আঘাত করিতে পরামর্শ দেন। প্রত্যুত্তরে পিতা বলিয়াছিলেন যে—"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি এক দিবস আমার পিতার পাঠাগারে নানাপ্রকার চিত্র দর্শন করিতেছিলাম, তন্মধ্যে চিত্রকর আবদাসামাদ কর্ত্তৃক অঙ্কিত হিমুর একটি চিত্র অনুচরকর্ত্তৃক আমার হস্তে প্রদত্ত হয়, আমি তৎক্ষণাৎ উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। তখনই আমি মনে করিয়াছিলাম যে তাহার উপর জয়লাভ করিয়াছি। লোকটা তাহার কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার পাইয়াছে, তদুপরি আমি আর তাহাকে অপমানিত করিতে ইচ্ছা করি না।" যুদ্ধের পর হতাহতের সংখ্যা গণনা করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, হিমুর পক্ষে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ১৪ হাজার লোক হত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু লোক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিল এবং আহত হইয়া পরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। *

* আবুল ফজেলের মতে ইহার এক বৎসর পরে পাণিপথের নিকটে এক যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। আবুল ফজেল বলেন যে, হিমুর এক চক্ষু তীরদ্বারা বিদ্ধ হইয়া

আকবরের রণনৈপুণ্য

দ্বিতীয় ঘটনা। পিতার ফতেপুর অবস্থানকালে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে, গুজরাটের অধিবাসীবৃন্দ মির্জা ইব্রাহিম হোসেন এবং মির্জা সা মির্জার কর্তৃত্বে আহমেদাবাদ নগর অবরুদ্ধ করিয়াছে। এই সহর খান-ই-আজমের (আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা) অধীনে বহু সৈন্য কর্তৃক পরিরক্ষিত হইতেছিল। এই সংবাদ পাইয়া এ বিষয়ে কি করা যাইবে তাহা স্থির করিবার জন্য পিতা কয়েকটি বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এই পরামর্শ-সভাতে খান-ই-আজিমের মাতা এবং আমার পিতার ধাত্রী বিবি বেগম উপস্থিত ছিলেন। এই সভাতে স্থির হইল যে পিতা সৈন্য লইয়া এই বিদ্রোহীদের দমন করিতে গমন করিবেন। ফতেপুর হইতে গুজরাট দুই মাসের রাস্তা। সমুদয় আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া এবং সৈন্যদল সুসজ্জিত করিয়া পিতা দিবারাত্রি কখনো অশ্বপৃষ্ঠে, কখনো উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চৌদ্দ দিনে দুই মাসের রাস্তা অতিক্রম করিয়া ১৫৭২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শত্রুর সম্মুখীন হন। তাঁহারা

ছিল এবং জীবিতাবস্থায়ই তিনি আকবরের সমীপে নীত হন। হিমু কোনো প্রকার বাক্যব্যয় করিতে দৃঢভাবে অস্বীকার করেন, ইহাতে সকলেই তাহাকে হত্যা করিবার জন্য নবীন সম্রাটকে উত্তেজিত করে। কিন্তু আকবর এই নিরস্ত্র শত্রুকে হত্যা করিয়া তাঁহার তরবারী কলঙ্কিত করিতে অস্বীকার করাতে বৈরাম খাঁ তাঁহাকে হত্যা করেন। আবুল ফজেল লিখিয়াছেন যে, এই প্রকার বুদ্ধিমান এবং বীর্য্যশালী লোককে হত্যা করা কিছুতেই উচিত হয় নাই, বরং তাঁহাকে নিঃসন্দেহে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইত এবং রাজ্যের বহু কার্য্য সম্পাদিত হইত।

রাত্রিকালে এই স্থানে পৌছিয়াছিলেন। সেনাপতি রাত্রিকালেই শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিতে উৎসুক ছিলেন; কিন্তু পিতা বলিলেন যে, ভীরু এবং কাপুরুষেরাই রাত্রিকালে বিপক্ষকে আক্রমণ করে। পরদিন প্রাতঃকালে পিতা সমব-বাদ্য বাজাইবাব আদেশ প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ ৪৫ জোড়া জযঢাক এবং বিংশতিটি তুরস্ক দেশীয় শিঙ্গা বাজিয়া উঠিল। হঠাৎ এই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শত্রুদল হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। অশ্বাবোহণ কবিয়া পিতা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সাবারমতি নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। বিপক্ষ দলকে অপর পাবে দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাব সৈন্যদিগকে সন্তরণ করিয়া অপর পারে যাইতে আদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন যে, পরপাব এত জঙ্গলাকীর্ণ যে ইহা যুদ্ধের পক্ষে কিছুমাত্র উপযোগী নহে। সুতরাং নৌকা সংগ্রহ করিয়া পরপারে যাইবার আয়োজন কবিতে বহু বিলম্ব হইয়া পড়িলে, শত্রুগণ সাহস সঞ্চয় করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবে।

এই সমযে মহম্মদ হোসেন মির্জা নদী-তীরে আমাদের তুরস্ক দেশীয় সেনাপতি শোভান কুলিকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, এই বিপুল সৈন্যদলের এ স্থানে আসিবার কারণ কি এবং তাহাদের প্রধান সেনাপতিই বা কে। শোভান কুলি বলিলেন যে, ইহারা সম্রাটের সৈন্য এবং সম্রাট স্বয়ং এই স্থানে প্রধান সেনাপতিরূপে উপস্থিত আছেন। শত্রুগণ পূর্ব্বেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে এই সংবাদ শ্রবণ কবিয়া অধিকতর ভীত হইয়া বলিল,—"তোমাদের বাক্য সর্ব্বৈব মিথ্যা, কারণ চৌদ্দদিন পূর্ব্বে আমাদের গুপ্তচর ফতেপুর নগরে সম্রাটকে দেখিয়া আসিয়াছে, এই বিপুল সৈন্য-বাহিনী এবং সমুদয় হস্তী ও অশ্ব সুসজ্জিত করিয়া দুই মাসের পথ চৌদ্দদিনে অতিক্রম কবা অসম্ভব। তোমবা নিশ্চয়ই কোনো দস্যুদল হইবে।" পিতা অতঃপব সৈন্যদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন।

এই আদেশ প্রদানের পরও যুদ্ধারম্ভ করিতে কিয়ৎকাল বিলম্ব হইল। খাঁ কুলান পিতাকে লিখিলেন যে—"শত্রুপক্ষের সৈন্য-সংখ্যা অগণ্য, তদুপরি গুজরাটের চারিজন শক্তিশালী রাজাও তাহাদের সহিত সমুদয় সৈন্যসামন্ত লইয়া যোগদান করিয়াছে। শত্রুপক্ষে দুই লক্ষ বর্ম্মপরিহিত অশ্বারোহী সৈন্য এবং কুড়ি হাজার উষ্ট্রারোহী বন্দুকধারী সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত আছে, এতদ্ব্যতীত ত্রিশ হাজার উষ্ট্রের পৃষ্ঠদেশে গোলাগুলি মজুত আছে। আমাদিগের পক্ষে এত অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া এই বিশাল সৈন্যের সম্মুখীন হওয়া কোনো প্রকারেই যুক্তিসিদ্ধ নহে, অতএব খাঁ-খান, খাঁ-ই দোরাম, খাঁ-ই জেহানের সৈন্যদলের আগমন-প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য, নতুবা আমরা সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইব।" ইহার প্রত্যুত্তরে পিতা লিখিলেন যে—"আমি সর্ব্বদাই এবং এক্ষণেও ঈশ্বরের সাহায্য এবং কৃপার উপর নির্ভর করিয়া আছি। মনুষ্যের উপর যদি আমি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতাম তবে এই পরাক্রান্ত শত্রুর সম্মুখীন হইতে সাহসী হইতাম না। ঈশ্বরের উপর এই ঘটনার ফলাফল নির্ভর করিতেছে। তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হইবে। শত্রুগণ আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতেছে, এ সময়ে কোনো প্রকার চাঞ্চল্য বা ভীরুতা দেখাইলে তাহাদের সাহস বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং এখনই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হউন।" এই সময়ে পিতার নিকট পাঁচ হাজার সৈন্য ছিল। আমীরগণের নিষেধ এবং অধিকাংশ সৈন্য ও সেনাপতিগণের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও পিতা তখনই যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া মক্কার দিকে মুখ ফিরাইয়া ঈশ্বরের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে পুনরায় অশ্বারোহণ করিয়া অনুচরবর্গের সহিত নির্ভয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন এবং ঈশ্বরের কৃপায় নিরাপদে অপর পারে উপনীত হইলেন। এই স্থানে আসিয়া তিনি তাঁহার অনুচর

রাজা দেবচাঁদের নিকট হইতে তাঁহার পিতার অঙ্গরাখা চাহিলেন। রাজা কহিলেন,—“উহা নদীর স্রোতে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।” পিতা বলিলেন যে,—“ইহা একটি শুভচিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে; ইহা দ্বারা বুঝিতেছি যে আমরা বিনা বাধায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিব।” এই সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট সৈন্য সকল ক্রমে আসিতে লাগিল। ক্রমে পিতার নিকট দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য এবং এক সহস্র হস্তী ও দুই সহস্র বন্দুকধারী সৈন্য একত্র হইল। পিতার অন্নে ও দয়ায় প্রতিপালিত বিদ্রোহী মির্জাগণ তখনো যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয় নাই।

আহ্‌মেদাবাদের রক্ষক আজিম এতাবৎকাল উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে, তাঁহার প্রভু সহরে উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি, আসফ খাঁ এবং অন্যান্য আমীরগণ দ্রুতগতিতে পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া পিতার পদতলে পতিত হইলেন। এমন সময়ে হঠাৎ জঙ্গলের মধ্য হইতে শত্রুপক্ষের একদল সৈন্য নির্গত হইয়া পিতার সৈন্য আক্রমণ করিল। মহম্মদ কুলি খাঁ এবং তার্খান দিওয়ানা তাহাদের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহারা পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পিতা ইহাতে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি অম্বরের রাজা ভগবান দাসকে বলিলেন,—“শত্রুপক্ষ পরাক্রান্ত, সুতরাং আমাদিগের তরবারি গ্রহণ করা ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। এক্ষণে আমরা পলায়ন করিলে, আমাদের মধ্যে কেহই জীবিত থাকিবে না। সুতরাং বিধাতার উপর একান্তভাবে নির্ভর করিয়া দৃঢ়চিত্তে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিতে হইবে।” এই সময়ে মহম্মদ হোসেন মির্জ্জা সৈন্যদলের পুরোভাগে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সা কুলি খাঁ মহরম এবং তুর্ক হোসেন খাঁ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন যে, শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। পিতা ইহাতে আনন্দের সহিত

সম্মতি প্রদান করিলেন। অতঃপর পিতার সৈন্যদল অগ্রসর হইতে লাগিল ; কিয়ৎকাল পরে তাহাবা শত্রুপক্ষের সৈন্যদলের অতি নিকটবর্ত্তী হইল। পিতা এই সময়ে কোপারা নামক এক তেজস্বী অশ্বে আরূঢ় ছিলেন। সর্ব্বাঙ্গ বর্ম্মাবৃত করিযা, হস্তে দীর্ঘ বর্শা এবং কটিদেশে তীর ধনুক লইয়া পিতা সৈন্যদলের অধিনায়করূপে অগ্রসর হইলেন। অমনি গভীর নির্ঘোষে সমর-বাদ্য বাজিয়া উঠিল, সৈন্যগণ আল্লা হো আক্‌বর রবে দিগন্তর কাঁপাইয়া তববারি হস্তে শত্রুপক্ষেব উপর পতিত হইল। পিতা স্বয়ং এই যুদ্ধ পবিচালনা কবিতেছেন, ইহাতেই ভীত হইয়া শত্রুপক্ষেব বাম পার্শ্বের সৈন্যদল পলায়ন করিল। কিন্তু এদিকে আমাদের সৈন্যদলের বামপার্শ্ব মহম্মদ হোসেন মির্জা কর্ত্তৃক পরাজিত হইল এবং এই সেনাপতি সেই দিকে ক্রমাগত জয়লাভ কবিতে লাগিলেন। আমাদেব পক্ষেব একদল সৈন্য কিয়ৎকাল তাঁহাকে বাধা প্রদান করিয়াছিল। এ সময় চতুর্দ্দিক হইতে তীব্রবেগে অনবরত হাউই নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। এমতাবস্থায় বিদ্রোহীদেব মধ্যে এক সর্দ্দার অসাবধানতা বশতঃ একটি হাউই এরূপ ভাবে ছুঁড়িল যে, তাহা তাহাদেরই দলস্থ একটি হস্তীর পৃষ্ঠদেশে পতিত হইল। এই হস্তীর পৃষ্ঠে ৫ শত বস্তা বারুদ, ও গোলা গুলি ছিল। ইহার উপর হাউই পড়িবামাত্র তৎক্ষণাৎ সমুদয় গোলা গুলি ভীষণ শব্দে ভস্মীভূত হইল এবং চতুর্দ্দিকে ভীষণ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। অন্যান্য হস্তী এবং উষ্ট্রেব পৃষ্ঠে এক হাজার বস্তা বারুদ ছিল, অগ্নি লাগিয়া তাহা পুড়িয়া গেল। হস্তী সকল ভীত হইয়া তাহাদেবই সৈন্যদলের উপর আসিয়া পড়িল। ইহাতে প্রায় ৫০ হাজাব অশ্ব ধ্বংস প্রাপ্ত এবং ভীষণরূপে ক্ষত বিক্ষত হইল। এই অভাবনীয় ঘটনায় বিদ্রোহী সৈন্যদল সন্ত্রস্ত হইয়া নিতান্ত বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করিতে লাগিল। পিতা এই সৈন্যদলেব দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু সম্মুখে এই

কালান্তক ব্যাপার দর্শন কবিয়া তাঁহাব অশ্বেব গতি রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং কয়েকটি অনুচব পরিবৃত হইয়া শক্রর নিদারুণ ধ্বংসপ্রাপ্তি এবং পলায়ন পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় মহম্মদ হোসেন মির্জা একদল সৈন্য লইয়া হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ কবিলেন। কিন্তু তাঁহাব অনুচববৃন্দ তাঁহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধাব করিয়াছিল। মানসিংহ দববাবী সাতিশয কৃতকার্য্যতার সহিত প্রভুব প্রাণরক্ষার্থ যুদ্ধ কবিয়াছিলেন। কিন্তু বাজা বগুদাস প্রভুব প্রাণবক্ষা করিতে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বিশ্বস্ত ওযাফাদাব বাহুতে এবং হস্তে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইযাও যুদ্ধ কবিযাছিলেন। অবশেষে শক্রগণ তাঁহাব অশ্ব মাবিয়া ফেলিলে তিনি ভূমিতে দাঁডাইয়া পিতাব প্রাণরক্ষাব জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ শক্রগণেব মধ্যে কেহই পিতাকে চিনিত না, এই জন্য তাহাবা তাঁহাব প্রতি বিশেষ লক্ষ্য বাখে নাই। কিন্তু এই সঙ্কটেব সময় দেখা গেল যে, তিন জন অশ্বাবোহী সৈন্য অস্ত্রহস্তে পিতাব দিকে অগ্রসব হইতেছে। দুইজন পিতাব নিকটবর্ত্তী হইযা তাঁহাকে আক্রমণ না কবিয়াই হঠাৎ অন্য দিকে চলিযা গেল। তৃতীয় ব্যক্তি পিতাব অতি নিকটে আসিয়া দণ্ডাযমান হইল। পিতা একটি বর্শা উত্তোলন করিয়া তাহাব দেহে বিদ্ধ করিতে যাইবেন এমন সময়ে সে ব্যক্তি তাঁহার করুণা প্রার্থনা কবিযা প্রাণ ভিক্ষা চাহিল এবং বলিল যে, গোলা গুলি নিঃশেষ প্রাপ্ত হওয়াতে শক্রগণ নিতান্ত ভীত হইয়া পডিয়াছে, আব সংগ্রাম কবিবাব সাহস ও শক্তি তাহাদের নাই। তিনি এক্ষণে তাহাদেব সম্পূর্ণরূপে পবাজিত করিতে পাবেন। এই সংবাদ প্রদান কবিয়াই এ ব্যক্তি তথা হইতে প্রস্থান কবিল। পবে জানা গেল যে এই তিন ব্যক্তি পিতাকে হত্যা করিবার জন্য শক্র কর্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিল। প্রথম দুই ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার মহিমান্বিত

তেজোদ্দীপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। তৃতীয় ব্যক্তি সাহসের সহিত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল কিন্তু পিতাকে বর্শা ধরিতে দেখিয়া এবং মৃত্যু নিশ্চিত বুঝিয়া জীবনের জন্য করুণা ভিক্ষা চাহিয়াছিল।* তৃতীয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত সংবাদ প্রাপ্ত হইবার পরও পিতা যুদ্ধ করিতে-ছিলেন। কিয়ৎ কাল পরে সৈন্যগণ আসিয়া সংবাদ দিল যে—বিদ্রোহিগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতেছে। পিতা তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। সৈন্যগণ শত্রুপক্ষের দুই হাজার হস্তী, দুই হাজার সুসজ্জিত অশ্ব এবং বন্দুকসহ পঞ্চাশ হাজার গর্দ্দভ হস্তগত করিয়াছিল। সর্ব্বাগ্রে সুজায়েত খাঁ পিতার নিকট আসিয়া এই জয়ের জন্য আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, একমাত্র ঈশ্বরের কৃপাতেই এই জয়লাভ হইয়াছে নতুবা এত অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া এই বিশাল শত্রুদলকে পরাজিত করা অসম্ভব হইত। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া ও তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া পিতা ধীরে ধীরে আহমেদাবাদ নগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে সংবাদ পাইয়াছিলেন যে এই সময়ে সেফ খাঁ কোকার মৃত্যু হইয়াছে। পিতা ইহাতে প্রথমতঃ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার মৃত্যু-বিবরণ শ্রবণ করেন। ইনি জেন্ খাঁর সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। এই যুদ্ধের কয়েক দিন পূর্ব্বে পিতা কয়েকটি আমীরকে ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই নিমন্ত্রণ-সভায় কয়েকজন ভবিষ্যদ্বক্তা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই

---

* আবুল ফজেল বলেন যে, এই তিন ব্যক্তিই পর পর আকবরকে আক্রমণ করিয়াছিল। একজন তাঁহার উরুতে তরবারি দ্বারা আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু অসাধারণ সাহস, ক্ষিপ্রতা এবং অশ্বপরিচালনা-নৈপুণ্যবলে তিনি রক্ষা পাইয়া-ছিলেন।

একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, এই যুদ্ধে আকবরই জয়লাভ করিবেন, কিন্তু তাঁহার এক প্রধান কর্ম্মচারী নিহত হইবেন। সেই রাত্রেই সেফ খাঁ পিতাব নিকট আসিয়া এই যুদ্ধে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং তাঁহাকে বলেন যে, প্রভুব জন্য মরিবাব ভাগ্য যেন তাঁহারই হয়। কার্য্যতও তাহাই হইল। যুদ্ধকালে তিনি মুখে দুইটি ভীষণ আঘাত পাইয়াছিলেন। রক্তাক্ত দেহ লইয়াই তিনি পিতার নিকট আসিয়াছিলেন, কিন্তু মহম্মদ হোসেন মির্জা ও তাহার সৈন্যদল কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়াতে তিনি তরবারি হস্তে প্রাণত্যাগ করেন।

পবাজিত হইয়া মহম্মদ হোসেন মির্জা বাবলা বৃক্ষপূর্ণ জঙ্গলের ভিতর দিয়া যখন পলায়ন করিতেছিলেন, তখন বাবলাব একটি কাঁটা তাহার অশ্বের পদমূলে বিদ্ধ হওয়ায অশ্ব ভূপতিত হয। মহম্মদ তখন পদব্রজেই পলায়ন করিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় আমাদের কর্ম্মচারী গড্ডা আলিবেগ কর্ত্তৃক মহম্মদ ধৃত হন। তাঁহার হস্তপদ পশ্চাদ্দিকে বন্ধন কবিযা এবং তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠে আবোহণ কবাইয়া আলিবেগ তাঁহাকে পিতার সম্মুখে আনয়ন করে। আলিবেগ ব্যতীত আরো দুই ব্যক্তি বলে যে, তাহারাই মহম্মদকে বন্দী করিয়াছে। এ বিষয়ে মতভেদ হওয়াতে পিতা মহম্মদকেই ইহার মীমাংসা করিতে বলেন। প্রত্যুত্তরে মহম্মদ বলেন যে, তিনি যে সম্রাটের লবণ খাইয়াছেন, সেই লবণই তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছে অর্থাৎ তাঁহার কৃতঘ্নতার শাস্তিস্বরূপ তিনি ধৃত হইয়াছেন। তাঁহার এই দুরবস্থা দেখিয়া পিতা তাঁহার পশ্চাদ্দিকের বন্ধন খুলিয়া হস্তদ্বয় সম্মুখে বাঁধিতে আদেশ দিয়াছিলেন। মানসিংহ দরবারীর অধীনে তাঁহাকে রাখা হইয়াছিল। কিন্তু মহম্মদ তাঁহার নিকট পানীয় জল চাহিলে, তিনি তাঁহার মস্তকে আঘাত করিয়াছিলেন। পিতা ইহাতে নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া মানসিংহের অধীনতা হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিবার আদেশ দেন। ইহাতে

মির্জা কৃতজ্ঞতায় অনুপ্রাণিত হইয়া আকবরকে বলিলেন যে, যদিও গুজরাটের একজন সামন্ত বন্দী হইয়াছে তথাপি আরো তিন জন সেনাপতি জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা এখনো তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে। সহরের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবার সময় পিতা বিকানীরের রাজা রায় সিংহের অধীনে মহম্মদ মির্জাকে রাখিয়াছিলেন এবং হস্তদ্বয় বন্ধন করিয়া একটি হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া তাঁহাকে সহরে লইয়া যাইতে আদেশ দিয়াছিলেন। যখন তাঁহারা এইরূপে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ এক দল বিপুল সৈন্য আবির্ভূত হয়। পিতা তৎক্ষণাৎ সমর-বাদ্য বাজাইতে আদেশ দিলেন এবং সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। অম্বরের যুবরাজ রাজা মানসিংহ, সুজায়েত খাঁ এবং অম্বরের রাজা ভগবান দাস কয়েক জন সৈন্য লইয়া তাহাদের আক্রমণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে তীর, বন্দুক, গোলা গুলি, হাউই নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। এই সময় রাজা ভগবান দাস পিতাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, মহম্মদ হোসেন মির্জাকে যেন কোনো মতেই পলায়ন করিবার সুবিধা না দেওয়া হয়। বিপদ ঘনীভূত হইতেছে দেখিয়া ইহাকে জীবিত রাখা আর সঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া তিনি পিতার নিকট মহম্মদের হত্যার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পিতা এত দয়াপ্রবণ ছিলেন যে, ইহার কৃতঘ্নতা এবং বিপক্ষতাচরণ সত্ত্বেও হত্যার অনুমোদন করিলেন না। কিন্তু অবশেষে রাজা ভগবান দাসের আদেশে রায় সিংহ মহম্মদকে হঠাৎ হস্তী-পৃষ্ঠ হইতে ভূতলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন এবং সের মহম্মদ তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন। পরিশেষে জানা গিয়াছিল, যে সৈন্যদল হঠাৎ জঙ্গলের মধ্য হইতে নির্গত হইয়াছিল তাহা গুজরাটের ক্ষমতাশালী সামন্ত একতিয়ার উল মৌলিক কর্ত্তৃক পরিচালিত এবং তাহারা সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিতে আসিতেছিল কিন্তু এই বিষয় কেহই অবগত না থাকাতে

পিতার সৈন্যদল তাহাদের আক্রমণ করে। রক্ষার আর কোনো উপায় নাই দেখিয়া একৃতিয়ার পিতার নিকট এই মর্ম্মে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে আসেন নাই পরন্তু তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতেই আসিয়াছেন। কিন্তু সৈন্যদল ভীষণ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাতে এই সংবাদ কিছুতেই সম্রাটের গোচরীভূত হইতে পারে নাই দেখিয়া তিনি পর্ব্বতে পলায়ন করিয়া আশ্রয় লাভ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তুর্ক সোরাব বেগ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া তৎকর্ত্তৃক নিহত হন। * তাঁহার সৈন্যদল প্রভুর মৃত্যুতে হতবুদ্ধি হইয়া বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করিয়াছিল এবং অবশিষ্ট দশ হাজার সৈন্য নিহত হইয়াছিল। প্রথম দিনেই দুইবার জয়লাভ করিয়া পিতা নিরাপদে আহমেদাবাদ নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি তথায় সাত দিন অতিবাহিত করেন। তৎপরে গুজরাট প্রদেশ বৈরাম খাঁর পুত্র খাঁ খানের শাসনাধীনে রাখিয়া তিনি দিল্লী নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই যুদ্ধে বিজয়ী হইবার পর পিতা বঙ্গদেশ এবং চিতোর ও রিন্তম-পুরের দুর্গম দুর্গ জয়ে মনোনিবেশ করেন। চিতোর এবং রিন্তমপুরের দুর্গ জয় করিতে তিনি স্বয়ং তথায় গমন করেন। চিতোর দুর্গ অবরোধ করিয়া পিতা চিতোরের সেনাপতি জয়মলকে নিহত করেন। যে বন্দুক দ্বারা তিনি জয়মলকে নিহত করেন তাহা অদ্যাপি আমার নিকট আছে। এই বন্দুকের নাম পিতা "ডুষ্টান্নদাজ্" অর্থাৎ লক্ষ্যভেদে স্থির দিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা তিনি কুড়ি হাজার পশু পক্ষী নিহত করেন।

---

* আবুল ফজেল লিখিয়া গিয়াছেন যে, আহমেদাবাদে সম্রাটের সৈন্যদিগকে দমনে রাখিবার জন্য একৃতিয়ার উল মৌলক তথায় ছিলেন। কিন্তু মহম্মদ মির্জা ধৃত হইবার পর একৃতিয়ার যখন পলায়ন করিতেছিলেন, তখন উপরোল্লিখিতরূপে নিহত হন।

শিকারপ্রিয়তা

আমিও বন্দুক ছুঁড়িতে একপ্রকার সিদ্ধহস্ত। আমি শিকার করিতে অতিশয় ভালবাসি এবং এই বন্দুক দ্বারা একদিনেই কুড়িটি হরিণ মারিয়াছি, কিন্তু পরে আমি প্রতিজ্ঞা করি যে ৫০ বৎসর পূর্ণ হইলে আর শিকার করিব না। নিম্ন লিখিত ঘটনা সংঘটিত হইবার পর আমি এই প্রতিজ্ঞা করি।

এক দিবস অনুচরবর্গের সহিত হরিণ শিকার করিতে গিয়া একদল হরিণের মধ্যে বিচিত্র বর্ণের অতিশয় সুন্দর একটি হরিণ দেখিয়াছিলাম। অনুচরদিগকে আমার সঙ্গ লইতে নিষেধ করিয়া আমি একাকীই উহার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিলাম। উহার পশ্চাতে দৌড়িতে দৌড়িতে আমি ক্রমাগত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িতেছিলাম কিন্তু কোনো গুলিই তাহার দেহে বিদ্ধ হয় নাই। আমি যখন এক একবার তাহার অতি নিকটে যাইতেছিলাম তখন সে যেন আমাকে তাচ্ছিল্য করিয়া লম্ফপ্রদান করিয়া দূরে চলিয়া যাইতেছিল। অবশেষে একটি গুলি নিক্ষেপ করিয়া যেমন আমি তাহার অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছি অমনি সে হঠাৎ এক লম্ফপ্রদান করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার এই হঠাৎ লম্ফপ্রদানেই অথবা কি কারণে বলিতে পারি না আমিও তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। এই অজ্ঞানাবস্থায় আমি দুই ঘণ্টা তথায় পড়িয়াছিলাম। তৎপরে আমার পুত্র খুরম বহুক্ষণ আমাকে না দেখিয়া সাতিশয় চিন্তাকুল হইয়া আমাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল। খুরম আমার কপালে গোলাপজল নিক্ষেপ করাতে আমার জ্ঞান হইল। ইহার পরে প্রায় এক মাস আমার চিত্তের দুর্ব্বলতা এবং কেমন এক প্রকার ভয়ের ভাব

ছিল। সেইদিন হইতে আমি প্রতিজ্ঞা কবিলাম যে ৫০ বৎসরেব পরে আব মৃগয়ায় গমন কবিব না। আমাব পিতাব বিবরণ সম্পূর্ণ কবিবাব পূর্ব্বে একটি বিষয় না লিখিয়া পারিতেছি না, তিনি এতদূর মিতাচারী ছিলেন যে, বৎসরেব মধ্যে তিন মাস মাংস স্পর্শও কবিতেন না। তাঁহাব জন্ম মাসে রাজ্যের মধ্যে কোনো প্রকাব জীব হত্যা কবিতে তিনি নিষেধ



সম্রাট জাহাঙ্গীর।

করিয়াছিলেন। তিনি রমজানেব মাসে উপবাস করিতেন না, কিন্তু উপবাসেব শেষ দিনে মস্জিদে গমন করিয়া রীতিমত প্রার্থনা ও অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠানসমূহ সম্পন্ন করিতেন। উপবাস না কবার জন্য অপরাধ দূরী-করণার্থ তিনি তিনশত দাসদিগকে মুক্তি প্রদান কবিতেন এবং দরিদ্র-দিগের মধ্যে ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করিতেন।

বাল্যসঙ্গীর পদোন্নতি সাধন

আমি প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পূর্ব্বে যে সকল লোক আমার সঙ্গী ছিলেন তন্মধ্যে জুম্মল উদ্দিন আঞ্জু আমার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। আমি এক্ষণে তাঁহাকে এজাদ্দৌলা উপাধি প্রদান করিয়া বারো হাজার সৈন্যের অধিনায়ক-পদে উন্নীত করিলাম, তিনি এ যাবৎ এক হাজারের পদেই ছিলেন। ইহার পূর্ব্বে আমার পিতার রাজসভার কোনো আমীরই এত উচ্চ পদ লাভ করিতে পারেন নাই। এই উপাধি প্রদান করিয়া আমি তাঁহাকে জয়ঢাক অঙ্কিত রাজপতাকা, একখানি হীরকখচিত তরবারি এবং মণিমুক্তাখচিত ও বহুমূল্য সাজে সজ্জিত একটি অশ্ব উপহার দিলাম। এই প্রকারে পিতার সভায় তাঁহার যে সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল তাহা অপেক্ষা দশগুণ অধিক সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দিলাম। অধিকন্তু তাঁহাকে পরিপূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিয়া বাঙ্গালের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলাম। তাঁহার এগারোটি পুত্রকেও অবস্থানুসারে এক হইতে দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক-পদ প্রদান করিলাম। সুতরাং এতেমাদ্-উদ্-দৌলার পরিবার ব্যতীত আমার রাজসভায় ইহার ন্যায় সম্মানিত আর কেহ রহিলেন না।

——

মুদ্রা-সংস্কার

এই সময়ে রাজ্যের মুদ্রা সংশোধন করিতে মনোনিবেশ করিলাম। প্রচলিত স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রা ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়াতে আমি নূতন মুদ্রা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলাম। মিরাণ সদর জাহানকে দরিদ্রদিগের প্রতি-পালনার্থ ধনভাণ্ডারের পরিদর্শক নিযুক্ত করিলাম এবং বিধবাদিগের ধন-ভাণ্ডারের ভার হার্দজি কোকার উপর অর্পণ করিলাম। জাহিদ খাঁকে পনেরো শত হইতে দুই হাজার সৈন্যের অধিনায়ক-পদে উন্নীত করিলাম। আমি আরো একটি সংস্কার সাধন করিলাম। কোনো ব্যক্তিকে অশ্ব এবং হস্তী উপহার প্রদান করিয়া সম্মানিত করিতে হইলে তাহা সর্ব্বদাই সম্রাটের অশ্ব-শালা এবং হস্তী শালা হইতেই প্রদত্ত হইত। পিতার রাজত্বের সময়ে বাৎসরিক ৫ লক্ষ টাকা বেতনে এই কার্য্যের জন্য এক পরিদর্শক নিযুক্ত ছিল। আমি এই পদ অনর্থক ব্যয়সঙ্কুল মনে করিয়া তাহা একেবারে উঠাইয়া দিলাম।

দানিয়েলের ঐশ্বর্য্য

এই সময়ে সালাবান দাক্ষিণাত্য হইতে আমার মধ্যম ভ্রাতা সুলতান দানিয়েলের সমুদয় রত্নালঙ্কার ও অন্যান্য জিনিষ লইয়া আসিল। এই সকল জিনিষের মধ্যে পনেরো শত হস্তী ছিল; একটির মূল্য চারি লক্ষ টাকা। ইহাও সস্তা বলিতে হইবে। এই হস্তী ব্যতীত হীরক এবং বদক্শানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট জাতীয় আট হাজার উষ্ট্র ছিল। ইহারাও অতিশয় মূল্যবান ছিল। এই সকল পশু ব্যতীত চীন দেশের স্বর্ণখচিত বস্ত্র গুজরাটের সূক্ষ্ম ও মূল্যবান বস্ত্র, চারি কোটী পঞ্চাশ লক্ষ টাকার রত্নালঙ্কার এবং ছয় কি আট লক্ষ নগদ মুদ্রা আমার নিকট আনীত হইল। ইহা ব্যতীত আমার ভ্রাতার অন্দরের তিনশত মহিলার রক্ষার ভার আমার উপর পতিত হইল। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলাম যে, তাঁহারা যদি পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছুক থাকেন তবে আমি আমার সভাসদদিগের মধ্যে উপযুক্ত দেখিয়া তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিতে পারি। প্রত্যেক মহিলার নানা প্রকার রত্নালঙ্কার, স্বর্ণখচিত বস্ত্রাদি, স্বর্ণ এবং রৌপ্যের তৈজস পত্র, সুদৃশ্য হাওদাবিশিষ্ট হস্তী ও অশ্ব এবং সুন্দরী ক্রীতদাসী সমুহ ছিল এতদ্ব্যতীত তাঁহারা বিবাহের সময় প্রত্যেকে তিন লক্ষ টাকা যৌতুক পাইয়াছিলেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে আমার আমীরদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারেন এইরূপ অনুমতি প্রদান করিলাম। এই প্রকারে আমি এতগুলি মহিলার একটি সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। আমার ভ্রাতার সমুদয় হস্তীর মধ্যে একটি অশেষ গুণসম্পন্ন হস্তী আছে। আমি ইহার নাম ইন্দ্রগজ (ইন্দ্রের হস্তী) রাখিয়াছিলাম। এত বৃহৎ

হস্তী আমি কখনো দেখি নাই। ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে হইলে চৌদ্দ ধাপবিশিষ্ট একটি মইয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহার স্বভাব এত মৃদু ও শান্ত যে অতিশয় উত্তেজিত হইলেও ইহার সম্মুখে কোনো শিশু পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ শুণ্ডদ্বারা সরাইয়া সযত্নে তাহাকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দেয়। ইহা এত বেগে চলিতে পারে যে, অতি দ্রুতগামী অশ্বকেও পশ্চাদপদ করিয়া দেয়। এই হস্তী এত সাহসী যে একশত মত্ত হস্তীর সহিত অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। ইহার অন্যান্য অনেক সদ্‌গুণ আছে। একদল বাদককে সর্ব্বদা ইহার অনুগমন করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছি এবং চল্লিশজন বর্শাধারী ইহার অগ্রে গমন করিয়া থাকে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে এই হস্তী ১৪ সের জল পান করে এবং প্রতি প্রাতে ও সন্ধ্যায় ইহার জন্য ৫৬ সের চাল, ২৮ সের ভেড়া কিংবা গোরুর মাংস, ১৮ সের তৈল অথবা ঘি দ্বারা রন্ধন করা হয়। আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি বারো হাজার হস্তী পাইয়াছিলাম। প্রত্যেকের জন্যই এই পরিমাণ খাদ্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমার প্রাতঃকালের ভ্রমণের জন্য উপরোক্ত হস্তী নির্দ্দিষ্ট আছে। ভ্রমণের সময় ইহার পৃষ্ঠে নিরেট স্বর্ণের এক হাওদা স্থাপিত হয় এবং স্বর্ণনির্ম্মিত শৃঙ্খল ও অন্যান্য অলঙ্কারাদি দ্বারা ইহার গলদেশ, পদদ্বয় এবং বক্ষ সুশোভিত করা হয়। প্রতিদিন চন্দন-চূর্ণ দ্বারা ইহার দেহ মার্জ্জিত এবং চিত্রিত করা হয়। ইতঃপূর্ব্বে কয়েক জন লোক আমার নিকট অভিযোগ করিয়াছিল যে, সাহজাদা দানিয়েল উপযুক্ত মূল্য প্রদান না করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট হইতে হস্তী কাড়িয়া লইয়াছেন এবং অন্যান্য লোকের নিকট হইতে মূল্য প্রদান না করিয়াই বহু মূল্যবান দ্রব্য লইয়াছেন। আমি চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়া দিলাম যে, দানিয়েলের নিকট যাহারা যত টাকা পাইবে তাহারা আমার নিকট আসিলেই তাহাদের সমুদয় প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া দিব।

আমার নিকট একটি বন্দুক ছিল, ইহার জন্য মির্জা রস্তম ইহার পূর্ব্ব স্বামীকে বারো হাজার টাকা এবং দশটি অশ্ব দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতেও অস্বীকার করেন। এত অধিক মূল্য প্রদান করিতে চাহিলেও তিনি বন্দুক দিতে অস্বীকার করাতে আমি ইহার বিশেষত্ব জানিতে চাহিয়াছিলাম। প্রত্যুত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, ইহা হইতে ক্রমাগত একশত বার গুলি নিক্ষেপ করিলেও এই বন্দুক উত্তপ্ত হইয়া উঠে না। ইহাতে পুরাতন প্রণালীতে পলিতা দ্বারা আগুন দিতে হয় না, নিজেই প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। ইহা হইতে যে গুলি নিক্ষেপ করা যায় তাহা লক্ষ্যভেদ করিতে কখনো ভুল করে না। এই সকল গুণের বিষয় অবগত হইয়াও আমি তাহাকে বন্দুকটি প্রত্যর্পণ করিলাম।

১৬১১ খৃষ্টাব্দে ১০ই ডিসেম্বর শনিবার* আমি আমার পুত্র খুরমকে † আট লক্ষ টাকা মূল্যের একটি মুক্তার নেক্‌লেস এবং হীরকখচিত উষ্ণীষ উপহার প্রদান করি। ক্রমে খুরম বহু মূল্যবান নানা প্রকার অসাধারণ অলঙ্কারের অধিকারী হইয়াছিল। আমি একান্তমনে আশা করি যে, প্রতিভায়, ধর্ম্মে এবং পুণ্যে সে আমার সমুদয় সন্তানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করুক।

এই দিনই কাবুলের কাজি আবদুল্লার এক আবেদন-পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন যে, বাণিজ্য-ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে জেখত কর আদায় রহিত হওয়াতে রাজস্বের সমূহ ক্ষতি হইতেছে এবং এই কর পুনঃ প্রচলনের জন্য আমার নিকট তিনি অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। এই আবেদন-পত্র পাইয়াই আমি বুঝিলাম যে, রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নহে কিন্তু নিজের স্বার্থ-হানি হইতেছে বলিয়াই তিনি এরূপ অনুমতি প্রার্থনা

* জাহাঙ্গীরের রাজত্বের সপ্তম বর্ষের দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিন।

† সম্রাট সাজাহান।

করিয়াছেন। আমি তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রচার করিলাম যে, আমার সাম্রাজ্যের মধ্যে কাহারো নিকট হইতে কেহ এই কর আদায় করিতে পারিবে না। সৈন্যদিগকে আদেশ করিলাম যে, তাহারাও যেন এই হুকুম অমান্য না করে। ভারতবর্ষে আসিবার প্রবেশ-পথে যাহারা পাহারা দেয়, তাহারা যাহাতে কর আদায় করিবার ছলে নিরীহ পথিকদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক টাকা আদায় না করে, সে বিষয়ে কঠিন আদেশ জারি করিলাম। যাহারা পথিকদিগের প্রতি অত্যাচার করিবে, তাহাদের শিরচ্ছেদন হইবে, এই আদেশ দিলাম। বোখারা-নিবাসী সয়েদ আবদুল ওয়াহেবের পুত্র সয়েদ কমলকে পিতা কয়েক বৎসরের জন্য দিল্লীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি দেখিলাম যে, এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি ন্যায়বান এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ শাসনকর্ত্তার অনুপযুক্ত কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছেন। এই অপরাধের জন্য আমি তাঁহার সমুচিত শাস্তি বিধান করিতে অভিলাষী হইলাম। কিন্তু পিতার সহিত তাঁহার বন্ধুত্বের বিষয় স্মরণ করিয়া অন্য কোনো শাস্তি না দিয়া তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে অপসৃত করিলাম। সমগ্র হিন্দুস্থান ও কাবুল প্রদেশ এবং তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহেও জেখাত কর রহিত করিয়া দিয়াছিলাম। এক্ষণে খোরাসান এবং মেওয়ারান্নেহারেও এই কর রহিত করিলাম। পিতার রাজত্বের সময় কাবুলের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে ৯ কোটী টাকা রাজস্ব প্রাপ্ত হওয়া যাইত।

আসফ খাঁর জাইগীর বাজ বাহাদুরকে প্রদান করিলাম। কিন্তু আসফ খাঁ বলিলেন এই জাইগীর হইতে অদ্যাপি দুই লক্ষ টাকা খাজনা পাওনা রহিয়াছে। সুতরাং খাজনা আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা তাঁহার অধীনেই রাখিলাম এবং রাজকোষ হইতে তাঁহাকে এক লক্ষ

টাকা প্রদান করিতে আদেশ দিয়া বাকি খাজনা আদায়ের ভার রাজ বাহাদুরের প্রতি অর্পণ করিলাম। উদয়পুরের রাণার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রার সময় আফগান সেরিফ খাঁ আমার পুত্র পারভিজের অনুগমন করিয়াছিলেন। আমি ইঁহাকে ত্রিশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করিলাম। পিতার পিতৃব্য হিন্দল মির্জার কন্যার সহিত সা কুলি খাঁ মহম্মদের বিবাহ দিলাম। পিতা এই কন্যাকে আমার পুত্র খুরমের ধাত্রী রূপে মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন।

খসরুর বিদ্রোহাচরণ

১৬০৬ খৃষ্টাব্দের ৩১এ মার্চ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় কুসঙ্গী দ্বারা প্ররোচিত হইয়া আমার পুত্র খসরু পিতার স্নেহময় ভবন এবং বিশ্বস্ত আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া পঞ্জাব অভিমুখে পলায়ন করে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরই খসরুর গৃহের একজন ভৃত্য উজির-উল-মৌলককে সংবাদ প্রদান করিল যে, সাহজাদা বহুক্ষণ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, এখন পর্য্যন্ত প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। উজির-উল মৌলক তৎক্ষণাৎ ঐ ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া আমীর-ওল-ওমরাহকে এই সংবাদ প্রদান করিলেন। আমীর-ওল-ওমরাহ তখন কার্য্য সমাপন করিয়া আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পুনরায় প্রাসাদে আগমন করিয়া খসরুর গৃহের দাসদিগকে জাগরিত করিয়া অবগত হইলেন যে, যুবরাজ সত্যই পলায়ন করিয়াছেন। এই প্রকার সংবাদ লইতে ও অনুসন্ধান করিতে আরো দেড় ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তৎপর আমীর-ওল-ওমরাহ আমাকে এই সংবাদ প্রদান করিতে আসিলেন। আমি তখন অন্দরে শয়ন করিয়াছিলাম। মন্ত্রী খোজা এখলাসকে বলিলেন যে, অতি গুরুতর প্রয়োজনে তিনি সম্রাটের নিকট আসিয়াছেন, এখনি তাঁহাকে জাগরিত করিতে হইবে। খোজার নিকট হইতে এই সংবাদ পাইয়া আমি মনে করিলাম যে, সম্ভবতঃ বিদ্রোহপূর্ণ গুজরাটে পুনরায় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, অথবা দক্ষিণ ভারতবর্ষে কেহ বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়াছে। এই প্রকার চিন্তা করিয়া আমি মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি সাহজাদার পলায়নের

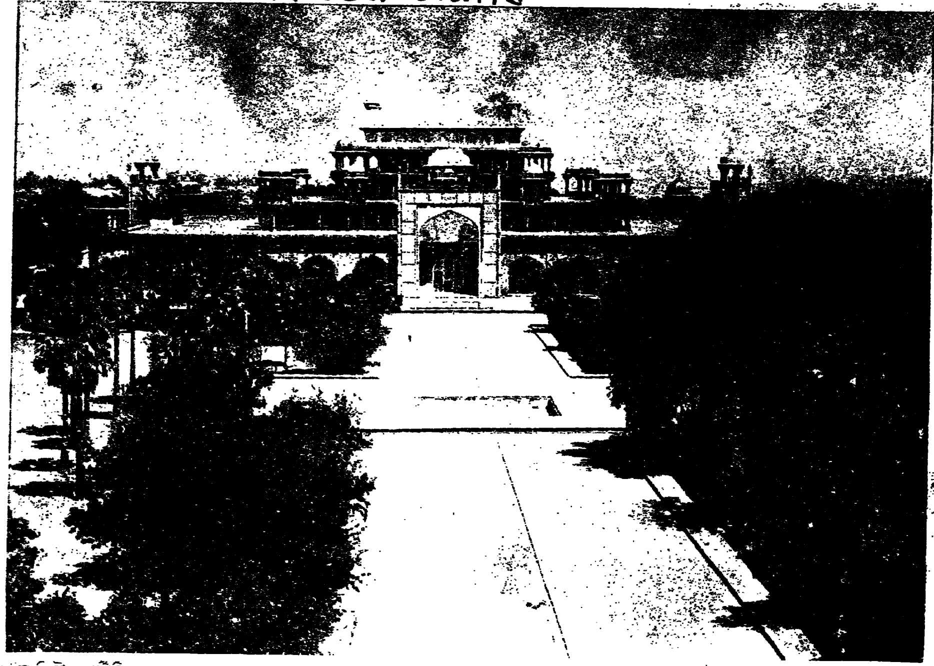
বিষয় আমাকে বলিলেন। হঠাৎ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি ব্যাকুল-ভাবে মন্ত্রীকে বলিলাম,—"এখন কি করা কর্ত্তব্য? আমি নিজেই অশ্বারোহণে তাহার অনুগমন করিব কিম্বা খুররমকে তাহার অনুসন্ধানে পাঠাইব?" প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন,—আমার অনুমতি পাইলে তিনি ঈশ্বরের সাহায্যে একটি সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন। তিনি চিন্তাকুলহৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সাহজাদা যদি আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে উদ্যত হন, তবে তিনি কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবেন? আমি বলিলাম,—তিনি যদি দেখেন যে বিনা যুদ্ধে ইহার মীমাংসা হইবে না, তবে সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়া তিনি যেন যুদ্ধই করেন। সাম্রাজ্য রক্ষায় পুত্র-মিত্র আত্মীয়-স্বজন কেহই আপনার নয়। সহস্র পুত্র এবং আত্মীয় স্বজন অপেক্ষা নিঃসম্পর্কিত বিশ্বস্ত ব্যক্তির মূল্য অধিক জ্ঞান করি। প্রভুর উপকারের জন্য যে ব্যক্তি সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করে সে সমুচিত পুরস্কার লাভের উপযুক্ত পাত্র। যে পুত্র পিতার অতুলনীয় স্নেহ এবং অযাচিত করুণার দান উপেক্ষা করিয়া অপত্য-কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়, সে পুত্র-নামের যোগ্য নহে; তাহাকে সম্পূর্ণ অপরিচিত বলিয়াই জ্ঞান করি। এই পুত্রই আমার উত্তরাধিকারী এবং সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্ত্তা কিন্তু সে যে প্রকার কৃতঘ্নতার পরিচয় দিয়া আমার শত্রুতা করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাতে তাহাকে আমার আত্মজ এবং উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। ইস্‌লাম ধর্ম্মে ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। অটোম্যান রাজগণ রাজ্যের মঙ্গলের জন্য একটি পুত্র ব্যতীত আর সকলকেই নিহত করিয়াছিলেন। আমারও রাজ্যের মঙ্গলের জন্য এবং সাম্রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই পুত্রের বিদ্রোহাচরণ দমন করা কর্ত্তব্য। যে পুত্র সন্তানের কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়া বিপথে গমন করিয়াছে তাহাকে পুনরায় কোনো দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত করিলে আমি পরমেশ্বরের

নিকট অপরাধী হইব। তিনি আমাকে যে কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন তাহা সুসম্পাদিত হইবে না। আমীর-ওল ওমরাহকে আমার এই চিন্তার বিষয় বলিলাম। তিনিও মনে মনে এইরূপ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার বাচনিক আদেশ লওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া আমার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি আমার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। খুরম তাঁহার সহিত গমন করিল। খুরম খসরু অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ। সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠ সন্তানের অভাবে তাহার পরবর্ত্তী সন্তানই বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। আমীর ওল ওমরাহের প্রস্থানের পর তাহার অনুগমন করিতে আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। তাহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করি এবং তিনিও আমার হৃদয়ের সমুদয় গূঢ় ভাব অবগত আছেন। তাঁহার বিপদাশঙ্কায় আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। আগ্রার প্রাসাদে যে সকল সৈন্য ছিল তাহাদিগকে প্রস্তুত রাখিতে আমি বক্সী সেখ ফরীদকে আদেশ দিলাম এবং সীমান্ত প্রদেশস্থ ও সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান নগরে অবস্থিত সমুদয় আমীরকে এই ঘটনা জানাইবার জন্য ও তাঁহাদিগকে সম্রাটের নিকট সমবেত হইবার জন্য কোতায়াল এহ্‌তেমাম খাঁকে চতুর্দ্দিকে দ্রুতগামী দূত প্রেরণ করিতে আদেশ দিলাম। যাহারা নিকটে ছিল, তাহাদিগকে অবিলম্বে আমার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য হুকুম দিলাম।

আমীর ও ওমরাহদিগকে এই নিদারুণ সংবাদ প্রদান করিবার পর খসরুর পশ্চাদ্ধাবনের জন্য আমার আস্তাবলের ৪০ হাজার অশ্ব বিশ্বস্ত এবং সাহসী পুরাতন কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে বিতরণ করিলাম। বহু আমীরকে এক শত হইতে দুই শত অশ্ব প্রদান করিলাম এবং এক লক্ষ উষ্ট্র সজ্জিত করিতে আদেশ দিলাম। যে সকল সৈন্যের উষ্ট্র ছিল না,

তাহাদিগকে সুসজ্জিত উষ্ট্র প্রদান করিয়া সকলকে যাত্রার আয়োজন করিতে বলিলাম। যে সকল আমীর এবং মনসবদার দূরস্থানে অন্য কার্য্যে রত ছিলেন, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে আমার অনুসরণ করিতে আদেশ দিলাম। দোস্ত মহম্মদ এবং কাবুলি মহম্মদ বেগকে আমি সম্প্রতি রাজকার্য্যে কাবুল এবং পঞ্জাবে যাইতে আদেশ দিয়াছিলাম। তাঁহারা তথায় যাত্রা করিবার পূর্ব্বে সেকেন্দ্রার কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা আমার নিকট প্রত্যাগমন করিয়া এই সংবাদ দিলেন যে, সাহজাদা খসরু ত্রিশ হাজার অনুচর লইয়া দ্রুত গতিতে পঞ্জাবাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। বিশ্বস্ত অনুচরদিগকে দ্রুতগামী অশ্ব এবং উষ্ট্র প্রদান করিয়া আমি অশ্বে আরোহণ করিলাম। জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত সংবাদ দ্বারা জানিতে পারিলাম যে, খসরু বামদিকে গমন করিয়াছে। পথে যত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, সকলকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম যে, সে সিন্ধুনদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহের অভিমুখে গমন করিয়াছে। উষাকালে আগ্রা হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী সেকেন্দ্রা নগরে আগমন করিলাম। এইস্থানে আমার পিতার সমাধি-মন্দির অবস্থিতি করিতেছে। মির্জা সাবোখের পুত্র মির্জা হোসেন খসরুর সহিত যোগদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু বাধা প্রাপ্ত হওয়াতে তাহা করিতে পারে নাই। এই স্থানে সে আমার সম্মুখে নীত হইল। সে অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার হস্তদ্বয় পশ্চাদ্দিকে বন্ধন করিয়া তাঁহাকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে চড়াইয়া ... করিতে আদেশ প্রদান করিলাম। আমার পিতার আত্মার প্রভাবে আমি এই সময় একটি শুভচিহ্ন দেখিলাম, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য-জনক। আমার পিতামহ হুমায়ূনও একদা এই প্রকার শুভচিহ্ন দেখিয়াছিলেন। তাঁহার ১৫ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার পিতা বাবরের সমাধি

আকবরের সমাধি



দর্শন করিতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে গগনমার্গে একটি পক্ষীকে উড়িয়া যাইতে দেখিয়া তিনি তাঁহাব অনুচববৃন্দকে বলিলেন যে, যদি তিনি সাম্রাজ্যের অধিপতি হন, তাহা হইলে এই তীব দ্বারা ঐ পক্ষীকে বধ কবিতে সক্ষম হইবেন, ইহা বলিয়াই তিনি তীর নিক্ষেপ করিলেন। পরক্ষণেই গভীর আনন্দেব সহিত দেখিলেন যে, পক্ষীটি বক্তাক্ত কলেবরে তাঁহার পদতলে আসিয়া পড়িল। এই ঘটনার পব হইতে তিনি স্থির করিলেন যে, সমুদয় অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য সম্পন্ন করিবাব পূর্ব্বে এই প্রকারে ভাগ্য পরীক্ষা কবিযা তবে সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন। আমিও এক্ষণে নিম্নলিখিত ঘটনাব দ্বাবা আমার ভবিষ্যৎ নির্ণয় কবিলাম। পিতার সমাধি-মন্দির হইতে এক ক্রোশ দূরে একটি অপরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি তাহার নাম জিজ্ঞাসা কবাতে সে বলিল যে, তাহার নাম মুরাদ খাজা। ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সম্রাট্ বাবরের সমাধির নিকট আব একটি অপরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। এ ব্যক্তি একটি গাধার পৃষ্ঠে জ্বালানী কাষ্ঠের বোঝা চাপাইয়া দিয়া এবং নিজে এক বোঝা কাঁটা লইয়া যাইতেছিল। তাহাব নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে, তাহার নাম দৌলত খাজা (সৌভাগ্যবান)। আমি তাহাব এই নাম শুনিযা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম এবং অনুচর বৃন্দকে বলিলাম যে, ইহার পরে যে ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তাহার নাম যদি সাদেত (মঙ্গলজনক) হয়, তবে আমাদেব যাত্রা শুভ হইবে। আরো কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে, একটি ক্ষুদ্র নদীর তীরে একটি ছোট বালক গোরু চরাইতেছে। আমরা তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে, তাহার নাম সাদেত খাজা। ইহা শুনিয়া আমরা সকলে যার পর নাই বিস্মিত হইলাম এবং অনুচরবৃন্দের মধ্যে এক আনন্দ

কোলাহল উত্থিত হইল। আমিও ইহাকে আমার ভবিষ্যতের এক শুভচিহ্ন জ্ঞান করিয়া আমার রাজ্যের সমুদয় কার্য্য এই তিন মঙ্গলজনক চিহ্ন অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিতে মনস্থ করিলাম।

এই প্রকারে দিবা দ্বিপ্রহর অতীত হইলে প্রখর রৌদ্র-তাপ অসহ্য হওয়াতে আমি বিশ্রাম লাভের জন্য একটি বৃক্ষের ছায়ায় বসিলাম। এই স্থানে বসিয়া বসিয়া আমার হৃদয় বিষাদভারে অবনত হইয়া পড়িল। আমি খান-ই আজিমকে বলিলাম, যে আমার এত ঐশ্বর্য্য সাজসজ্জা থাকা সত্বেও এক্ষণে আমার কষ্ট হইতেছে। কিন্তু আমার হতভাগ্য পুত্র এক্ষণে কি ভীষণ কষ্টের মধ্যে দেশ হইতে দেশান্তরে পলায়ন করিতেছে, তাহা চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। অধিকন্তু তাহার অপরাধ এবং বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া আমি ম্রিয়মাণ হইতেছি। তাহার এই সকল নানা প্রকার কষ্টের নিকট আমাদের এই সামান্য অসুবিধা অতি তুচ্ছ। আমারই পুত্র এবং বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ যে এই প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করিল, সে জন্য আমি অধিকতর ক্ষুব্ধ হইয়াছি। আমি যে এত শীঘ্র এই দুর্ঘটনার বিষয় অবগত হইয়া তাহার প্রতিকারার্থ উপায় অবলম্বন করিতে পারিয়াছি, সে জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি যদি খসরুর অন্বেষণ করিতে আরো বিলম্ব করিতাম, তাহা হইলে সে হয় তো এতক্ষণে কোনো সীমান্ত প্রদেশ দখল করিয়া অন্যান্য বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করিত। তাহাকে এই কার্য্যে সফলতার সহিত বাধা প্রদান করিবার জন্যই আমি স্বয়ং তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বহু পুষ্করিণী এবং নয়নানন্দকর বনরাজিপূর্ণ একটি গ্রামে আসিয়া আমরা তাঁবু পাতিলাম। এইস্থানে আমরা সংবাদ পাইলাম যে, খসরু হিন্দুদিগের তীর্থস্থান মথুরা নগরে উপস্থিত হইলে বদ্‌কসান অধিবাসী হোসান বেগ একদল সৈন্য লইয়া ঐ নগরে প্রবেশ করেন। তিনি তথায় উপস্থিত

হইয়াই নিরীহ নগরবাসীর প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার আরম্ভ করেন এবং তাহাদের সমুদয় ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করেন। তিনি নগরবাসীর উপর এ প্রকার নৃশংস অত্যাচার করেন যে, তাহা দেখিয়া খসরু অতিশয় দুঃখিত এবং বিরক্ত হয়। সে আপনাকে এই সকল অত্যাচার ও সর্ব্বনাশের কারণ বলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিয়া অনুচরদিগকে বলে যে—"হায়, আমি কোন্ পাপের পথে আসিয়া পড়িলাম। আমার সঙ্গিগণ কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হইয়া কেন আমি আমার পিতাকে পরিত্যাগ করিলাম! এক্ষণে আমার পূর্ব্ব গৌরব, সম্ভ্রম, এবং মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া সমাজের হীনচরিত্র লোকদিগকে আমীর নামে অভিবাদন করিতে বাধ্য হইতেছি। আমার এতদূর অধঃপতন হইয়াছে যে, পিতার প্রজার উপর এই দুষ্টলোকগণের অত্যাচার দমন করিতেও আমি অক্ষম।" ঘৃণা দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া খসরু এই কথা বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। কিন্তু যিনি তাঁহাকে অধঃপতন এবং ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন, সেই পিতার নিকট নির্ব্বুদ্ধিতা এবং লজ্জাবশতঃ সে ফিরিয়া আসিল না। ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, এখনো হতভাগ্য খসরু অনুতপ্ত হইয়া আমার নিকট আসিলে আমি তাহার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাহার পূর্ব্বগৌরব এবং সম্ভ্রমের মধ্যে তাহাকে স্থাপিত করিতাম। আমি যে তাহাকে ক্ষমা করিতাম তাহা সে নিশ্চয়ই অবগত আছে। আমার পিতার অসুখের সময় সে একবার আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, কিন্তু পরে তাহার ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হইয়া আমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলে আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলাম।

আকবরের মৃত্যু

পিতার অসুখের সময় কয়েকজন দুর্দ্দান্ত আমীর আমার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিল, কিন্তু আমার সৌভাগ্যক্রমে বিনা আয়াসেই ঈশ্বর হিন্দুস্থানের সিংহাসন আমাকে অর্পণ করেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ১৬ই সেপ্টেম্বর পিতার পীড়া বৃদ্ধি হয়। রোগের উপশমের জন্য আত্মীয়গণ ঔষধ সেবন করাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে কয়েকটি সুস্বাদু ফল আহার করিতে দেয়। এই ফল আহার করিয়া তাঁহার রোগ বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি পর দিন জলস্পর্শও করেন নাই। অধিকন্তু, সেদিন আমিনদ্দিনের জুয়া-খেলার জন্য তাহাকে তিরস্কার করাতে তাঁহার রোগ অধিকতর বৃদ্ধি হইয়াছিল। পর দিন ডাক্তারগণ তাঁহাকে সুরুয়ার মধ্যে উপর্য্যুক্ত ঔষধ সেবন করাইল। কয়েক দিন পর তাঁহাকে খিচুড়ি খাইতে দেওয়া হয়। শরীরে বল পাইবার জন্য পিতা তাহা আহার করেন; কিন্তু তাঁহার হজমশক্তি এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, ইহা আহার করিবার পর তাঁহার ভয়ঙ্কর পেটের পীড়া হয়। হাকিম মুজাফর বলিলেন যে তাঁহার সহযোগী হাকিম আলি ঔষধ ও পথ্য দিতে ভুল করিয়া সম্রাটের রোগ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। পাছে ইহাতে হাকিম আলির কোনো ক্ষতি হয় এজন্য আমি বলিলাম যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং চিকিৎসকের এই প্রকার ভুল না হইলে আমাদের কখনো মৃত্যু হইত না। হাকিম আলির চিকিৎসা ব্যবসায় ও প্রতিপত্তির ক্ষতি হইবে বিবেচনা করিয়া প্রকাশ্যে তাঁহাকে এইরূপ বলিলাম, কিন্তু তাঁহার চিকিৎসার প্রতি আমার বিশ্বাস দূরীভূত হইল। পিতার মৃত্যুর

দশ দিন পূর্ব্ব হইতে আমি প্রত্যহ বৈকালে দুই তিন ঘণ্টা তাঁহার পরিচর্য্যায় যাপন করিতাম। পীড়িতাবস্থায় একদা তিনি অনুচরবর্গ না লইয়া আমাকে প্রাসাদে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে কয়েকটি কারণে বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহার এই উপদেশ উপেক্ষা করা আমার উচিত হইতেছে না। সুতরাং একাদশ দিবসে আমি আমার সৈন্য এবং অনুচরসহ প্রাসাদে গমন করিলাম। পরদিবস সম্রাটের অনুমতি না লইয়াই তাঁহার কর্ম্মচারিবৃন্দ আমাকে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিতে দিলেন না। আমাকে প্রাসাদে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহারা প্রাসাদের এবং সমুদয় দুর্গের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। তৎপরে আমি আর প্রাসাদে গমন করিলাম না। এই সময়ে মকারেব খাঁ আমাকে মানসিংহের একখানি পত্র প্রদান করিলেন। তাহাতে মানসিংহ আমাকে লিখিতেছেন যে, তিনি আশা করেন আমি সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত হইব। আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমার এই বিপদের সময় মকারেব খাঁ প্রাসাদের ভিতরে থাকিয়া আমার বিরুদ্ধভাবাপন্ন আমীরদিগের মধ্যে সদ্ভাব বিস্তার করিতে বিধিমত চেষ্টা করিতেন। মকারেব খাঁ আমার পিতার অধীনে দুই হাজার সৈন্যের অধিনায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পিতা আমাকে ১২ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক-পদ প্রদান করিলে, আমি মকারেব খাঁর কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে তিন হাজারের পদ প্রদান করিলাম এবং আমার মন্‌সবদার নিযুক্ত করিলাম। পিতার শেষাবস্থায় তাঁহার সেবা শুশ্রূষা ও দর্শন হইতে এই প্রকারে বঞ্চিত হইয়া আমি মনকষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলাম। এই দুঃখের দিনে আমি একমাত্র পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম। আমার তিনটি বিশ্বস্ত এবং বিচক্ষণ কর্ম্মচারীকে আমার এই দুঃখের বিষয় জানাইয়া-

ছিলাম। তাঁহাদের নাম মিরাণ সদরজাহান, মির রেজাউদ্দিন, এবং খাজা উইস। পারস্যের সম্রাট্ সা তামাস্পের মৃত্যুর বাদিতে সুলতান হাইদার মির্জা এবং সা ইস্‌মাইলের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহার সহিত আমার বর্ত্তমান অবস্থার সাদৃশ্য আছে বলিয়া তাঁহারা সেই ঘটনার সবিশেষ বর্ণন করেন। সা তামাস্পের মৃত্যুর পর ইসমাইল মির্জাকে সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করিবার জন্য কয়েকজন আমীর মন্ত্রণা করেন। ইসমাইল মির্জা রাজধানীতে রাজপ্রাসাদে বাস করিতেন। এই আমীরগণ ইস্‌মাইল মির্জার ভগিনীর সহিত এই পরামর্শ করেন এবং তাঁহারা অবগত হন যে, অপর কয়েকজন আমীর তাঁহাদিগকে এই কার্য্যে বাধা প্রদান করিয়া হাইদার মির্জাকে পারস্যের সিংহাসন প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। সা তামাস্পের মৃত্যু হইলে হাইদার মির্জার পক্ষের আমীরগণ এবং হুসেনি বেগ তাহার ভ্রাতা মুস্তাফা মির্জাকে লইয়া রাজধানী পরিবেষ্টন করেন। রাজধানীর সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া হাইদার মির্জার মস্তকচ্ছেদন করিয়া নগরের প্রাচীরের উপর দিয়া শত্রুপক্ষের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। এই দৃশ্য দেখিয়া মুস্তফা মির্জা তাহার দশ সহস্র সৈন্য লইয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। শীঘ্রই হোসেনি বেগ ও তাঁহার ভ্রাতা ব্যতীত সমুদয় সৈন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। পরিশেষে এই হোসেনি বেগই নব সম্রাট্ সা ইস্‌মাইলের হস্তে মস্তাফা মির্জাকে অর্পণ করেন। সা ইস্‌মাইল মুস্তাফার প্রাণদণ্ড করেন।

আমার বিশ্বস্ত বন্ধুদের পরামর্শে আমি স্বয়ং প্রাসাদে গমন না করিয়া আমার পুত্র পারভিজের দ্বারা পিতাকে সংবাদ প্রেরণ করিলাম যে, আমার শিরঃপীড়া হওয়াতে আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইতে পারিতেছি না। পিতা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমার আরোগ্যলাভের জন্য

প্রার্থনা করিয়া খাজা উইস্‌কে বলেন যে, তাহার জীবনের আর আশা নাই। তিনি আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন এবং আমার উদ্দেশ্যে এই বলিয়া বিলাপ করিয়া উঠেন যে,—"হায়! এ সময়ে তুমি কেন আমা হইতে দূরে রহিয়াছ? তুমি জান যে আমার মৃত্যুর পর বিনা প্রতিবাদে তুমি আমার সিংহাসন লাভ করিবে। পিতার মৃত্যু নিকট জানিয়া অবিশ্বাসী, কৃতঘ্ন আমীরগণ খসরুকে সিংহাসন প্রদান করিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র করিতেছিল, তাহাতে হিন্দু এবং মুসলমানের সম্মতি এবং সহায়তা লাভের জন্য তাহাদিগকে শপথ করাইল। বোখারা অধিবাসী সেখ ফরীদ সর্ব্বদা সম্রাটের সেবা করিতেন। তিনি বিশ্বস্ত মোকাবের খাঁকে প্রাসাদের সমুদয় সংবাদ প্রদান করেন। হিন্দু এবং মুসলমানের শপথ গ্রহণের পর "খান-ই-আজিম" উপাধিধারী মির্জা কোকা। আমার অকৃতজ্ঞ পুত্র খসরুর ভবিষ্যৎ সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়া দূত প্রেরণ করেন। মির্জা কোকা খসরুকে বলিয়া পাঠান যে, তাহার যাহাতে কোনো বিপদ না হয় সে বিষয়ে খসরু যেন দৃষ্টি রাখেন। ইহার উত্তরে খসরু বলে যে, সে যখন নিশ্চয়ই সিংহাসন লাভ করিবে তখন এ বিষয়ে তাহার কোনো চিন্তা নাই। ইতঃপূর্ব্বে পিতার স্বাস্থ্যলাভের জন্য তাঁহাকে স্থানান্তরে প্রেরণের কথা হইয়াছিল এক্ষণে মির্জা কোকা এবং খসরু রাজ্যলাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া রাজা মানসিংহকে বলিলেন যে, সম্রাটের এই অবস্থায় তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া নিরাপদ নহে। এই দুর্ব্বলাবস্থায় তাঁহাকে শয্যা হইতে উঠাইলেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা। তথাপি রাজা মানসিংহ সম্রাটকে বলিলেন যে,সেলিম সৈন্য সামন্ত লইয়া প্রাসাদ পরিবেষ্টন করিয়াছেন, এমতাবস্থায়, এক্ষণে তিনি ইচ্ছা করিলে যমুনার অপর পারে অবস্থান করিতে পারেন, পরে পুনরায় স্বাস্থ্যলাভ করিলে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন। ইহাতে সম্রাট

জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—"কি কারণে সেলিম সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রাসাদ পরিবেষ্টন করিয়াছেন? আমীরগণ কি সেলিমকে প্রাসাদে প্রবেশ করিতে দিতেছেন না?" এই বলিয়া সম্রাট্ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করেন। ঘোর মিথ্যাবাদী মির্জা কোকা সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া খস্‌রুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি কি প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেছেন তাহা জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যুত্তরে পীড়িত সম্রাট্ বলেন,—"তুমি এই কথা বলিয়া আমাকে মৃত্যুর দ্বারে নিক্ষেপ করিতেছ। আমার এখনো জীবনের আশা আছে বলিয়া মনে হইতেছে। তথাপি ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি অনন্তধামে যাত্রা করিবার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে, তবে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম সার রণকৌশল, রাজনীতিক বুদ্ধি এবং অসামান্য রাজোচিত গুণ কি আমি বিস্মৃত হইব? দুষ্ট লোকের মন্দ পরামর্শে সে কখনো আমার অবাধ্য হইয়া থাকিলেও, সে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, সুতরাং সেই সাম্রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী। আমাদের বংশের চিরপ্রথা এই যে, জ্যেষ্ঠ পুত্রই সিংহাসন লাভ করে। বঙ্গদেশের শাসনভার আমি খসরুর হস্তে অর্পণ করিলাম।" পিতার নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রবঞ্চক তোষামোদকারিগণ দলে দলে আমার নিকট আগমন করিল। তাহারা বলিল,—"সম্রাট, আপনার পুত্র খসরুকে সর্ব্ববিধ উচ্চপদে ভূষিত করিয়াছেন এবং আপনাকে 'সা ভাই' নামে অভিহিত করিতে খসরুকে আদেশ করিয়াছেন। আশা করি, আপনি তাঁহাকে পিতার সমুদয় স্নেহ, যত্ন প্রদান করিবেন।" প্রত্যুত্তরে আমি বলিলাম,—"পিতা আমাকে 'বাবা' (বৎস) ব্যতীত আর কখনো অন্য নামে ডাকেন নাই। এই ডাকের অর্থ এই যে, আমি আপনাদের ভবিষ্যৎ সম্রাট্ সুতরাং আপনাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমিই আপনাদের ভবিষ্যৎ সম্রাট্। কারণ পুত্র কখনো ভাই কিম্বা

পিতা হইতে পাবে না।" আমার এই উত্তর শুনিয়া আমীরগণ যেন কিঞ্চিৎ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহারা আমার বাক্যের কোনো উত্তর দিতে সক্ষম হইলেন না। তাঁহারা আমার বিরুদ্ধ পক্ষে যোগ দান করিয়া অতিশয় অন্যায় ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এই বলিয়া অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং আমার সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন। মির্জা কোকা ব্যতীত আর সমুদয় আমীর আমার বশ্যতা স্বীকার করিতে ও আমার পক্ষাবলম্বন করিতে সম্মত হইলেন। মির্জা কোকা আমার সহিত গোপনে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। আমি তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলাম যে, তিনি ইতঃপূর্ব্বে রাজপরিবারের যে সমুদয় উপকার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া আমি তাঁহার বহু গুরুতর অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছি। তিনি আমার গোপনীয় কথা সকল অবগত আছেন। আমি তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার করিয়াছি। আমার এত দয়া প্রদর্শনের পরও তিনি আমার বিরুদ্ধাচরণ করিযাছেন। সুতরাং এই সাক্ষাতের পর তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে। তিনি যদি ইহাতে প্রস্তুত থাকেন তবে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। ইহার পরে সর্ব্বাগ্রে বোখারা অধিবাসী সেখ ফরীদ আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে আসিলেন। আমি তাঁহাকে একটি তরবারি, বহুমূল্য সাজে সজ্জিত অশ্ব, এক লক্ষ টাকা উপহার দিলাম। তাঁহার পরে রাজা মানসিংহ আসিলেন। তাঁহাকেও আমি তরবারি, অশ্ব এবং নানাপ্রকার উপঢৌকন প্রদান করিলাম। পরের দিন খসরু রাজা মানসিংহ * এবং মির্জা আজিজ কোকাকে সঙ্গে লইয়া আমার নিকট আসিল। খসরুকে বঙ্গদেশ অর্পণ করিবার জন্য এবং মহম্মদ তেহেঘলকে তাহার সাহায্যের নিমিত্ত প্রেরণের জন্য মির্জা কোকা

* খসরুর মামা।

আমাকে অতিশয় অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমার রাজত্বের প্রারম্ভেই খসরুর অনুপস্থিতি আমার নিকট নিতান্ত অসঙ্গত মনে হইল। তথাপি আমি তাহার প্রস্তাবেই সম্মতি দিলাম। আমি তাহাদিগকে আপাততঃ যমুনার পরপারে বাস করিতে বলিলাম এবং পিতার মৃত্যু হইলেই তাহাদিগকে বঙ্গদেশে যাইবার জন্য অনুমতি প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলাম।

এই দারুণ দুশ্চিন্তার সময় পিতা আমাকে তাঁহার উষ্ণীষ ও পরিচ্ছদ প্রেরণ করিলেন এবং দূতমুখে সংবাদ পাঠাইলেন যে, আমার অদর্শনে তিনি নিরতিশয় অশান্তিতে কালযাপন করিতেছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র আমি তাঁহার প্রদত্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রাসাদে গমন করিলাম। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর পিতার শ্বাস-কষ্ট হইল। শেষ সময় নিকটবর্ত্তী জানিয়া, তিনি সমুদয় আমীরকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য আমাকে আদেশ করিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন,—"যাহারা এই সুদীর্ঘ কাল আমার রাজ্যশাসন কার্য্যে বিশ্বস্ততা এবং সততার সহিত আমাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং আমার গৌরবের যাঁহারা অংশীদার, তাঁহারা তোমার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত পোষণ করিবেন, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। তাঁহাদের সহিত তোমার মিত্রতা স্থাপনের জন্য তাঁহাদিগকে অবিলম্বে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে আদেশ করিতেছি।" তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত সমুদয় আমীরকে এই সংবাদ দিবার জন্য আমি খাজা উইসকে তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করিলাম।

আমীরগণ পিতৃ সন্নিধানে উপস্থিত হইলে তিনি চতুর্দ্দিকে সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সকলের নিকট তাঁহার অপরাধের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন এবং আমীরদিগকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিলেন তাহা নিম্নলিখিত ছন্দে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

"যেই শান্তি, যে ঐশ্বর্য্য বিরাজিত মমরাজ্যে
স্মরণে রাখিয়ো তাহা; কি সম্পদ পরিবেষ্টি'
ছিল মোর শোভনীয় রাজতক্তখানি!
যাহার ছায়ায় কোটী কোটী প্রজা মোর
সুখে ও শান্তিতে কাটায়েছে নিশিদিন।
আজ শেষ দিনে, এই ভিক্ষা মাগিতেছি
তোমা সবা কাছে, প্রার্থনা করিয়ো মোর
আত্মার কল্যাণ তরে, প্রাতে ও সন্ধ্যায়।
আমার সমাধি 'পরে ফেলো এক ফোঁটা
প্রেমপূর্ণ অশ্রুজল! যবে, সুখদিনে,
তোমরা রহিবে মগ্ন বিলাসে, আনন্দে,
মনে করো মোরে, যাহার দক্ষিণ হস্ত
বিতরিত ধনরত্ন সদা তোমা সবে।
আজ মোর আত্মা ভাঙ্গিয়া যাইতে চাহে
এ দেহ-পিঞ্জর; এ ধরার দুঃখ ত্যাগি,
লভিতে চাহে গো সে যে অনন্ত বিশ্রাম।"

পিতার মৃত্যু-সময় নিকটবর্ত্তী মনে করিয়া আমি পুত্রের শেষ কর্ত্তব্য সাধনের জন্য তাঁহার শয্যার পার্শ্বে গিয়া তাঁহার পদযুগল ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। তিনবার তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিবার পর তিনি আমাকে তাঁহার নিকটে আহ্বান করিয়া তাঁহার প্রিয় তরবারি "ফতাউল-মুলক" * আমাকে প্রদান করিলেন এবং উহা তখনি আমার কটি দেশে বন্ধন করিতে বলিলেন। তৎপরে আমি পুনরায় তাঁহার পদবন্দনা করিলাম। আমি দুঃখে এতদূর অভিভূত

* সাম্রাজ্যজয়ী।

হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আমার নিশ্বাস ফেলিতে কষ্টবোধ হইতেছিল ৯ই তারিখে এক প্রহরের পর পিতা স্বর্গধামে গমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি মিরাণ সদর জাহানকে তাঁহার নিকট কল্‌মা * পড়িবার জন্য ডাকিতে বলেন। তিনি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আশা করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিবেন। সদর জাহান আসিলে আমি তাঁহাকে পিতার শয্যাপার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িতে বলিলাম। এই সময়ে পিতা আমার কণ্ঠদেশ দুই বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া বলিলেন,—"প্রিয় পুত্র, শেষ বিদায় দাও, কেননা, ইহলোকে আর আমাদের সাক্ষাৎ হইবে না। তুমি আমার অন্দরের সমুদয় স্ত্রীলোকের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়ো এবং তাহাদের মাসিক বৃত্তি নিয়মিতরূপে প্রদান করিয়ো। আমার মৃত্যুতে তুমি শোকাকুল হইয়া পড়িবে, আমি তোমাকে এতদিন যে সমুদয় উপদেশ দিয়াছি তাহা বিস্মৃত হইয়ো না। তুমি আমার নিকট বহু প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা ভুলিয়ো না। তোমার উপর আমার অনেক দাবী আছে; তাহা বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র হউক পালন করিতে কখনো অবহেলা করিবে না। আমার সামরিক গৌরব স্মরণ করিয়ো। আমার দয়া দাক্ষিণ্য ভুলিয়া যাইয়ো না এবং চিরদিন আমার ভৃত্যবর্গ ও পোষ্যদিগকে সযত্নে প্রতিপালন করিয়ো। এ পর্য্যন্ত যে সকল বিষয়ে আমি তোমাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছি, তাহার প্রত্যেক বাক্যের মূল্য চিন্তা করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিয়ো। আমাকে বিস্মৃত হইয়ো না।" তিনি আমাকে এই সকল কথা বলিয়া সদর জাহান্‌কে কল্‌মা পড়িতে বলিলেন। সদর জাহান পরিষ্কার এবং গম্ভীর স্বরে উহা পাঠ করিতে লাগিলেন এবং পিতাও পরিষ্কার ও উচ্চৈঃস্বরে তাহা আবৃত্তি করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পিতা তাঁহার বালি-

* মুসলমান ধর্ম্মের প্রধান মন্ত্র "এক ঈশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই এবং মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত।"

সের নিকটে যাইয়া সদর জাহানকে সৌরানিসা, কোরাণের আর এক অধ্যায় ও আদিলা প্রার্থনা পাঠ করিতে বলিলেন এবং তাঁহার আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে সমর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত করিলেন। সদর জাহান সৌরানিসা সম্পূর্ণ করিয়া প্রার্থনার শেষ বাক্য যখন উচ্চারণ করিতেছিলেন, তখন পিতার নয়ন-কোণে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল এবং তাঁহার আত্মা অনন্তধামে প্রয়াণ করিল। ঐ যে দীর্ঘ সাইপ্রেস বৃক্ষ আজ জীর্ণাবস্থায় ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে, উহা একদা উদ্যানের অলঙ্কারস্বরূপ ছিল। চিরপরিবর্তনশীল পৃথিবী! তোমার মোহমন্ত্রে তুমি সকলকেই মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছ। এই অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস হইতে ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, কেহই নিস্তার পায় না। এ জগতে অদৃষ্ট ব্যতীত আর কিছুই নিশ্চয় নহে। অদৃষ্টের হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জন দেওয়া ব্যতীত মানবের আর অন্য উপায় নাই।

রাজা এবং ভিখারীর যে শয্যা তাহাতেই পিতার দেহ রক্ষিত হইল। উহা নানাপ্রকার সুগন্ধি, কর্পূর, মৃগনাভি, এবং গোলাপের আতরে ধৌত করিবার পর একখানি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া কফিনে রাখা হইল। তৎপরে প্রাসাদের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত আমার তিন পুত্র এবং আমি উহা বহন করিয়া লইয়া চলিলাম। সিংহদ্বার অতিক্রম করিবার পর প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ কফিন স্কন্ধে ধারণ করিয়া সেকেন্দ্রা-অভিমুখে গমন করিলেন। তথায় প্রসিদ্ধ আকবরের নশ্বর দেহ অনন্ত নীলাকাশ-তলে সমাধিস্থ হইল। এ পৃথিবী যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন চিরকালই এই প্রকার ঘটিবে। পিতার পবিত্র সমাধির উপর বসিয়া আমরা সাত দিন তাঁহার জন্য শোকানুষ্ঠান করিলাম। আমি কুড়ি জন পাঠককে সারারাত্রি সমাধির পার্শ্বে কোরাণ পাঠ করিবার জন্য নিযুক্ত করিলাম এবং সমাধির উপর একটি মন্দির নির্ম্মাণের জন্য ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার

টাকা প্রদান করিলাম। এই সাত দিন প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যায় দরিদ্র-দিগকে দুই শত প্রকার মিষ্টান্ন ও খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হইল। এই সকল অনুষ্ঠানের পর সমুদয় আমীর এবং আমার রাজ-সভায় প্রধান প্রধান পারিষদগণ আগ্রা নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই প্রকারে ৭৫ বৎসর ১১ মাস ৯ দিনে আমার পিতার মরজীবনের



সেকেন্দ্রা—প্রবেশ-তোরণ

পরিসমাপ্তি হইল। এস্থলে পুনর্ব্বার এই কথার উল্লেখ করিতেছি যে, আমার পিতার মৃত্যু-সময়ে রাজ্যের অধিকাংশ আমীর খসরুকে হিন্দুস্থানের সিংহাসন প্রদান করিবার জন্য আমার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে, তাহারাই সাম্রাজ্য শাসন করিতে মনস্থ করিয়াছিল; খসরুকে "সম্রাট্" উপাধিমাত্র প্রদান করিবে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু সর্ব্ব-নিয়ন্তা জগদীশ্বর আমার পক্ষে থাকাতে, আমিই জয়লাভ করিয়াছিলাম; কোনো মানবের সাহায্যে আমি এই রাজমুকুট প্রাপ্ত হই নাই। যে অজর,

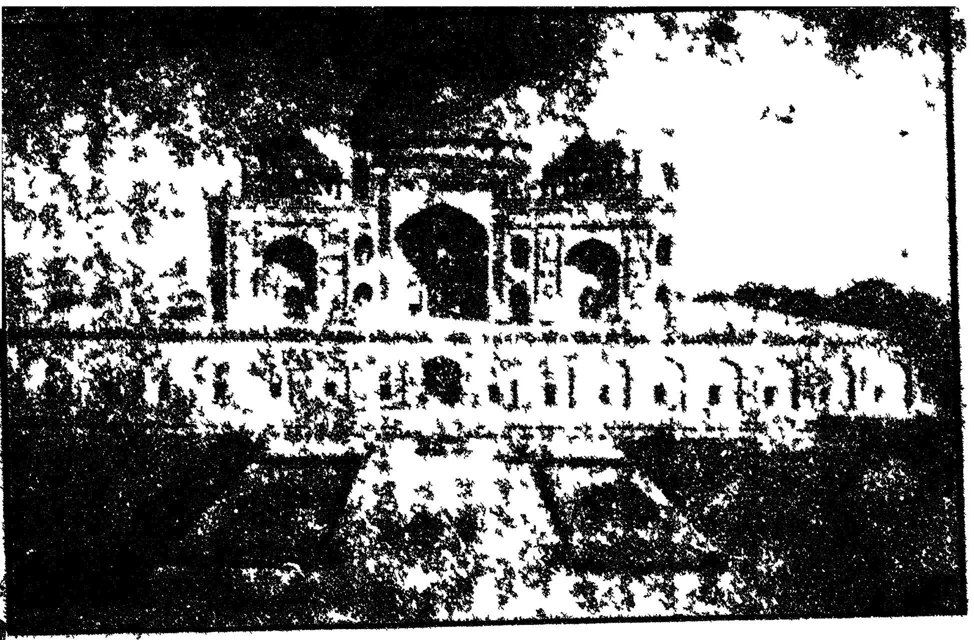
অমব ভগবান আমাব হস্তে এই গুরুতব কর্ত্তব্য প্রদান করিয়াছেন, আমি প্রতিজ্ঞা কবিলাম, আমাব সর্ব্ববিধ শাসনকার্য্যে এবং অসহায়, অনাথ, দবিদ্রদিগের বক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন প্রভৃতি কার্য্যে আমি তাঁহাবই সাহায্য প্রার্থনা কবিব এবং তাঁহাব দিকেই আমার দৃষ্টি স্থিব বাখিব; আত্মীয়-স্বজন অথবা সন্তান-সন্ততিব প্রতি দৃষ্টি করিব না।



আকবরেব সমাধির উপরিস্থ গৃহসমূহ

আমি শুনিয়াছি যে, কোনো এক উৎসবের প্রাতঃকালে সেখ বায়জিদ যখন তাঁহার স্নানাগার হইতে বাহিব হইতেছিলেন, তখন কেহ অজানিতভাবে তাঁহার মস্তকেব উপব ছাই নিক্ষেপ কবে। তাঁহার শ্মশ্রু হইতে ছাই ঝাড়িয়া ফেলিয়া তিনি প্রসন্নচিত্তে বলিয়া উঠেন, "হে আমার আত্মা, আমি এবাব আমাব মূল্য বুঝিলাম। আমার এই মুখের মূল্য কি একবাশি ছাই? প্রকৃত মহত্ত্ব সুখ্যাতিব উপর নির্ভর কবে না। অহঙ্কাবী এবং দাম্ভিকের মনে মহত্ত্ব এবং উচ্চভাব

নাই। দীনতাই তোমার সহযোগীদের মধ্যে তোমার মস্তক উন্নীত করিবে কিন্তু অহঙ্কার তোমাকে ধূলিসাৎ করিবে। উদ্ধত এবং দাম্ভিকেরা মাথা নীচু কর। যদি খ্যাতি আকাঙ্ক্ষা কর, তবে তাহা অন্বেষণ করিয়ো না।"



খসরুর অনুসরণ

এক্ষণে আমি পুনরায় খসরুর পলায়নের বৃত্তান্ত বর্ণন করিব। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে ২রা এপ্রিল আমরা হাউডেল নগরে তাঁবু স্থাপন করিলাম। বোখারা অধিবাসী সেখ ফরীদ একদল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আমাদের অগ্রে যাইতে লাগিলেন। অনেকের পরামর্শে আমি বিশ্বস্ত মির মোয়েজ-উল-মৌলককে আগ্রার প্রাসাদ এবং ঐ প্রাসাদস্থিত সমুদয় ধনরত্নের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিলাম। আমি আদেশ দিলাম আমার পুত্রগণের মধ্যে যাহারা আমার প্রতি অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত তাহারা অবিলম্বে আমার পশ্চাদনুসরণ করুক। ৪ঠা তারিখে আমরা ফেরিদাবাদে উপস্থিত হইলাম এবং পরদিন দিল্লী পৌঁছিলাম। এই নগরে উপস্থিত হইয়া আমি সর্ব্বপ্রথমে আমার পিতামহ স্বর্গগত সম্রাট্ হুমায়ূনের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের জন্য তাঁহার সমাধি-মন্দিরে গমন করিলাম। তথায় দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিবার জন্য ৩০ হাজার টাকা প্রদান করিলাম। আমি নিজ হস্তে তাহাদিগকে বস্ত্র এবং টাকা দান করিলাম। এই স্থান হইতে আমি সেখ নিজামদ্দিনের সমাধি মন্দির দর্শন করিতে গমন করিলাম। সমাধির চতুষ্পার্শ্বস্থ পল্লীর দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিবার জন্য আমি আমীর জমালুদ্দিনের হস্তে ৫০ হাজার এবং হাকিম মোজাফরের হস্তে ২০ হাজার টাকা প্রদান করিলাম। এই সময়ে আমি আহাম্মাদাবাদ নগরে সংবাদ প্রেরণ করিলাম যে, গুজরাটের রাজস্ব হইতে রাজা বিক্রমজিতের প্রাপ্য তাঁহাকে প্রদান করিয়া এবং কয়েকজন সৈন্যাধ্যক্ষের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া অবশিষ্ট খাজনা

রাজকীয় তোষাখানায় প্রেরণ করিতে হইবে। ৬ই এপ্রিল আমরা বেইবা নগরে তাঁবু স্থাপন করিলাম। দেখিলাম, এই নগর পলাতক খসরু কর্তৃক ভস্মীভূত হইয়াছে। এই স্থানে আমি আগা মৌলাকে এক হাজারের পদ হইতে পনেরো শতের পদ প্রদান করিলাম এবং বদকৃসান অধিবাসী জেমিল বেগকে তাহার স্বজাতির মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য ৯ লক্ষ টাকা প্রদান করিলাম। জেমিল বেগকে বলিলাম, তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অধিকতর আশান্বিত হইতে বলিবেন। তাহারা খসরুর অত্যাচারে নিতান্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আজমীর নগরে মইনুদ্দিনের সমাধির চতুষ্পার্শ্বস্থ দরবেশদিগকে বিতরণ করিবার জন্য আমি রাজা মানসিংহের হস্তে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করিলাম। ৮ই এপ্রিল আমরা পাণিপথে উপস্থিত হইলাম। এই স্থান চিরকালই তৈমুর বংশের পক্ষে শুভজনক হইয়াছে, কেননা, এখানেই আমার পিতা আকবর দুইটি ভীষণ যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়াছিলেন। এই পাণিপথেই আমার পিতামহ সুলতান ইব্রাহিম লোদিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি সেই যুদ্ধের বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব।

আফগান বেলাওয়েলের পুত্র এবং ইব্রাহিমের পিতা সেকেন্দর লোদি তাতার খাঁর পুত্র দৌলত খাঁকে পাণিপথের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু সেকেন্দর লোদির মৃত্যুর পর দৌলত খাঁ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলে, ইব্রাহিম তাঁহার ভয়ে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে দিল্লী নগরীতে আহ্বান করেন। দৌলত খাঁ ইহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রের সন্দেহ করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং তথায় না গিয়া তাঁহার পুত্র দিলওয়ার খাঁকে দিল্লী প্রেরণ করেন। দৌলত খাঁকে না দেখিয়া ইব্রাহিম দিলওয়ারকে লেখেন যে, তাঁহার পিতা যদি অবিলম্বে রাজসমীপে উপস্থিত

না হন, তাহা হইলে অন্যান্য বিদ্রোহী আমীরদের যে দশা ঘটিয়াছে তাঁহারও সেই অবস্থা হইবে। দিলওয়ার খাঁ তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ তাঁহার পিতাকে জ্ঞাপন করেন। দৌলত খাঁ ইহার উত্তরে লিখিয়া পাঠান যে, বর্ত্তমান সময়ে দিল্লী গমন করা সুবিধাজনক হইল না। এই উত্তর প্রেরণ করিয়াই তিনি কাবুলে পলায়ন করেন এবং আমার পিতামহের দলে যোগদান করেন। এই ঘটনা হইতে পরে যে কয়েকটি ঘটনার উৎপত্তি হইয়াছিল, তজ্জন্য আমি ইব্রাহিম খাঁ গগরকে সর্ব্বোচ্চ পদ প্রদান করিয়াছিলাম এবং দিলাওয়ে খাঁ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলাম।

দিলওয়ার খাঁর পরিবর্ত্তে বোখারা অধিবাসী সয়েদ হামিদের পুত্র সয়েদ কমল যদি পাণিপথে এ সময়ে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে খসরু কখনো এই স্থান দিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইত না। অধিকন্তু, আমরা ক্রমাগত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করাতে সে অতিশয় শ্রান্ত, ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, আমার সৈন্যগণ তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিতেছিল। পরিশেষে দিলওয়ার খাঁ, এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, লাহোর নগর যাহাতে খসরুর হস্তগত না হয়, তজ্জন্য বিধিমত চেষ্টা করে। সয়েদ কমলও এই বিষয়ে চেষ্টা করেন। পাণিপথের এক তহশীলদার খসরুকে এক পাল্‌কী প্রদান করিয়াছিল। সে ইহাতে আরোহণ করিয়া পাণিপথ হইতে পলায়ন করে। এই স্থান হইতে কিছু দূরে দিলওয়ার খাঁর সহিত খসরুর সৈন্যদের সংঘর্ষণ হয়। পঞ্জাবের দেওয়ান আবদার রহিমন দিলওয়ার খাঁর নিকট হইতে খসরুর আগমনের সংবাদ পাইয়া তাহাকে বাধা প্রদানের জন্য ৮ হাজার অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য লাহোর দুর্গে রাখেন এবং বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া খসরুর সম্মুখীন হন। কিন্তু খসরুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই তিনি তাহার অধীনতা স্বীকার করেন। এই বিশ্বাস-

ঘাতকতার জন্য খসরু তাঁহাকে মেলেক আনওয়ান উপাধি প্রদান করেন। খসরু পরাজিত হইলে আমি তাঁহার এই কার্য্যের জন্য যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিয়াছিলাম। তাঁহাকে বন্দী করিয়া একটি কালো গাধার চামড়ার মধ্যে তাহার দেহ সেলাই করিয়া লাহোরের প্রধান প্রধান রাস্তা ও বাজারের মধ্য দিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে আদেশ দিয়াছিলাম। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে তাঁহার বহু সন্তান সন্ততি অসহায় অবস্থায় আছে, ইহা শ্রবণ করিয়া আমার দয়ার উদ্রেক হয়। আমি তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিলাম। তাহার অপরাধের ক্ষমা নাই, তথাপি আমার হৃদয় এত দয়াপ্রবণ যে সামান্য কোনো কারণ দর্শাইতে পারিলেই আমি লোকের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাদের প্রাণদান করিয়া থাকি এবং এইরূপ করিতে পারিলেই আমি অতিশয় আনন্দিত হই। কিন্তু যাহার হস্তে সাম্রাজ্য শাসনের গুরুভার ন্যস্ত আছে, সে দুইটি অপরাধ কখনো ক্ষমা করিতে পারে না। সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং অন্দরের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা।

৯ই এপ্রিল মঙ্গলবার, আমরা কার্ণেলে উপস্থিত হইলাম। এই স্থলে ইদি খাজাকে দুই হাজার সৈন্যের অধিনায়ক আমীরের পদ প্রদান করিলাম এবং সেখ নোজামকে ছয় হাজার টাকা পুরস্কার দিলাম। এই স্থলে সংবাদ পাইলাম যে একজন দোকানদার জনসাধারণকে এই বলিয়া প্রবঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতেছে যে সে ঈশ্বরকে মনুষ্যের সম্মুখে আনিয়া দিতে সমর্থ। এই মিথ্যা বাক্য দ্বারা সে বহু লোকের মনে তাহার এই অদ্ভুত ক্ষমতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছিল। তাহার এই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ আমি তাহাকে হিন্দুস্থান হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলাম এবং তাহাকে মক্কা যাইবার অনুমতি দিলাম। ১১ই এপ্রিল আমরা সাহাবাদে তাঁবু স্থাপন করিলাম। এই স্থানে

পানীয় জলাভাবে আমরা তীব্র কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম। আমি ভগবানের নিকট কাতরভাবে জলের জন্য প্রার্থনা করিলাম। আশ্চর্যের বিষয়, সেই দিনই বারিপাত হইল। ইহাতে আমার সহিত যে বৃহৎ সৈন্যদল ছিল, তাহাদের জলাভাব দূরীকৃত হইল। তাহারা ঈশ্বরের এই বহু মূল্যবান আশীর্ব্বাদে প্রাণ পাইল। অগণিত সৈন্য দল জলের যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করিল। সৈন্যদলের মধ্যে অনেক সময় এরূপ ঘটিয়াছে যে, যাহারা স্ফটিকের ন্যায় পরিষ্কার জল পান করিয়াও তৃপ্তিলাভ করে নাই, তাহারাই পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত অতিশয় কদর্য্য, অপরিস্কার জল প্রাণের ন্যায় জ্ঞান করিয়া পান করিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গর্ব্বিত রাজ্যেশ্বরেরও সময় সময় এইরূপ ঘটিয়াছে যে, হীরক খণ্ড দিয়াও তিনি সামান্য একটু জল পান নাই। আমারও একবার এই অবস্থা ঘটিয়াছিল।

আমি একবার পিতার সহিত কাশ্মীরের উপত্যকায় শীকারে গিয়াছিলাম। তথাকার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া আমি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে পিবেনতেহল গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করিয়া আমার সহচরগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম ক্রমে ক্ষুধা তৃষ্ণায় একান্ত অভিভূত হইয়া চতুর্দ্দিকে কোনো প্রকার ফল অথবা পানীয় অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। এই গিরিবর্ত্মের মধ্যে বহু লোক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল, কিন্তু আমার অনুচরদের মধ্যে কাহাকেও তথায় দেখিতে পাইলাম না। প্রবল ক্ষুধায় কাতর হইয়া আমি কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া আসফ খাঁর কয়েকটি ভেড়া দেখিতে পাইলাম। তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া আমি একটি ভেড়া ধরিলাম এবং পার্শ্বের একটি লোককে ইহার কাবাব প্রস্তুত করিতে বলিলাম। এক্ষণে আমার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর কিন্তু আমি স্পষ্টভাষায় স্বীকার করিতেছি যে, প্রবল

ক্ষুধার সময় এই সামান্য খাদ্য আহাব করিয়া যে প্রকার অসীম তৃপ্তি লাভ কবিয়াছিলাম, এই বয়স পর্য্যন্ত নানা প্রকার সুখাদ্য আহার কবিয়া কখনো সে প্রকার তৃপ্তি পাই নাই। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা দূব কবিবাব দ্রব্য নিকটে না রাখাতে কি শোচনীয় অবস্থা হয় তাহা তখন বুঝিয়াছিলাম! তদবধি আমি অনুচরদিগকে আদেশ কবিয়াছিলাম যে, সকল সময়েই খাদ্য এবং পানীয় জল সঙ্গে রাখিতে হইবে। কিন্তু যতদিন আমরা কাশ্মীরে ছিলাম, ততদিন আমি স্বয়ং সর্ব্বত্রই রুটি সঙ্গে লইয়া যাইতাম। এই সময়ে কাশ্মীবিগণ বলিয়াছিল যে, পেবেনতেহল গিরিবর্ত্মের চতুষ্পার্শ্বে মনুষ্য অথবা পশু হত্যা করিলে কোনো ভীষণ প্রাকৃতিক ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। আমি এই বাক্যেব সত্যতা পরীক্ষিত হইতে দেখি নাই।

সাহাবাদ নগরে আম সেখ আমেদ লাহোবীকে মিব আদিল অর্থাৎ প্রধান বিচারকেব কার্য্য প্রদান কবিলাম। আমাব রাজ-ত্বেব পূর্ব্বেও তিনি এই কার্য্য কবিতেন এবং আমি তাঁহাব কার্য্য বিস্মৃত হই নাই। তিনি আমাব সাহায্যে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া-ছিলেন। আমি এই প্রকাব ৬৬ জন যুবককে আমার অধীনে রাখিয়া বিদ্যা শিক্ষাব জন্য সাহায্য প্রদান করিতেছি। এই যুবকদিগকে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদেব প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের জন্য আমি কয়েকটি নিয়ম করিয়া দিয়াছি। সেই নিয়মের কয়েকটি নিম্নে লিখিতেছি। "যুবকগণ কখনো বৃথা সময় নষ্ট কবিবে না। সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের প্রতি সর্ব্বদা বিশ্বাস স্থাপন কবিবে এবং তাঁহাব আশ্রয়ে আপনাকে রাখিবে। যুদ্ধ এবং মৃগয়া ব্যতীত নিজ হস্তে কখনো প্রাণী হত্যা করিবে না। আলোককে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের প্রধান শক্তি বলিয়া গণ্য করিবে। প্রকৃতিতে অনন্ত ঈশ্বরেব সত্তা অনুভব করিতে চেষ্টা করিবে। প্রবৃত্তিকে

সর্ব্বদা দমন করিয়া রাখিবে। ঈশ্বরকে কখনো বিস্মৃত হইবে না। ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সর্ব্বকার্য্য সম্পন্ন করিবে, সর্ব্বকার্য্যে তাঁহাকে স্মরণ করিবে।"

আমার স্বর্গস্থ পিতা এই সকল নৈতিক নিয়মানুসারে রাজসভায় অথবা গৃহের মধ্যে তাঁহার জীবন পরিচালিত করিতেন। আমিও দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি যে, মোহমদে উন্মত্ত হইয়া নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপ ও পশু বলিদান দ্বারা ঈশ্বরের পূজা করা অপেক্ষা একাগ্রচিত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি গভীর বিশ্বাস রাখাই প্রকৃত উপাসনা। পিতার ধর্ম্মভাব অতুলনীয় ছিল। তিনি প্রতি রাত্রির অধিকাংশ সময়ই ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতেন এবং মালা জপ করিতেন। তিনি সর্ব্বদা আমাকে এই শিক্ষা দিতেন যে, সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও নির্ভর ব্যতীত আমি কখনো কোনো কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারিব না। আমিও সেই শিক্ষানুসারে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি।*

১৩ই এপ্রিল তারিখে আমি আনন্দনগরে তাঁবু স্থাপন করিলাম। এই স্থানে আমি আলিবেগকে বাহাদুর খাঁ উপাধি প্রদান করিয়া ৫৭ জন আমীর এবং মনসব্দারের সহিত তাঁহাকে সেখ ফরিদের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলাম। সেখ ফরিদ আমাদের অগ্রে গমন করিতেছিলেন। বাহাদুর খাঁ, জেমিলবেগ, সেরিফ আমোল প্রভৃতি আমীরদিগকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য আমি সেখ ফরিদকে দশলক্ষ টাকা প্রদান করিলাম। তাঁহারা যাহাতে বিদ্রোহদমনে তৎপর হন, তজ্জন্য এই উপহার প্রদান করিলাম। ১৬ই এপ্রিল তারিখে আমি সংবাদ পাইলাম যে, আমার

* যাঁহার হৃদয়ে এইরূপ উচ্চভাব বর্ত্তমান তিনিই যে ঘাতক দ্বারা পণ্ডিত আবুল ফজেলের এবং তাঁহার স্ত্রীর প্রথম স্বামী সের আফগানের হত্যা সাধন করিয়াছিলেন তাহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না

সৈন্যদলকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া খসরু তাহার সেনাপতিদিগকে যুদ্ধ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছে। সেখ ফরিদ রাজপতাকা উড্ডীন করিয়া সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। ইতিপূর্ব্বে বাহাদুর খাঁকে আমি বদকৃসানের অধিপতি করিয়া দিয়াছিলাম। বাহাদুর খাঁ একজন বিচক্ষণ যোদ্ধা, তিনিও যুদ্ধের জন্য সৈন্য সাজাইতে প্রস্তুত হইলেন এবং তিন শ্রেণীতে সেনা সাজাইয়া এক দল লইয়া তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তৎপরে ঘোর যুদ্ধ হইল এবং উভয় পক্ষে ভীষণ হত্যাহতের পর খসরুর চারিজন প্রধান সেন্যাধ্যক্ষ পলায়ন করিল এবং একহাজার সৈন্যের সহিত দুইজন সেনাপতি বন্দী অবস্থায় আমার নিকট আনীত হইল। তাহাদিগকে আমি গুরুতর শাস্তি প্রদান করিলাম। কতকগুলি বন্দীকে জীবদ্দশায় গাত্রের চর্ম্ম তুলিয়া হত্যা করিতে, কতকগুলির গলদেশে গোরুর যোয়ালি বন্ধন করিয়া ঘুরাইতে, কাহাকেও নদীর ভিতর দিয়া লইয়া যাইতে আদেশ দিলাম এবং কতকগুলি বন্দীকে হস্তীপদতলে মথিত করিতে বলিলাম। যাহারা রণক্ষেত্র হইতে আহত অবস্থায় পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা নিরাশ-হৃদয়ে খসরুর নিকট উপস্থিত হইল। এই দিন সংবাদ পাইলাম যে, লাহোর নগর খসরুর সৈন্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছে এবং নগরবাসিগণ ও নগরের মধ্যস্থ সৈন্যগণ একত্র হইয়া ঐ কার্য্যে বাধাপ্রদান করিতেছে। হোসেন বেগ বদকৃসানি খসরুকে বলিলেন যে, লাহোর নগরের অধিবাসিগণ রাজকীয় তোষাখানা লুঠ করিতেছে এবং গোলন্দাজদিগকে তাহাদের নিয়মিত বেতন ব্যতীত বহু মুদ্রা দান করিতেছে। খসরুকে এই লুণ্ঠন ব্যাপারে রত করিয়া তাহাকে আমার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে লইয়া যাইবার জন্য এই ব্যক্তি খসরুকে এই প্রকারে প্রলুব্ধ করিয়া ফেলিল। এই নগর লুণ্ঠন করিয়া অতুল ধনরাশি পাইবার লোভে খসরু নগরের ফটক

বন্ধ করিতে আদেশ প্রদান করিল। এই প্রকারে দুর্দ্দশাগ্রস্ত নগর সাতদিন ব্যাপিয়া নির্দ্দয় লুণ্ঠনকারীদিগের হস্তে রহিল। ধনীসন্তানগণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। রক্তপিপাসু দস্যুগণ তৎপরে প্রাসাদের একটি সিংহদ্বারে আগুন লাগাইয়া দিল। নগরের দ্বাদশটি প্রধান সিংহদ্বার আছে। ইতিমধ্যে দিলওয়ার খাঁ, হোসেন বেগ এবং কোতো-য়াল নুরুদ্দিন কুলি ভিতর হইতে সিংহদ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং নগরবাসিগণ অগ্নির উপর অনবরত জল ঢালিতে লাগিল। এই প্রকারে সিংহদ্বারটি রক্ষা পাইল। শত্রুগণ ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া নিরাশ হইয়া পড়িল। নুরুদ্দিন কুলি দুর্গ-প্রাচীরে উঠিয়া শত্রুদিগের মধ্যে বন্দুক এবং গোলা গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে লুণ্ঠনকারিগণ সমূহ বিপদগ্রস্ত হইল। খসরুর সেনাপতিগণ এবং সৈন্যগণ নগর অধিকার করা সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িল, অধিকন্তু সম্রাটের সৈন্যের আগমন সংবাদে তাহারা নিতান্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। এই বিদ্রোহ-ব্যাপারে যোগদান করিয়া তাহারা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে বলিয়া অনুতপ্ত হইল। সকলেই নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িল। তথাপি মরণ পণ করিয়া ১ লক্ষ ১২ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য রাত্রিযোগে আমার শিবির আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ১৩ই এপ্রিল সন্ধ্যাকালে তাহারা লাহোর নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ১৮ই এপ্রিল রাজুস আলির পান্থশালায় অবস্থিতিকালে সংবাদ পাইলাম যে, লাহোর নগর, পরিত্যাগ করিয়া খসরু ২০ হাজার সৈন্য লইয়া কোন্ দিকে চলিয়া গিয়াছে তাহা কেহ জানে না। এই সংবাদ পাইয়া আমি নিতান্ত চিন্তিত হইলাম। খসরু পাছে আমাকে কৌশলপূর্ব্বক এড়াইয়া পলায়ন করে এই জন্য আমি তৎক্ষণাৎ সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে হুকুম দিলাম, তখন মুসলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। সেই দিনই আমি

গণ্ডওয়াল নদী অতিক্রম করিয়া দোওয়াল নগরে শিবির স্থাপন করিলাম। সেই দিন দ্বিপ্রহরে সেখ ফরীদ খসরুর পলায়নে বাধা প্রদান করিয়া একেবারে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হন। এই সময়ে আমি সুলতান নগরে ছিলাম। আমি আহার করিতে বসিয়াছি এবং মোওজাল-উল-মুলক আমার জন্য গম ভাজা আনিয়াছেন, এমন সময় সেখ ফরীদের এই কৃতকার্য্যতার বিবরণ জানিতে পারিলাম এবং আরো শুনিলাম যে, তিনি খসরুর সৈন্যের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন। আমি তৎক্ষণাৎ একগ্রাস আহার করিয়া আমার অশ্ব সজ্জিত করিতে আদেশ দিলাম এবং ঈশ্বরের সহায়তা ভিক্ষা করিয়া চিন্তাশূন্য হৃদয়ে কেবল আমার তরবারি ও বর্শা লইয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার নিকট তখন কেবল দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। সেদিন যে তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে যাইতে হইবে তাহা তাহারা জানিত না। সামরিক নীতি অনুসারে খসরুর বৃহৎ সৈন্যদলের বিরুদ্ধে এই ক্ষুদ্র দলকে নিয়োজিত করা নিতান্ত অসঙ্গত বিবেচিত হইবে; অধিকন্তু সৈন্যগণও ইহাতে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া পড়িল। তাহাদিগকে সাহসী হইতে বলিয়া আমি সমগ্র সৈন্যদলকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে বলিলাম। গণ্ডোয়াল নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, আমার পক্ষে ২০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং ৫০ হাজার উষ্ট্রবাহী বন্দুকধারী সৈন্য একত্রিত হইয়াছে। সেখ ফরীদের সাহায্যার্থ আমি এই বিশাল সৈন্য প্রেরণ করিলাম। এই সঙ্কটকালে আমি খসরুর নিকট মির জমালুদ্দিনকে এই সংবাদ দিয়া প্রেরণ করিলাম যে, এখনো শান্তি স্থাপনের সময় আছে, খসরু যেন যুদ্ধ করিয়া সহস্র সহস্র মানবের রক্তপাতের হেতু না হয়। খসরু স্বয়ং যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইতে উদ্‌গ্রীব হইলেও, তাহার দুর্দ্দান্ত অনুচরগণের পরামর্শে সে আমাকে বলিয়া

পাঠাইল যে,—"এতদূর অগ্রসর হইয়া এক্ষণে তরবারি ব্যতীত আর অন্য কোনো উপায় দেখিতে পাইতেছি না। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর এই যুদ্ধে উপযুক্ত মস্তকেই রাজমুকুট প্রদান করিবেন।" মির জমালুদ্দিনের নিকট হইতে খসরুর এই উদ্ধত উত্তর পাইয়া সেখ ফরিদকে বলিয়া পাঠাইলাম যে আর চিন্তার সময় নাই, বিদ্রোহীদলের প্রধান ভাগ আক্রমণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। সেই মুহূর্ত্তে যুদ্ধ আরম্ভ হইল একদিকে বাহাদুর খাঁ ত্রিশ হাজার বর্ম্মপরিহিত অশ্বারোহী সৈন্য ও ২০ হাজার উষ্ট্রারোহী বন্দুকধারী সৈন্য লইয়া এবং অন্য দিকে সেখ ফরিদ একদল বিশিষ্ট যোদ্ধা লইয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে খসরুর পক্ষে দুই লক্ষ অশ্বারোহী এবং উষ্ট্রারোহী সৈন্য ছিল। বাহাদুর খাঁর অশ্বারোহী সৈন্যগণ যে প্রকার বর্ম্ম পরিধান করিয়াছিল, খসরুর অশ্বারোহী সৈন্যগণও সেই প্রকার বর্ম্ম পরিহিত ছিল। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই সাম্রাজ্য আমার অধীনে থাকিবে বলিয়াই আমি জয় লাভ করিলাম। খসরুর ত্রিশ হাজার সৈন্য হত হইল এবং অবশিষ্ট সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। এই গোলযোগের সময় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অজানিতভাবে পলায়ন করিবার জন্য খসরু পাল্কীতে আরোহণ করিয়াছিল। বাহাদুর খাঁ দৈবক্রমে সেই স্থানে আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিবেষ্টন করিতে সৈন্যদিগকে আদেশ দিলেন। সেখ ফরীদও তখন সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। খসরু পলায়নের কোনো উপায় না দেখিয়া পাল্কী পরিত্যাগ করিয়া সেখ ফরীদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল যে, আর বল প্রকাশ করা বৃথা, এক্ষণে সে নিজেই তাহার পিতার পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। আমি তখন গণ্ডোয়ালে ছিলাম। ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, এই বিপদের

সময় আমার মনে হইযাছিল যে খসরু আমার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। কিন্তু জমালুদ্দিন হোসেনি বলিলেন যে, সেখ ফরীদ সেই রাত্রে শত্রুদিগকে পরাজিত করিতে কখনো সক্ষম হইবেন না, কারণ তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিযাছেন যে, খসরুর সৈন্য সংখ্যা তাঁহার অপেক্ষা অধিক। আমরা যখন এইরূপ আলোচনা করিতেছিলাম, তখন সংবাদ পাইলাম যে, সেখ ফরীদ জয়ী হইয়া খসরুকে বন্দী করিয়াছেন। জমালুদ্দিন তথাপি এই সংবাদে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া আমার পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন যে, ইহা কখনো সত্য নহে। কিযৎক্ষণ পরে আমাদের সকল সংশয় বিদূরীত হইল খসরু এবং তাহার একজন সেনাপতি আমার সম্মুখে আনীত হইল। এই দুঃসময়ে সেখ ফরীদ এবং বাহাদুর খাঁ অতিশয় বিচক্ষণতা এবং বীরত্বের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। এই কারণে আমি বাহাদুর খাঁকে পাঁচ হাজারের পদে উন্নীত করিয়া, রাজপতাকা এবং বহুমূল্য সাজে সজ্জিত অশ্ব উপহার প্রদান এবং তাঁহাকে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলাম। সেখ ফরীদ এতদিন দুই হাজার সৈন্যের অধিনায়ক আমীর ছিলেন, এক্ষণে আমি তাঁহাকে চারি হাজারের পদে উন্নীত করিলাম। সয়েদ মহম্মদের পুত্র সয়েফখাঁও এই যুদ্ধে অতিশয় বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহের নানা অংশে তিনি সতেরোটি আঘাত প্রাপ্ত হন। এই যুদ্ধে সয়েদ জালাল হৃদ্‌পিণ্ডের উপবিভাগে এক দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হন। কিয়দ্দিন পরে তিনি ইহাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি এক সম্ভ্রান্ত আফগান-পরিবারের সন্তান ছিলেন। খসরুর দুইজন সেনাপতি সয়েদ জালাল এবং তাহার ভ্রাতা নিতান্ত ভীত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে। উইমাক্ সম্প্রদায়ের চারিশত নেতা এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে এবং সাতশত নেতা বন্দী অবস্থায় আমার সম্মুখে আনীত হয়। খসরুর

বহ্নালঙ্কারের সিন্দুক কতকগুলি অজানিত লোকের হস্তে পতিত হয়। তাহারা ইহা লইয়া পলায়ন করে। এই সিন্দুকে ১৮ কোটী টাকার বহ্নালঙ্কার ছিল। সেই দিনই আমি লাহোর নগরে প্রবেশ করিলাম এবং থাকার প্রাসাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। হস্তীর লড়াই দেখিবার জন্য পিতা এই প্রাসাদের মধ্যে একটি মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আমি রাবি নদীর তলদেশে বহু তীক্ষ্ণ শূল পুঁতিতে আদেশ দিলাম এবং এই মণ্ডপে বসিয়া যে সাতশত বিদ্রোহী খসরুর সহিত যোগদান করিয়াছিল, তাহাদিগকে তাহার উপর ফেলিয়া মারিয়া ফেলিতে আদেশ দিলাম। এই শাস্তির ন্যায় কষ্টদায়ক শাস্তি আর নাই, কারণ ইহাতে শীঘ্র মৃত্যু হয় না। এই ভয়াবহ শাস্তির ভীষণ যন্ত্রণা দেখিয়া লোকে আর সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিবে না, এই মনে করিয়া এই রূপ শাস্তির ব্যবস্থা করিলাম। আমার রাজত্বের প্রথমেই লাহোর নগরের অকৃতজ্ঞ ভণ্ডদিগের মধ্যে অধিককাল বাস করা অযৌক্তিক বিবেচনা করিয়া এবং আগ্রা নগরীতে রাজকোষ থাকা হেতু আমি শীঘ্রই রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। হতভাগ্য, অনুতপ্ত খসরুকে দিলওয়ারখাঁর অধীনে বন্দী করিয়া রাখিয়া আসিলাম। পুত্রই সাম্রাজ্যের মঙ্গল চেষ্টার এবং রক্ষার প্রধান আশ্রয় ও অবলম্বন। তাহার সহিত সর্ব্বদা এই প্রকার বিরোধ থাকা সকল উন্নতির প্রতিবন্ধক! আমি কখনো অবিজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করি নাই। আমি চিরকালই আমার বিবেক বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা আমার সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি। আমার গুরু ও পিতামহাশয়ের এই উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া থাকি। তিনি বলিতেন যে, রাজপুত্রদের দুইটি গুণ থাকা আবশ্যক; উপযুক্ত সুযোগ সকল কার্য্যে লাগাইবার বুদ্ধি এবং বিশ্বস্ততা। সাম্রাজ্য রক্ষা

সম্বন্ধে একটির প্রয়োজন এবং নিজের সৌভাগ্য রক্ষা করিবার জন্য অন্য গুণটি আবশ্যক। কিন্তু প্রায়ই আমাদের অজ্ঞাতসারে উন্নতির সুযোগগুলি আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করে।

রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুন আমি রাজধানী আগ্রা নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। হতভাগ্য খসরু তাহার অন্যায় আচরণের জন্য অনুতপ্ত হইয়া তিন দিন, তিন রাত্রি খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করে নাই এবং কিছুই পান করে নাই। এই কয়দিন সে হাহাকার ও ক্রন্দন করিয়া কাটাইয়া দিয়াছে। তপস্বী এবং যোগিগণই এতদিন অনাহারে থাকিতে পারে, কিন্তু তাহারাও জীবন রক্ষার জন্য দিনে একবার আহার করিয়া থাকে। খসরু তাহাও করে নাই।

কালুজেন, নিপুণতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা এব পরিশ্রমশীলতায় তাহার পিতাকেও অতিক্রম করিয়াছে। দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত সে আমার সেবা করিয়া থাকে এবং রৌদ্র, বৃষ্টি ও শীত গ্রীষ্ম উপেক্ষা করিয়া সে তাহার যষ্টির উপর ভর দিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করে। শিকারের সময়ও সে নিয়মিতরূপে পাঠ করিতে ত্রুটি করে না। এই সকল কার্য্যের জন্য আমার সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বেই আমি তাহাকে এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক-পদ প্রদান করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাকে দুই হাজারের পদ প্রদান করিলাম। কিন্তু তাহার ধনবৃদ্ধি বশতঃ সে আর পূর্ব্বের ন্যায় পরিশ্রমশীল নাই। লোকদিগের আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহাদিগের কার্য্য-প্রণালী দেখাই রাজাদিগের কর্ত্তব্য এবং কার্য্যের গুণানুসারেই তাহা-দিগকে ধনে এবং পদমর্য্যাদায় উন্নত করা কর্ত্তব্য। আমার পিতা এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রতি মাসের প্রথম দিবসে তিনি প্রথমে তাঁহার

বন্দুক হইতে একটি গুলি নিক্ষেপ করিলে সমুদয় আমীর তাহাদের বন্দুক হইতেও ঐ প্রকারে গুলি নিক্ষেপ করিবেন এবং তৎপরে সর্ব্বোচ্চ হইতে সর্ব্ব নিম্ন পদস্থ সৈন্যগণও তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে। যুদ্ধ ব্যতীত এই দিন ছাড়া অন্য কোনো দিন বন্দুক এবং কামান ছুঁড়িবার নিয়ম ছিল না। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসারে আমিও রাজ্যের মধ্যে এই নিয়ম স্থির রাখিতে আদেশ দিয়াছি। আমি আমার বন্দুক দ্রস্তনদাজ হইতে একটি গুলি নিক্ষেপ করিলে, সমুদয় কর্ম্মচারী তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। তুফাঙ্গ নামক বন্দুক লক্ষ্যভেদে এ প্রকার স্থির এবং ইহার নির্ম্মাণ কৌশল এতদূর সূক্ষ্ম এবং সুচিন্তিত যে, কোনো সৈন্য শ্রেণীর পুরোভাগে যদি এই প্রকার ৫০ হাজার বন্দুকধারী উষ্ট্রারোহী সৈন্য থাকে তবে তাহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারে। সমগ্র রাজ্যের দুর্গ সমূহ, প্রধান নগর সকল এবং অন্যান্য স্থান রক্ষা করিবার জন্য ৩০ লক্ষ সৈন্য ব্যতীত কেবল আমার নিকটে এবং কিঞ্চিৎ দূরস্থানে এক্ষণে ৫ লক্ষ উষ্ট্রারোহী এবং পদাতিক সৈন্য আছে। এতদ্ব্যতীত সাম্রাজ্যের অসংখ্য দুর্গ সমূহের মধ্যে অগণিত কামান, বন্দুক, গোলাগুলি আছে। এক একটি কামানে ৮ শত ৪০ সের বারুদ এবং গুলির প্রয়োজন হয়।

পথিকদিগের সুখ-চেষ্টা

যখন আমি লাহোর পরিত্যাগ করিয়া আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম তখন যে পথ দিয়া আমি আগ্রায় আসিলাম সেই পথের চতুষ্পার্শস্থ জমিদারদিগকে ঐ রাস্তার দুইদিকে এবং প্রত্যেক নগর, গ্রাম ও আমার বিশ্রামস্থলে তুঁতবৃক্ষ এবং অন্যান্য প্রকাণ্ড বৃক্ষসকল রোপণ করিতে আদেশ দিলাম। গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ হইতে পথশ্রান্ত পথিকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এই প্রকার ছায়াসমন্বিত বৃক্ষ রোপণ করিতে বলিলাম। আগ্রা হইতে লাহোর পর্য্যন্ত প্রতি দুই ক্রোশ পরে ইষ্টক অথবা প্রস্তর নির্ম্মিত সুদৃঢ় পান্থশালা নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিলাম এবং প্রতি পান্থশালায় একটি স্নানাগার এবং একটি পুষ্করিণী করিতে বলিলাম। এই সকল পান্থশালার তত্ত্বাবধানের জন্য কতকগুলি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া দিলাম। কর্ম্মরত পথিকদিগের কার্য্যের কোনো প্রকার ব্যাঘাত না হয় এই জন্য প্রতি নদীতে লোক যাতায়াতের পথে সেতু নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিলাম। এই প্রকারে আগ্রা হইতে বঙ্গদেশ—এই ছয় মাসের রাস্তার সর্ব্বস্থানে বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে এবং পান্থশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বৃক্ষ এক্ষণে বৃহৎ হইয়াছে সুতরাং শ্রান্ত ক্লান্ত পথিকেরা তাহার ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকে। এইদিকে আমার অনুরাগ দেখিয়া ধনিগণ, আমার অনুগ্রহ লাভের জন্য এই পথের স্থানে স্থানে নানাপ্রকার ফলের বাগান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে যাঁহারা আমার এই বৃহৎ সম্রাজ্যের মধ্যে ভ্রমণ করিবেন, তাঁহাদিগকে কোনো প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। কিয়দ্দূর ব্যবধানেই

তাঁহারা বাসের জন্য আরাম-গৃহ এবং আহার ও শ্রান্তিনাশের জন্য নানাপ্রকার তৃপ্তিদায়ক ফলমূল ও খাদ্যদ্রব্য পাইবেন ; তাঁহাদের ভ্রমণের ক্লেশ পাইতে হইবে না। আমি দৃঢ়রূপে বলিতে পারি, ইহকাল এবং পরকালের সুগতির জন্য এইরূপ কার্য্য করাই বিধেয়। এই প্রকার কার্য্যই আমাদের মৃত্যুকে পবিত্র করে। মানবের হিতকর কার্য্য সকলই পৃথিবীতে আমাদিগকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখে। কিন্তু ইহার জন্য কখনই গর্ব্বিত হওয়া উচিত নহে। পুরস্কারের লোভে ঈশ্বরের কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। যে সকল নীতি দ্বারা রাজাদের পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য, তন্মধ্যে এই একটি উপদেশ আছে যে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সম্মতি না লইয়া কোনো কার্য্য করা অতিশয় নির্ব্বুদ্ধিতা। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, নিজের মনের স্থিরতা ব্যতীত অন্যের পরামর্শে কোনো ফল হয় না এবং অপরের পরামর্শে রাজ্যসংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য পরিচালিত করিলে অন্তরের মধ্যে একজন মানবকে ঈশ্বরের সহযোগী করিয়া দেওয়া হয়। অন্যের পরামর্শ এবং উপদেশ দ্বারা যিনি সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করেন এবং প্রজার সুখ দুঃখ নির্দ্ধারিত করেন, পরামর্শ-দাতার পরামর্শে তাঁহার রাজ্যে কোনো অত্যাচার, অবিচার অনুষ্ঠিত হইলে পরকালে তাঁহাকেই তজ্জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। রাজ্যে মঙ্গলা-মঙ্গলের জন্য রাজাকেই কৈফিয়ৎ প্রদান করিতে হইবে, তাঁহার পরামর্শ-দাতাদিগকে নহে। যাঁহার হস্তে রাজদণ্ড এবং রাজমুকুট আছে, তিনি যদি প্রজার সকল সুখ দুঃখের বিষয় অবগত থাকেন, তবে তাহা কি প্রকার শোভনীয় হয়! সাম্রাজ্যের মূলে এই প্রকার কর্ত্তব্যশীল কর্ণধার থাকিলে প্রজাগণের সকল অভাব শীঘ্রই বিদূরিত হয়।

কর্ম্মচারীদিগের বীরত্ব

মৌসাহেব খাঁ অতিশয় সাহসী এবং একজন প্রসিদ্ধ বীর। আমার পিতার সময় তিনি তিন হাজার সৈন্যের অধিনায়ক আমীরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আমি তাঁহাকে পাঁচ হাজারের পদে উন্নীত করিলাম এবং গুজরাটের সমুদয় সৈন্যের অধিনায়ক-পদ প্রদান করিলাম। এই দুঃসাহসিক ব্যক্তির বীরত্বপূর্ণ কার্য্য সমূহ বীর রস্তমের কার্য্যের অনুরূপ। গুজরাট প্রদেশ পূর্ব্বে জঙ্গলপূর্ণ, পর্ব্বতময় অরণ্যভূমি ছিল এবং অকর্ষিত পতিত অবস্থায় পড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সুশাসনে এবং সুবন্দোবস্তে শীঘ্রই ইহা পরিষ্কৃত হইল এবং জনপদে পূর্ণ হইল; পথিকগণ নির্ভয়ে সর্ব্বথা বিচরণ করিতে সমর্থ হইল। এই সময়ে আমি তাঁহাকে খাঁ উপাধিতে ভূষিত করিলাম। একদা পিতা, লাহোরের নিকটবর্ত্তী কোনো স্থানে চারি হাজার লোক লইয়া সিংহ শিকার করিতে গিয়াছিলেন। এই সময়ে মৌসাহেব খাঁ অদ্ভুত বীরত্ব এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। পিতা হস্তীতে আরোহণ করিয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করেন। এই জঙ্গলে ২০টি সিংহ এবং সিংহী ছিল। পিতা জঙ্গলে প্রবেশ করিবামাত্রই তিনটি সিংহী তাঁহার হস্তীকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে এবং একটি সিংহী প্রকাণ্ড লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক আমার পিতার উরুদেশ দংশন করে। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময়ে মৌসাহেব খাঁ তাঁহার অশ্ব "কোপারা"য় আরূঢ় হইয়া এই স্থানে আগমন করেন। তিনি এই ভীষণ অবস্থা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ প্রভুকে রক্ষা করিতে ছুটিলেন এবং এক হস্তে সিংহীর গলা ধরিয়া অন্য হস্ত দ্বারা একটি তীক্ষ্ণ ছুরিকা তাহার পেটে বিদ্ধ করিয়া

দেন। সিংহী তৎক্ষণাৎ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে পতিত হয়। তৎপরে অপর দুইটি সিংহী মোসাহেব খাঁকে আক্রমণ করে। তিনি তৎক্ষণাৎ দুই হস্তে তাহাদের গলা ধরিয়া দুই সিংহীর মস্তক এত জোরে ঘর্ষণ করেন যে তাহাদের মুখ এবং নাক দিয়া মস্তিষ্ক নির্গত হইয়া পড়ে। এই সকল বীরত্বপূর্ণ এবং সাহসিক কার্য্যের জন্য তাঁহাকে যোগ্যরূপেই "সেরেফ্রাজ খাঁ" উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি যে প্রকার বীর সেই প্রকার রণকুশল। মির্জা মহম্মদও বীরত্বের জন্য বিখ্যাত। তিনি মুসেদের এক সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব। আমার পিতার রাজত্বের সময় তিনি পাঁচশতের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, আমি তাঁহাকে ইতঃপূর্ব্বেই এক হাজার সৈন্যের অধিনায়ক আমীরের পদ প্রদান করিয়াছিলাম। একদা একটি প্রকাণ্ড সিংহ আহতাবস্থায় আমার নিকট আনীত হয়। আমার নিকট আসিবার কয়েকদিন পরে তাহার মৃত্যু হয়। তরবারির এক আঘাতে তাহার দেহ হইতে মস্তকটি বিচ্যুত করা যায় কিনা তাহা লইয়া আমাদের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হয়। অনুচরগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, ইহার গলদেশের কেশর এত ঘন যে দেহ হইতে মস্তক বিচ্যুত করা অসম্ভব। রাজা মানসিংহের এক আত্মীয় রাজপুত, শারীরিক বল বীর্য্যের জন্য বিখ্যাত। তিনি বলিলেন যে অনুমতি পাইলে তিনি এক আঘাতে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিতে পারিবেন। আমি অনুমতি প্রদান করিলে তিনি সজোরে সিংহের গলদেশে তরবারিদ্বারা আঘাত করেন। কিন্তু তাহাতে কয়েকটি কেশর কাটিয়া গেল, আর কোনই ফল হইল না। ইহা দেখিয়া মির্জা মহম্মদ অগ্রসর হইলেন এবং সিংহের মস্তকচ্ছেদন করিতে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আমি বলিলাম, "ঈশ্বরের নামে আপনাকে এই অনুমতি দিতেছি, দেখি আপনি কি করিতে পারেন।" তদনুসারে তিনি তরবারি উত্তোলন করিয়া এত জোরে উহা

সিংহের গলদেশে ফেলিলেন যে, তাহার মস্তক, দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া দূরে গিয়া পড়িল, দর্শকগণ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ত্রিশ হাজার টাকা উপহার প্রদান করিলাম এবং তাঁহাকে মির্জা মহম্মদ সের বি দাও নিম উপাধিতে ভূষিত করিলাম। অপর এক সময়ে আমার পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মির্জা কোকার পুত্র মির্জা সানসি গুজরাট হইতে আমাকে একটি উৎকৃষ্ট ধনুক প্রেরণ করেন। অতি বলশালী ব্যক্তিও এই ধনুক বাঁকাইতে সক্ষম হইত না। দর্শকদিগকে আশ্চর্যান্বিত করিয়া মির্জা মহম্মদ এই ধনুক এত বাঁকাইয়া ধরেন যে, মধ্যস্থল ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। ইহাতে আমি তাঁহাকে এক হাজারের পদ হইতে পনেরো শতের পদে উন্নীত করিলাম এবং মির্জা মহম্মদকে পিচকে মন (পর্ব্বতস্কন্ধকারী) উপাধি প্রদান করিলাম আমি তাঁহাকে লাহোরের সীমান্ত দেশের ফৌজদার নিযুক্ত করিলে তিনি সেই প্রদেশের কোনো পরাক্রান্ত রাজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহাকে পরাজিত করেন। এই সংবাদ পাইয়া আমি তাঁহাকে একটি উৎকৃষ্ট হস্তী উপহার দিলাম এবং তেওহাব খাঁ উপাধি প্রদান করিলাম তৎপরে আমার পরিবারস্থ কোনো মহিলার সহিত তাঁহার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিলাম। আমার আমীরদিগের মধ্যে বোকার সুদজাম থাউনি শৌর্য্য, বীর্য্যের জন্য বিখ্যাত। ধনুর্বাণ চালনা করিতে পৃথিবীতে ইহার দ্বিতীয় কেহ নাই। তাঁহার এই বিদ্যা পরীক্ষার নিমিত্ত একদা সন্ধ্যাকালে আমার সম্মুখে একটি স্বচ্ছ কাচের বোতল রক্ষিত হয়। এই বোতলের কিঞ্চিৎ দূরে একটি আলো স্থাপন করা হয় এবং একটি মোমের মক্ষিকা প্রস্তুত করিয়া বোতলের পার্শ্বে রক্ষিত হয়। তৎপরে এই মক্ষিকার উপরে একটি চাউল এবং একটি লঙ্কার বিচি রাখা হয়। সুদজাম থাউনি প্রথমে একটি তীর দ্বারা লঙ্কার বিচিটি বিদ্ধ করেন, তৎপরে

আব একটি তীব দ্বারা চালটি দূরে নিক্ষেপ কবেন এবং কাচেব বোতল-টিকে কিছুমাত্র স্পর্শ না কবিয়া তৃতীয় তীব দ্বারা মোমের মক্ষিকাকে আঘাত করেন। ধনুর্বিদ্যায় ইহা অপেক্ষা অধিক নিপুণতা আব কেহ দেখাইতে পাবে না।* দর্শকগণ তাঁহাব অদ্ভুত কৌশল দেখিয়া যৎ-পবোনাস্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আমিও তাঁহাব নিপুণতায় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে এক হাজাবেব পদ হইতে দুই হাজারেব পদে উন্নীত করিলাম এবং নুবজাহান বেগমের ভগিনী কন্যাব সহিত তাঁহাব বিবাহ দিলাম। এই পবিণয় হওয়াতে তিনি আমাব পুত্রেব তুল্য হইলেন।

---

* সম্রাট জাহাঙ্গীরও ধনুর্বিদ্যায় অতিশয় দক্ষ ছিলেন।

কাবুলের দস্যু দমন

ইতঃপূর্ব্বে সংবাদ পাইয়াছিলাম যে, কান্দাহারের পথে আফগানগ পথিকদিগের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকে। ইতঃপূর্ব্বে এই দস্যুদিগের দমনার্থ একদল সৈন্য প্রেরণ করিব স্থির করিয়াছিলাম এক্ষণে এ বিষয়ে কোন উপায় অবলম্বন করিব, তাহা যখন চিন্তা করিতে ছিলাম, তখন আমার রাজসভার একজন প্রসিদ্ধ সদস্য আল্লাদাদ খাঁ দস্যুদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে এমন প্রমাণ উপস্থিত করিলেন যে, আমি ঐ প্রদেশের জন্য একজন ফৌজদার নিযুক্ত করাই উচিত বিবেচনা করিলাম এবং স্থির করিলাম যে, দস্যুগণ ইহাকেও অবহেলা করিলে তাহাদিগের বিনাশ সাধনের ব্যবস্থা করিব। আমি আল্লাদাদ খাঁকে উক্ত প্রদেশের ফৌজদার নিযুক্ত করিলাম। কাবুলের রাস্তায় যে সকল দস্যু অত্যাচার করিয়া থাকে তাহাদিগকে দমনের জন্য লস্কর খাঁকে তথায় প্রেরণ করিলাম। লস্কর খাঁর পূর্ব্বনাম খাজা আবুল হোসেন ছিল। তিনি বহুদিন হইতে তৈমুর বংশের অধীনে কর্ম্ম করিতেছেন লস্কর খাঁ গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে ২০ সহস্র অশ্বারোহী এবং পদাতিক পার্ব্বতীয় সৈন্য কামান বন্দুক লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিরাম যুদ্ধ চলিল। পরিশেষে শত্রুগণ পরাজিত হইল এবং তাহাদের ১৭ হাজার সৈন্য হত, বহুসংখ্যক বন্দী ও অবশিষ্ট সৈন্যগণ পলায়ন করিল। বন্দিগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আমা

সম্মুখে আনীত হইল। সতেরো হাজার সৈন্যের মস্তক তাহাদের গলদেশে লম্বিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বহু চিন্তার পর স্থির করিলাম যে, বন্দীদিগের প্রাণ বিনাশ করিব না। আমার হস্তী সমূহের খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহের নিমিত্ত তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলাম।

আত্মচিন্তা

লঙ্কর খাঁর অপরিসীম চেষ্টায় কাবুলের রাস্তা দস্যুশূন্য হইল এবং এত নিরাপদ হইল যে, কাবুলের উৎপন্ন দ্রব্য সমূহ নির্বিঘ্নে লাহোর নগরে আসিতে লাগিল। মনুষ্যের রক্তপাত করা নিতান্তই দুঃখজনক. দুর্ভাগ্যবশতঃ শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইলে অনেক সময় কঠোরতা অবলম্বন করিতে হয়। কেন না সময় সময় কোনো প্রকার কঠোর পন্থা অবলম্বন না করিলে সমগ্র মানব-সমাজ বন্য পশুর ন্যায় নিজের নিজের প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থের নিমিত্ত এবং অপরের অনিষ্ট সাধনার্থ উন্মুখ হইয়া উঠিয়া থাকে। রাজার পক্ষে যে শান্তি নাই তাহা ঈশ্বর জানিতে-ছেন। তাঁহাকে সর্ব্বদা যে কি প্রকার মনোকষ্ট ভোগ করিতে হয় এবং চিন্তাবিষে জর্জ্জরিত হইতে হয় তাহা অপরে জ্ঞাত নহে। রাজাদিগের অদৃষ্টে চিন্তা এবং মনোকষ্ট ব্যতীত আর কিছুই নাই। তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতি এক মুহূর্ত্তের অমনোযোগিতায় কত অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়া যাইতে পারে। নিদ্রাতেও তাঁহাদের শান্তি নাই। এইরূপ কথিত আছে যে, আপনার দেহের চুলের মধ্যে রাজাদিগের শত্রু আছে; এ কথা সম্পূর্ণরূপে সত্য। "মহামূল্য রত্নের ন্যায় আমার এই উপদেশটি স্মরণ রাখিয়ো। ঈশ্বরের কৃপায় যদি তুমি সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা পাইয়া থাক তবে তোমার অধীন প্রজাবর্গের সহিত সদ্ভাব রাখিয়ো। উজ্জ্বল স্বর্ণ-নির্ম্মিত প্রাসাদ রাখিয়া যাওয়া অপেক্ষা এই পৃথিবীতে সুনাম এবং সুযশ রাখিয়া পরলোকে গমন করাই শ্রেয়ঃ।" ঈশ্বর যাহাকে মহিমান্বিত রাজশক্তি অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য প্রজাবর্গকে অত্যাচার, অবিচার এবং উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করা। আমি সত্যই বলিতেছি যে, আমি

কখনো বিলাসে এবং পার্থিব সুখে মত্ত হইয়া এই কর্ত্তব্য বিস্মৃত হই নাই। ঈশ্বর এই পৃথিবীব বত্ন সমহ অযাচিতভাবে, অপর্য্যাপ্তরূপে আমাব মস্তকে বর্ষণ কবিয়াছেন, কিন্তু আমি তাহাদিগকে কিছুমাত্র মূল্যবান জ্ঞান কবি না এবং তাহা বক্ষা কবিতে আকাঙ্ক্ষা কবি না। আমার পার্থিব সুখ-স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইযাছে। শিকাবেব আমোদ এবং অন্যান্য আমোদ সর্ব্বদাই দুঃখ কষ্টেব হেতু হইযাছে। বৃদ্ধাবস্থায উপনীত হইবাব প্রাক্কালে বুঝিতে পাবিতেছি যে, নির্জ্জন বাসেই আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ এব শান্তি পাইব। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই পৃথিবীতে কোনো সুখ এব আনন্দই চিরস্থায়ী নহে, সকলই ক্ষণভঙ্গুব চঞ্চল এবং মবণশীল। আমবা দেখিতেছি যে, যে মানব পার্থিব সুখ এবং আমোদে মত্ত এবং তাহাকেই সার জ্ঞান কবিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম বিস্মৃত হইতেছে, পবক্ষণেই দেখিতেছি সে অসীম দুঃখপাবাবাবে নিক্ষিপ্ত হইযা নিষ্পেষিত হইতেছে। যে পৃথিবী এই প্রকাব দুঃখপূর্ণ, তাহা অধিকাবেব নিমিত্ত অধর্ম্মাচবণ কবা যুক্তিসিদ্ধ নহে।" ভবিষ্যৎ বিপদ দূবীকবণার্থ আমি দস্যুদিগের প্রতি কঠোব ব্যবহাব কবিতে বাধ্য হইযাছি। কিন্তু আমি এ কথা নিশ্চযই বলিতে পাবি যে, নিজেব স্বার্থ সাধন অথবা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পবিতৃপ্তির জন্য আমি কখনো এরূপ কবি নাই। পৃথিবীব বিশ্বাসঘাতকতা এবং মিথ্যাচরণ আমার নিকট দিনেব আলোব ন্যায সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত। মানব-জীবনেব সুখেব জন্য যাহা প্রযোজন তাহা সকলই আমার আছে, আমি ইহাতে বিশেষ সৌভাগ্যবান। স্বর্ণ ও বত্নালঙ্কাবে, জাঁকজমকশালী বহুমূল্য সাজসজ্জা ও পবিচ্ছদে কোন্ ব্যক্তি আমাকে কবে অতিক্রম কবিয়াছে? আমি যদি ঈশ্ববেব সৃষ্ট প্রাণী সমূহের সুখ এবং সম্মানের প্রতি দৃষ্টি না বাখিযা কার্য্য করিতাম তাহা হইলে আমি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট অত্যাচাবী রাজা হইতাম।

সত্যি মিথ্যের কথা
বাজে কথা

বঙ্গদেশের ঐন্দ্রজালিক

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে কয়েকজন অদ্ভুতকর্ম্মা ঐন্দ্রজালিক আছে। তাহাদের অভূতপূর্ব্ব কৌশল আমাকে এত মুগ্ধ করিয়াছিল যে, এতৎ সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। একদা সাত জন বাজিকর আমার দরবারে আগমন করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল যে, তাহারা মানবের বুদ্ধির অগম্য কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করিতে সক্ষম। বস্তুতঃ তাহারা এমন আশ্চর্য্যজনক কার্য্য করিয়াছিল যে, তাহা দর্শন করিয়া আমি বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

প্রথমতঃ তাহারা বলিল যে, কেহ কোনো বৃক্ষের নাম করিলে তাহারা সেই বৃক্ষের বীজ মৃত্তিকাতে রোপণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই বৃক্ষ উৎপন্ন করিবে। আমার সভাসদ খান-ই জাহান তাহাদিগকে তুঁত বৃক্ষ উৎপন্ন করিতে বলিলেন। তৎক্ষণাৎ বাজিকরগণ দশটি বিভিন্ন স্থানে বীজ রোপণ করিয়া আমাদিগের অবোধ্য ভাষায় মন্ত্র পড়িতে লাগিল। নিমেষের মধ্যেই দশটি স্থানে দশটি তুঁত বৃক্ষ দেখা দিল। এই প্রকারে তাহারা আম্র, আপেল, সাইপ্রেস, আনারস, ডুমুর, বাদাম, আখরোট এবং অন্যান্য বহু বৃক্ষ উৎপন্ন করিয়াছিল। তাহারা এই সকল কার্য্য আমাদের সম্মুখে প্রকাশ্যরূপেই করিয়াছিল। বৃক্ষগুলি প্রথমতঃ ধীরে ধীরে মৃত্তিকা হইতে উত্থিত হইল এবং দুই এক হাত দীর্ঘ হইবার পর বহু শাখা প্রশাখা ও পত্রে শোভিত হইল। আপেল-বৃক্ষ হইতে যে আপেলটি উৎপন্ন হইল, তাহা আমার নিকট আনাইয়া দেখিলাম যে, ইহা সৌরভে এবং আকারে স্বাভাবিক আপেলের ন্যায়। অন্যান্য বৃক্ষ

হইতেও ফল আনিয়া আমাকে আস্বাদন করিতে বলিল। আমার সম্মুখেই বৃক্ষ হইতে ফলগুলি পাড়িয়া আনা হইল এবং সভাষদ্‌গণ তাহা আস্বাদন করিলেন। ফল উৎপন্ন হইবার পর শাখার উপর নানা বর্ণের মনোহর পক্ষীসকল আবির্ভূত হইল। তাহাদের সৌন্দর্য্য এবং সুস্বর অতুলনীয়। পক্ষীসকল আনন্দে শাখার উপর নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃক্ষের পত্রসমূহ শরৎকালীন বৃক্ষের রঙ্‌ ধারণ করিল এবং বৃক্ষগুলি ধীরে ধীরে মৃত্তিকার মধ্যে মিলাইয়া গেল। এই সকল ঘটনা যদি আমার চক্ষুর সম্মুখে না ঘটিত, তবে আমি কখনো বিশ্বাস করিতে পারিতাম না যে, কোনো মানব এরূপ অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

দ্বিতীয়তঃ এক দিবস রাত্রি দু'প্রহরের সময় সমুদয় জগৎ যখন গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন এই সাত জনের মধ্যে একজন বাজিকর আপনার পরিধেয় বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া একটি চাদরে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিল। তৎপরে সে এই চাদরের মধ্য হইতে একটি অত্যুজ্জ্বল আয়না বাহির করিল। এই আয়না হইতে এ প্রকার তীব্র রশ্মি নির্গত হইল যে, তদ্দ্বারা সমুদয় আকাশ অসম্ভবরূপে আলোকিত হইয়া উঠিল। পথিকগণ বলিয়াছিল যে, এই রাত্রিতে তাহারা নভোমণ্ডল এক অভূতপূর্ব্ব আলোকে পরিপ্লুত হইতে দেখিয়াছিল এবং আগ্রা হইতে যে সকল স্থানে গমন করিতে দশদিন লাগে, সেই সকল স্থানের লোকেরাও এই আলোক দেখিতে পাইয়াছিল। এই আলোক, অত্যুজ্জ্বল দিবসের আলোক অপেক্ষাও অধিক হইয়াছিল।

তৃতীয়তঃ সাতজন ঐন্দ্রজালিক একত্র দণ্ডায়মান হইয়া জিহ্বা কিংবা ওষ্ঠ না নাড়িয়া এমন সমতানলয়বিশিষ্ট সুস্বর-লহরী উত্থিত করিল যে, মনে হইল যেন তাহাদের সাত জনের গলা হইতে একটি স্বর নির্গত

হইতেছে। এই প্রকার স্বর বাহির করিবার সময় দেখিলাম যে, তাহারা জিহ্বা এবং মুখের সাহায্য লইতেছে না। অথচ একটি সুস্বর বাহির করিতেছে। * ইহাতে আমি বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলাম।

চতুর্থতঃ তাহারা এক শত হাওয়াই বাজি প্রস্তুত করিয়া তাহা কিয়দ্দূরে একটি উচ্চ স্থানে রাখিয়া আমাকে বলিল যে, তাহারা এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবে, অথচ বাজিগুলি আপনা আপনি জ্বলিয়া উঠিবে। আমার আজ্ঞা পাইয়া তাহারা ঐরূপই করিল।

পঞ্চমতঃ বাজিকরগণ আমার সম্মুখে একটি গরম জলপূর্ণ বৃহৎ কটাহ স্থাপন করিয়া তাহাতে প্রায় ৩ মণ চাউল ফেলিয়া দিল। তৎপরে বিনা অগ্নিতে কটাহের জল ফুটিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহারা কটাহের ঢাকনি তুলিয়া তাহা হইতে ভাত বাহির করিয়া একশত থালা পূর্ণ করিল, অধিকন্তু কটাহ হইতে প্রত্যেক থালায় একটি সিদ্ধ মুরগি রাখিল। এই ব্যাপার দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছিলাম।

ষষ্ঠতঃ এক শুষ্ক ভূমিখণ্ডের উপর বাজিকরগণ একটি পুষ্প স্থাপন করিল। তাহারা ইহার চতুর্দ্দিকে তিনবার নৃত্য করিবার পর পুষ্পের মধ্যদেশ হইতে একটি ফোয়ারা নির্গত হইল এবং তৎক্ষণাৎ অজস্রধারে গোলাপ পুষ্প ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু ফোয়ারার এক বিন্দু জলও ভূমি স্পর্শ করিল না। এক ঘণ্টাকাল ফোয়ারা হইতে জল নির্গত হইবার পর তাহারা পুষ্পটি সরাইয়া ফেলিল এবং ফোয়ারাও বন্ধ হইয়া গেল। তৎপরে আশ্চর্য্যের সহিত দেখিলাম যে, সেই স্থান যেমন পূর্ব্বে শুষ্ক ছিল, তেমনি রহিয়াছে, জলের চিহ্নমাত্রও নাই। পুনরায় তাহারা উপরোক্ত পুষ্পটি ভূমিতে স্থাপন করিল। স্থাপন করিবামাত্র উহা হইতে জল এবং অনলবর্ষী পুষ্পসকল নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

---

* Ventriloquism, সন্দেহ নাই

সপ্তমতঃ একজন বাজিকর নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান হইল। আর একব্যক্তি তাহার মস্তকের উপর আপনার মস্তক রাখিয়া শূন্যে পদদ্বয় স্থাপন করিল। তৃতীয় বাজিকর তাহার পদদ্বয় দ্বিতীয় বাজিকরের পদদ্বয়ের উপর স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। এই প্রকারে সাতজন বাজিকর দণ্ডায়মান হইল। প্রথম বাজিকর--যাহার মস্তকের উপর ছয়জন বাজিকর অবস্থিত করিতেছিল—একটি পদ স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত উত্থিত করিল এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এক পদের উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। আমি তাহাদের বল এবং স্থিরতা দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলাম।

অষ্টমতঃ একটি বাজিকর পূর্ব্বের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইল আর একটি বাজিকর তাহার পশ্চাদ্দেশ হইতে তাহার কটিদেশ ধারণ করিল। এইরূপে ৪০ জন লোক পরস্পরের কটিদেশ ধারণ করিলে পর, প্রথম ব্যক্তি বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া চলিল। তাহার অদ্ভুত বল দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়াছিলাম।

নবমতঃ ঐন্দ্রজালিকগণ এক জন মানুষকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়া তাহার দেহের অংশগুলি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা ঐ স্থানের উপর একটি চাদর বিছাইয়া দিল। তৎপরে এক বাজিকর ঐ চাদরের তলদেশে গমন করিবামাত্র সে এবং নিহত ব্যক্তি সুস্থদেহে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার দেহে কোনো প্রকার আঘাতের চিহ্ন দেখিলাম না।

দশমতঃ বাজিকরগণ একটা থলিয়া দর্শকদিগকে দেখিতে দিল। দর্শকগণ দেখিয়া বলিল যে, ইহা সম্পূর্ণ খালি, ইহার ভিতরে কিছুই নাই। তৎপরে একজন বাজিকর থলিয়ার মধ্যে, হস্ত প্রদান করিয়া তন্মধ্য হইতে দুইটি বৃহৎ এবং অতি সুন্দর লড়াইয়ের মোরগ বাহির

করিল। থলিয়া হইতে নির্গত হইয়াই তাহারা প্রবল তেজের সহিত লড়াই করিতে আরম্ভ করিল। এক ঘণ্টা লড়াইর পর বাজিকরগণ তাহাদের উপর একটি চাদর ফেলিয়া দিবামাত্র তাহারা অদৃশ্য হইল। বাজিকরগণ পুনরায় চাদরটি তুলিবামাত্র সুদৃশ্য পালকসমন্বিত দুইটি তিতির পক্ষী আবির্ভূত হইল এবং সুন্দর স্বর-লহরীতে সকলকে মুগ্ধ করিল। পর্ব্বতের গায়ে তাহারা যে প্রকারে কীট, পতঙ্গ খুঁটিয়া আহার অন্বেষণ করে, সেই প্রকার শব্দ করিয়া কীট পতঙ্গ আহার করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার উপর চাদর নিক্ষিপ্ত হইলে তাহারা অদৃশ্য হইল এবং উহা তুলিবামাত্র সেই স্থানে দুইটি ভীষণ কৃষ্ণসর্প দেখা দিল। এই দুইটি ভীষণ সর্প তেজের সহিত পরস্পরকে আক্রমণ করিল। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিবার পর তাহারা শ্রান্ত হইয়া পড়িল। বাজিকরগণ পুনরায় তাহাদিগকে চাদর দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিলে তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল এবং উহা উঠাইলে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সমূহের কোনো চিহ্নই রহিল না।

একাদশ দৃশ্য :—বাজিকরগণ মৃত্তিকাতে একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহা জল দ্বারা পূর্ণ করিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিল। কর্ম্মচারিগণ উহা জলে পূর্ণ করিলে পর তাহারা পুষ্করিণীর উপরিভাগ আবৃত করিল। অল্পক্ষণ পরে আচ্ছাদনটি সরাইলে দেখা গেল সমুদয় জল এক বৃহৎ বরফখণ্ডে পরিণত হইয়াছে। বাজিকরগণ মাহুতদিগকে এই বরফের উপর দিয়া হস্তী চালাইতে বলিল। তদনুসারে এক মাহুত এক হস্তী লইয়া এই বরফ খণ্ডের উপর দিয়া অনায়াসে চলিয়া গেল, কোনো স্থান একটুকুও ভাঙ্গিল না। তৎপরে চাদর দ্বারা পুষ্করিণীর উপরিভাগ আবৃত করা হইল। চাদর অপসারিত করিলে দেখা গেল যে, বরফখণ্ড অদৃশ্য হইয়াছে এবং জলের চিহ্নমাত্রও নাই।

দ্বাদশ দৃশ্য ঃ—বাজিকরগণ কিঞ্চিৎ ব্যবধানে দুই তাঁবু স্থাপন করিল। দুই তাঁবুর দ্বার পরস্পরের সম্মুখীন করিয়া রাখা হইল। আমরা সকলে এই তাঁবুর ভিতর গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, দুইটি তাঁবুই শূন্য। দুই বাজিকর দুই তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে বলিল যে আমরা যে জন্তু উপস্থিত করিতে বলিব তাহারা তাঁবু হইতে সেই জন্তুই বাহির করিবে। খান-ই জাহান তাহাদিগকে অষ্ট্রীচ্ পক্ষী বাহির করিতে বলিলেন। তৎক্ষণাৎ দুই তাঁবু হইতে দুইটি বৃহত্তম অষ্ট্রীচ্ নির্গত হইয়া পরস্পরকে এ প্রকার ভীষণরূপে আক্রমণ করিল যে তাহাদের মস্তক বাহিয়া শোণিত পড়িতে লাগিল। পরিশেষে বাজিকরগণ তাহাদিগকে পৃথক করিয়া তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেল। তৎপরে আমার পুত্র খরম্ বাজিকরদিগকে নীলগাই উপস্থিত করিতে বলিল। তৎক্ষণাৎ দুই তাঁবু হইতে দুই ভীমদর্শন নীল গাই বাহির হইয়া লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হইল। এই প্রকারে দুই ঘণ্টা লড়াইর পর তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দিয়া তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে যে ব্যক্তি যে জন্তু দেখিতে চাহিল, বাজিকরগণ তাহাই উপস্থিত করিল। আমি এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার কারণ উদ্ভাবন করিতে বহু চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে সফলকাম হই নাই।

ত্রয়োদশ দৃশ্য ঃ—বাজিকরগণ এক ধনুক ও পঞ্চাশটি তীর হাতে লইল। একটি তীর শূন্যে নিক্ষেপ করিল। উহা শূন্যেই ঝুলিয়া রহিল। তৎপরে সে আর একটি তীর নিক্ষেপ করিল, উহা প্রথমটির নিম্নদেশে বিদ্ধ হইয়া ঝুলিয়া রহিল। এই প্রকারে পঞ্চাশটি তীর একটির সহিত আর একটি সংযুক্ত হইয়া ধান্যের শীষের ন্যায় শূন্যে ঝুলিতে লাগিল। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত বাজিকরগণ আর একটি তীর সর্ব্ব নিম্ন তীরের উপর নিক্ষেপ করিবামাত্র সমুদয় তীর ঝন্ ঝন্ শব্দে ভূমিতে

পড়িয়া গেল। ইহার অর্থ ভেদ করা আমার পক্ষে অসম্ভব বোধ হইয়াছিল।

চতুর্দ্দশ দৃশ্য ঃ—তাহারা একটি বৃহৎ পাত্র, পরিষ্কার জলে পূর্ণ করিয়া আমার সম্মুখে স্থাপন করিল। এক বাজিকর একটি রক্তবর্ণের গোলাপ পুষ্প হস্তে লইয়া আমাকে বলিল যে, জলের মধ্যে পুষ্পটি নিমজ্জিত করিলে আমি যে রঙ ইচ্ছা করি, সে, সেই রঙ উৎপন্ন করিতে পারিবে। তদনুসারে সে পুষ্পটি জলে দিবামাত্র উহা উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করিল এবং প্রত্যেক বার ডুবাইবার পর ইহা হইতে বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন প্রকৃতির পুষ্প উৎপন্ন হইতে লাগিল। আমি আদেশ করিলে সে একশত রঙের বিভিন্ন পুষ্প উৎপন্ন করিতে পারিত। তৎপরে তাহারা একটি শ্বেত বর্ণের সূত্র এই জলের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রথমতঃ ইহা রক্তবর্ণ পরে হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিল। আমি আদেশ করিলে তাহারা একশত বিভিন্ন রঙের সূত্র উৎপাদন করিতে পারিত।

পঞ্চদশ দৃশ্য ঃ—বাজিকরগণ এক পক্ষীর পিঞ্জর উপস্থিত করিল। যে পার্শ্ব আমার দিকে রহিল, সেই দিকে দুইটা সুদৃশ্য নাইটিঙ্গেল পক্ষী দেখিলাম। পিঞ্জরটি ঘুরাইবামাত্র নাইটিঙ্গেলদ্বয় অদৃশ্য হইল এবং তৎপরিবর্ত্তে সবুজবর্ণের দুইটা শুকপক্ষী ঐ স্থলে আবির্ভূত হইল। তৎপরে আর একবার ঘুরাইলে রক্তবর্ণের তিতির দেখা দিল। এই প্রকারে পিঞ্জর যতবার ঘুরাইতে লাগিল ততবার বিভিন্ন প্রকারের ও বিচিত্র বর্ণের পক্ষী দেখা দিতে লাগিল।

ষোড়শ দৃশ্য ঃ—বাজিকরগণ কুড়ি হস্ত পরিমাণ দীর্ঘ বিচিত্র বর্ণের সুদৃশ্য কার্পেট বিস্তৃত করিল। তাহারা এই কার্পেট উলটাইয়া দিবামাত্র ইহা বিভিন্ন বর্ণে এবং বিভিন্ন নমুনায় পরিবর্ত্তিত হইল। এই প্রকারে

যতবার তাহারা ইহা উল্টাইয়া দিতে লাগিল, ততবারই ইহা ভিন্ন ভিন্ন নমুনা এবং বর্ণ ধারণ করিতে লাগিল। আমি এক শতবার উল্টাইতে অনুরোধ করিলে ইহা একশত প্রকাব ভিন্ন নমুনা এবং বর্ণে পরিবর্তিত হইতে পারিত।

সপ্তদশ দৃশ্য ঃ—বাজিকবগণ এক বৃহৎ পাত্র আমার সম্মুখে আনিয়া জল দ্বারা পূর্ণ করিল। তাহাবা তৎপবে ইহা উল্টাইয়া সমুদয় জল ফেলিয়া দিল। পবে পাত্র সোজা করাতে দেখা গেল যে, ইহা পূর্ব্বের ন্যায় জলপূর্ণ রহিয়াছে। এই প্রকাবে তাহাবা একশতবার পাত্র উল্টাইয়া জল ফেলিয়া দিয়া পরক্ষণেই তাহা জলপূর্ণ অবস্থায় দেখাইতে পারিত।

অষ্টাদশ দৃশ্য ঃ—বাজিকবগণ এক বৃহৎ থলিয়া আনিল। ইহার দুই দিক খোলা ছিল। তাহারা এক দিক দিয়া একটা তরমুজ থলিয়াব মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল কিন্তু উহা অন্য দিক দিয়া শসায় পরিবর্তিত হইয়া থলিযাব ভিতর হইতে নির্গত হইল। তৎপরে শসা প্রবেশ করাইয়া দেওয়ায় অন্য মুখ দিয়া একরাশি আঙুর নির্গত হইল। পুনবায় আঙুর-গুলি প্রবিষ্ট করিয়া দিবার পব থলিযাব অন্য মুখ হইতে আপেল ফল বাহির হইল। এই প্রকারে একশতবার আদেশ করিলে তাহারা একশত প্রকার ফল দেখাইতে পারিত।

উনবিংশ দৃশ্য ঃ—এক বাজিকর আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া মুখ ব্যাদান করিল এবং তৎক্ষণাৎ তাহাব মুখের মধ্যে সর্পের মস্তক দেখা গেল। তাহার সঙ্গী আসিয়া সর্পের গলদেশ দৃঢ়রূপে ধরিয়া টানিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই চারি হস্ত দীর্ঘ এক সর্প নির্গত হইল। তৎপরে ইহা ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইবার পর আর একটি ঐ প্রকার দীর্ঘ সর্প নির্গত হইল। এইরূপে তাহার মুখ হইতে আটটি সর্প নির্গত হইয়া পরস্পরের সহিত ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

বিংশ দৃশ্য ঃ—বাজিকরগণ এক হস্তে এক খানি আয়না ধরিল এবং অপর হস্তে একটা গোলাপ পুষ্প লইল। তাহারা এই পুষ্প আয়নার পশ্চাতে মুহূর্ত্তের জন্য ধরিয়া আমার সম্মুখে আনিল। দেখিলাম যে গোলাপ পুষ্প অন্য বর্ণ ধাবণ করিয়াছে। এই প্রকারে ঐ পুষ্প সবুজ, লাল, হরিদ্রা বেগুনী, কালো এবং সাদা বর্ণ ধারণ করিল।

একবিংশ দৃশ্য ঃ—তাহাবা আমাব সম্মুখে দশটা চীনা মাটির পাত্র সাজাইয়া রাখিল। দর্শকগণ সকলেই দেখিল যে পাত্রগুলি শূন্য। অর্দ্ধঘণ্টা পর ইহাদেব মুখাবরণ খুলিলে দেখা গেল যে, একটা পাত্র গম দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে, অন্যটিতে মোবব্বা রহিয়াছে। আব কয়েকটি পাত্রে আচার, তেঁতুল, মিছবি প্রভৃতি রহিয়াছে। বলিতে কি, প্রত্যেক পাত্রেই কোনো প্রকাব খাদ্য দ্রব্য রহিয়াছে দেখা গেল। আমার অনুচরগণ এই সকল দ্রব্য আস্বাদনও করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা পুনরায় এই পাত্রগুলিব ঢাকনী খুলিলে দেখিলাম যে, পাত্রগুলি পূর্ব্বের ন্যায় শূন্য হইয়াছে। আমি এই অদ্ভুত ব্যাপাব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম।

দ্বাবিংশ দৃশ্য ঃ—বাজিকবগণ কবি সাদির গ্রন্থাবলী আমার সম্মুখে আনিয়া পূর্ব্ব পবীক্ষিত একটা থলিয়ার মধ্যে রাখিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা যখন উহা থলিয়ার ভিতব হইতে বাহির করিল, দেখিলাম যে সাদির গ্রন্থাবলী হাফিজের দেওয়ানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শেষোক্ত পুস্তকখানি থলিয়ার মধ্যে রাখিয়া পুনরায় বাহির কবিবাব পব দেখা গেল যে, ইহা সলোমনের গ্রন্থে পরিণত হইয়াছে। ইহা বহুবার করা হইল এবং প্রত্যেকবারই বিভিন্ন গ্রন্থকারের গ্রন্থসমূহ নির্গত হইতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ দৃশ্য ঃ—তাহারা পঞ্চাশহাত পরিমিত দীর্ঘ এক শৃঙ্খল লইয়া আসিয়া এক ধার আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া দিল। এই দিক যেন শূন্যেই, কোনো অদৃশ্য বস্তুতে আটকাইয়া রহিল। শৃঙ্খলের অপর দিক

ভূমির সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। তৎপরে তাহারা একটা কুকুর
আনিয়া শৃঙ্খলের নিম্নদিকে দণ্ডায়মান করাইয়া দিল। কুকুর তৎক্ষণাৎ
শৃঙ্খল বাহিয়া শেষ সীমায় গিয়া উপস্থিত হইল এবং সেস্থান হইতে অদৃশ্য
হইয়া গেল। এই প্রকারে এক একটা শকর, সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃঙ্খল
বাহিয়া উঠিয়া উপরিভাগে গিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। তৎপরে তাহারা
শৃঙ্খল নামাইয়া লইয়া উহা এক থলিয়ার মধ্যে রাখিল। জন্তুগুলি
আকাশের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল তাহা কেহই বুঝিতে পারিল
না। এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা বিশেষ আশ্চর্য্যজনক।

চতুর্বিংশ দৃশ্য :— তাহারা আমার সম্মুখে একটি আবৃত ঝুড়ি রাখিল।
আমি প্রত্যেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলাম যে উহাতে কিছুই নাই।
তৎপরে তাহারা আচ্ছাদনটি উন্মুক্ত করিবামাত্র দেখিলাম যে ইহা নানা
প্রকার সুস্বাদু ব্যঞ্জনে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাহারা পুনরায় ইহা আচ্ছা-
দিত করিল, কয়েকমুহূর্ত্ত পরে আবরণ উন্মোচন করিলে দেখিলাম যে
ঝুড়িটি বাদাম, কিসমিস্ প্রভৃতি শুষ্ক ফলের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। এই
প্রকারে প্রত্যেকবার আবরণ উন্মোচিত হইবার পরই ঝুড়িটি নানাপ্রকার
বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে পূর্ণ দেখিলাম।

পঞ্চবিংশ দৃশ্য :— বাজিকরগণ আমার সম্মুখে একটি আবরণযুক্ত পাত্র
স্থাপন করিয়া তাহা জলপূর্ণ করিল। তাহারা আবরণ খুলিয়া আমাকে
দেখাইল যে, ইহাতে কেবল জল রহিয়াছে। তৎপরে পাত্রটি আবৃত
করিয়া কিছুক্ষণ রাখিবার পর যখন ইহা খোলা হইল, তখন দেখা গেল
যে, এই জলে দ্বাদশটি সবুজবর্ণের বৃক্ষপত্র ভাসিতেছে। পুনরায় ইহা ঢাকিয়া
দেওয়া হইল। কিছুক্ষণ পরে ঢাকনা খুলিবার পর চারিটি সর্প জলে
ভাসিয়া বেড়াইতেছে দেখা গেল। তৎপরে ইহা অদৃশ্য হইল এবং
উহাদের স্থলে চারিটি বৃহৎ পক্ষী দেখা দিল। পরিশেষে যখন পাত্রটি

অনাবৃত করা হইল, তখন দেখিলাম যে, ইহা শূন্য, জলের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই।

ষড়বিংশ দৃশ্য :—এক বাজিকর তাহার কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে একটি চুণীর অঙ্গুরীয় আমাকে দেখাইল। সে এই অঙ্গুরীয় আর একটি অঙ্গুলিতে পরিবামাত্র চুণীটি মরকতে পরিণত হইল, আর একটি অঙ্গুলিতে পরিবামাত্র মরকতটি হীরকে পরিণত হইল। পুনরায় অন্য অঙ্গুলিতে ধারণ করিবামাত্র হীরক পান্নাতে পরিণত হইল। এই প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গুলিতে ধারণ করিবামাত্র ইহা বিভিন্ন বর্ণ এবং প্রকৃতির রত্নে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

সপ্তবিংশ দৃশ্য : একখানা ধারালো তরবারি ভূমিতে দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিয়া একজন বাজিকর তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল। কিন্তু ইহাতে সে সম্পূর্ণ অক্ষতাবস্থাতেই রহিল। এ প্রকার তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে সে যে কোনো প্রকারে আহত হয় নাই, ইহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম।

অষ্টবিংশ দৃশ্য :—বাজিকরগণ সাদা কাগজের একটি বাঁধানো খাতা আমার হস্তে প্রদান করিল। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, প্রত্যেক পাতাই সাদা, তাহাতে কিছুই মুদ্রিত, লিখিত অথবা অঙ্কিত নাই। একজন বাজিকর খাতাখানি আমার হস্ত হইতে লইয়া প্রথম পাতা খুলিলেই দেখিলাম যে ইহা সোনালি রঙ্ মিশ্রিত উজ্জ্বল লালবর্ণ ধারণ করিয়াছে এবং এই পাতাতে সুচারু কারুকার্য্য খচিত রহিয়াছে। পর পৃষ্ঠা খুলিলে দেখিলাম যে তাহা নীলবর্ণে রঞ্জিত এবং পাতার পার্শ্বে বিভিন্ন প্রকার নরনারীর চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। আর একটি পাতায় সিংহ ও গোরু, ভেড়া প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে এবং একটি সিংহ একটি গাভীকে আক্রমণ করিয়াছে। এই পাতাটি চীন দেশীয় রঙে চিত্রিত এবং স্বর্ণ-

খচিত। পরের পৃষ্ঠা সুন্দর সবুজ বর্ণে রঞ্জিত এবং স্বর্ণালঙ্কৃত। এই পাতাতে নানাবর্ণে চিত্রিত একটি বাগান অঙ্কিত রহিয়াছে। বাগানের মধ্যে একটি সুদৃশ্য মণ্ডপ এবং চতুষ্পার্শ্বে সাইপ্রেস বৃক্ষ, গোলাপ পুষ্প ও অন্যান্য বৃক্ষ রহিয়াছে। পর পৃষ্ঠা কমলালেবুর রঙে রঞ্জিত। এই পাতায় দুইটি বিপক্ষ রাজা ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এই প্রকার চিত্র অঙ্কিত আছে। এই প্রকারে প্রতি পৃষ্ঠা খুলিলেই বিভিন্ন প্রকার বর্ণে রঞ্জিত বিভিন্ন দৃশ্যের চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাইলাম। সমুদয় ভোজ বাজির মধ্যে এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া আমি অতিশয় পুলকিত হইয়াছিলাম।

বস্তুতঃ ঐন্দ্রজালিকদিগের এই সকল অত্যদ্ভুত কার্য্য মানবের বুদ্ধি এবং শক্তির অতীত বলিয়া বোধ হয়। এই সকল কার্য্য এ প্রকার কৌশল ও নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল যে, তাহা সাধারণ মানবের ক্ষমতার অতীত সন্দেহ নাই। আমি অবগত হইয়াছি যে, এই বিদ্যাকে "সেম্যানিয়ান" বিদ্যা বলে এবং ইহা ইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যে প্রচলিত। সাধারণ মানবের শক্তির বহির্ভূত কতকগুলি ক্ষমতা কোনো কোনো মানবের মধ্যে থাকা বশতঃ তাহারা এই আশ্চর্য্য কার্য্যসকল সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয়।

আবব দেশবাসীর আশ্চর্য্য কাহিনী

একদা আরবদেশবাসী চল্লিশবয বয়স্ক এক ব্যক্তি আমার দর্শনপ্রার্থী হইয়া বাজধানীতে আগমন করেন। তিনি যখন পবিচিত হইয়া আমা্র সম্মুখে উপস্থিত হইলেন তখন দেখিলাম যে তাহার একটি হস্ত নাই তাহা একেবারে স্কন্ধদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিলাম যে, জন্মাবধিই তাঁহাব হস্ত নাই, অথবা তিনি যুদ্ধে এই হস্তটি হারাইয়াছেন আমাব প্রশ্ন শুনিযা তিনি প্রথমতঃ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, যে অলৌকিক কারণে তিনি এই হস্তটি হারাইয়াছেন, তাহা অপবে শুনিলে কখনো বিশ্বাস করিবেন না বরং তাঁহাকে উপহাস কবিতে পারেন। সেই জন্য তিনি ইহার কাবণ কাহারো নিকট প্রকাশ করিবেন না বলিযা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইযাছেন। আমি তাঁহাকে একান্ত অনুরোধ করাতে তিনি ইহার কারণ নিম্নলিখিতরূপে বর্ণন কবেন :—

"আমাব বয়স যখন পঞ্চদশ বৎসর তখন আমি পিতার সহিত ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিযাছিলাম। ষাট দিন সমুদ্র দিয়া নানা দিকে ভ্রমণ করিবাব পর ভীষণ ঝড়ের দ্বারা আমরা আক্রান্ত হইলাম। এই প্রবল ঝড় তিন দিন এবং তিন বাত্রি সমভাবে বহিয়াছিল। ঝড়ের সময় মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইত, অনবরত বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত হইত এবং সমুদ্রেব জল এরূপ ভীষণ রূপে গর্জ্জন করিত যে তাহা অবর্ণনীয়। এই বিপদের উপর আবার জাহাজের মাস্তল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল, অনেক নাবিক মাস্তলের আঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। আর কিছুক্ষণ ঝড

স্থায়ী হইলে জাহাজ ডুবিয়া যাইত কিন্তু তৃতীয় দিনে ঝড় থামিয়া যাওয়াতে আমরা রক্ষা পাইলাম, যদিও তখন আমরা গন্তব্য স্থান হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। এই প্রকারে কয়েক দিন ধরিয়া অনির্দ্দিষ্ট দিকে এবং অজানিত পথে যাইতে যাইতে একদিন সমুদ্রের মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম। আমরা ইহার নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিলাম যে, ইহা পর্ব্বত নহে একটি বৃহৎ দ্বীপ। দ্বীপটি অসংখ্য অট্টালিকা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীপূর্ণ এবং সুদৃশ্য বনবাজিশোভিত জাহাজে যে পানীয় জল ছিল তাহা ফুরাইয়া যাওয়াতে আমরা এই দ্বীপের নিকট নঙ্গর করিলাম। কয়েকটি মৎস্যজীবীর নিকট হইতে জানিলাম যে, এই দ্বীপটি পর্টুগিজদিগের অধিকৃত এবং ইহাতে বহু লোকের বসবাস আছে কিন্তু এক জন মুসলমানও নাই। অধিকন্তু দ্বীপবাসীর সহিত কোনো অজানিত লোকের সংশ্রব নাই। আমাদের জাহাজ নঙ্গর করিবামাত্র, একজন পর্টুগীজ কাপ্তান ও আর একজন কর্ম্মচারী জাহাজে আসিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সমুদয় যাত্রীকে তীরে লইয়া গেলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, কোনো কার্য্যের জন্য তাঁহাদের একটি বিশেষ লোকের প্রয়োজন, আমাদের ভিতর হইতে সেই প্রকার একটি লোক পাইলে, তাঁহারা তাঁহাকে রাখিয়া অন্য সব লোককে ছাড়িয়া দিবেন। বন্দরটি তাঁহাদেরই অধিকৃত এবং আমরা সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের কৃপার অধীন বলিয়া তাঁহাদের এই আশ্চর্য্যজনক প্রস্তাবে সম্মত হইতে বাধ্য হইলাম। তৎক্ষণাৎ জাহাজের সওদাগর, দাস, নাবিক প্রভৃতি বারো শত যাত্রীকে তীরে নামানো হইল এবং একটি গৃহে রাখা হইল। তথা হইতে তাঁহারা আমাদিগকে এক এক করিয়া ডাকিয়া পাঠাইতে লাগিলেন এবং প্রত্যেকের গাত্রবস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া একজন ডাক্তার তাহার শরীরের প্রত্যেক স্থান পরীক্ষা করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন। এই

প্রকারে আমার ভ্রাতা এবং আমাকে পরীক্ষা করিবার পর ডাক্তার যখন আমাদিগকে পাহারায় নিযুক্ত কয়েকটি লোকের হস্তে দিলেন, তখন আমরা ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। আমার ভ্রাতা এবং আমি ব্যতীত জাহাজের সমুদয় লোককে চলিয়া যাইতে অনুমতি দেওয়া হইল। তাঁহারা যে চিহ্ন অন্বেষণ করিতেছিলেন তাহা তাঁহাদের দেহে না পাওয়াতে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। জাহাজের বারো শত লোকের মধ্যে কোন অপরাধে আমরা দুইজন বন্দী হইলাম তাহা জানিবার জন্য পিতা অনেক তর্কবিতর্ক করিলেন, অশ্রুজলের সহিত অনুনয় বিনয় করিলেন কিন্তু তাঁহাদের পাষাণ হৃদয় গলিল না, তাঁহারা ভ্রূকুটি সহকারে পিতার বাক্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন।

তৎপরে তাঁহারা আমাকে এবং আমার ভ্রাতাকে একটি দূরস্থানে লইয়া গিয়া দুই পৃথক গৃহে রাখিলেন ; এই দুই গৃহের দরজা পরস্পর সম্মুখীন ছিল। প্রতি প্রাতঃকালে তাঁহারা আমাদিগের আহারের জন্য সাদা রুটি, মধু এবং মুরগীর কাবাব আনিয়া দিতেন। এই প্রকারে দশ দিন অতিবাহিত হইল। এই দশ দিনের পর জাহাজের কাপ্তান জাহাজ ছাড়িবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আমার পিতা বলিলেন যে, তিনি পর্টুগিজদিগের নিকট তাঁহার পুত্রদের জীবনভিক্ষার জন্য গমন করিতে ইচ্ছা করেন। এই জন্য দুই তিন দিন বিলম্ব করিতে তিনি কাপ্তানকে অনুরোধ করিলেন। পিতা বন্দরের অধিপতির নিকট আমাদিগের মুক্তির জন্য একান্ত কাতরভাবে নিবেদন করিলেন, কিন্তু সব বৃথা হইল। আমাদিগের মুক্তি প্রদান না করাতে তাঁহারা বন্দর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এক দিবস আমাদিগের দেহপরীক্ষক ডাক্তার এবং দশজন পর্টুগিজ আমার ভ্রাতার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার গাত্র-বস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া

তাঁহাকে একটি টেবিলের উপর উপুড় করাইয়া শোয়াইলেন। তৎপরে তাঁহারা ভ্রাতার দেহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া আমার গৃহে আসিয়া আমার দেহও ঐরূপে পরীক্ষা করিলেন। পুনরায় তাঁহারা আমার ভ্রাতার ঘরে গমন করিয়া একটা বড় পাত্রের উপর তাঁহার মস্তক রাখিয়া হস্তে একটি তীক্ষ্ণধার ছুরি লইলেন। আমাদের গৃহের দ্বার পরস্পর সম্মুখীন ছিল বলিয়া ভ্রাতার গৃহে যাহা হইতেছিল সমুদয়ই আমি দেখিতে পাইতে ছিলাম। ভ্রাতার কাতর ক্রন্দন এবং অনুনয় বিনয় উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা ছুরিকা দ্বারা তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন এবং মস্তক হইতে নিঃসৃত রক্তে ঐ পাত্রটি পূর্ণ করিলেন। রক্তস্রোত থামিয়া গেলে তাঁহারা ফুটন্ত তৈলপূর্ণ একটি পাত্রে ঐ রক্ত ঢালিয়া দিলেন এবং একটি হাত দ্বারা ক্রমাগত নাড়িয়া তৈল ও রক্ত সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত করিয়া ফেলিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় বলিব কি, তৎপরে তাঁহারা ভ্রাতার মস্তকটি লইয়া দেহের সহিত যুক্ত করিয়া উপরোক্ত মিশ্রিত পদার্থ দ্বারা যুক্তস্থান জোরের সহিত মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। মর্দ্দন শেষ হইলে ভ্রাতাকে এই অবস্থায় রাখিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন তিন দিন পর তাঁহারা আসিয়া আমাকে কারাগৃহ হইতে মুক্ত করিয়া বলিলেন, যে কার্য্যের জন্য আমরা বন্দী হইয়াছিলাম, তাহা আমার ভ্রাতার নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা মাটির নীচে একটি স্থানের প্রবেশ-দ্বার আমাকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন যে এই স্থানে অগণিত রত্ন ও স্বর্ণ আছে। আমি ইচ্ছা করিলে এই স্থানে নামিয়া রত্নরাশি লইতে পারি। প্রথমতঃ আমি তাঁহাদের কথা অবিশ্বাস করিয়া ভাবিলাম যে, তাঁহারা আমাকে আবার কোন্ বিপদের মুখে প্রেরণ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের একান্ত ও সাগ্রহ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইতে বাধ্য হইলাম। আমি গহ্বরের

মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং পঞ্চাশটি ধাপ অবতরণ কবিয়া চাবিটি প্রকোষ্ঠ দেখিতে পাইলাম। অতিশয় বিস্ময়েব সহিত দেখিলাম যে, প্রথম প্রকোষ্ঠে আমাব ভ্রাতা স্বস্থদেহে বসিয়া আছেন। তিনি পর্টুগীজদিগের বসন পবিধান কবিয়াছেন, মস্তকে মণিমুক্তা সমন্বিত টুপী, পার্শ্বদেশে হীবকখচিত তববাবি এব মণিমুক্তা শোভিত যষ্টি বহিয়াছে। আশ্চর্য্যেব বিষয় যে তিনি আমাকে দেখিবাই ঘৃণা ও উপেক্ষাব সহিত মুখ ফিবাইয়া লইলেন। আমাব প্রতি তাহাব এই প্রকাব বিরূপভাব দর্শন কবিয়া আমি নিতান্ত ভীত হইলাম, আমাব শবীবেব মজ্জা যেন জল হইয়া গেল। আমি তৎপবে সাহস কবিয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠেব মধ্যে গমন কবিয়া দেখিলাম যে, এই স্থানে বাশি রাশি হীবক, চুনা, মুক্তা, মবকত এবং অন্যান্য বত্নবাজি অপর্য্যাপ্তরূপে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত বহিয়াছে। তৃতীয় প্রকোষ্ঠ অগণিত স্বর্ণবাশি এবং চতুর্থ প্রকোষ্ঠ বৌপ্যবাশিতে পূর্ণ হইয়া আছে। এই সকল বিভিন্ন প্রকার বত্নেব মধ্যে আমি কোনটি লইব তাহা বুঝিয়া উঠিতে পাবিলাম না। অবশেষে স্থির কবিলাম যে, একটি হীবক একতাল স্বর্ণ অপেক্ষা মূল্যবান সুতবাং আমি হীবক লইব মনে কবিয়া যেমন তাহা সংগ্রহ কবিবাব জন্য হস্ত প্রসাবিত করিলাম, অমনি অন্তরীক্ষ হইতে এমন এক দারুণ আঘাত পাইলাম যে, সে স্থানে দাঁড়াইতে পাবিলাম না। পলায়ন কবিবার সময় দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠেব সম্মুখ দিয়া যাইবাব কালে আমাব ভ্রাতাকে সেই গৃহে দেখিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই গৃহ হইতে বাহিব হইয়া তরবারি দ্বারা আমাকে ভীষণরূপে আঘাত কবিলেন। আমি এই আঘাত এড়াইবাব জন্য বহু চেষ্টা কবিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পাবি নাই, পবন্তু আমার দক্ষিণ হস্ত স্কন্ধদেশ হইতে বিচ্যুত হইল। এই প্রকাবে আহত হইয়া আমি নিদারুণ ভয় ও

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া প্রবেশ-পথের দিকে দৌড়িলাম এবং উপরে উঠিয়া পড়িলাম। এই স্থানে পূর্ব্ব বর্ণিত পর্টুগীজ ডাক্তার ও তাঁহার সহকারীদিগকে দেখিলাম। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন নীচে গিয়া আমার হস্তখানি লইয়া আসিলেন এবং চুণ, সুরকি দ্বারা গহ্বরের মুখ বন্ধ করিয়া পর্টুগীজ শাসনকর্ত্তার নিকট আমাকে লইয়া গেলেন। এতক্ষণ আমার কর্ত্তিত স্থান হইতে প্রবলবেগে রক্তধারা নির্গত হইতেছিল। আমি শাসনকর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র, শত শত নরনারী এবং বালক বালিকা তাঁহার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ঔৎসুক্য সহকারে আমাকে দেখিতে লাগিল। শাসনকর্ত্তা পূর্ব্বকথিত ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া আহত স্থানে একটি ঔষধ লাগাইবামাত্র উহা সম্পূর্ণরূপে জুড়িয়া গেল এবং ঘা শুকাইয়া গেল। শাসনকর্ত্তা ক্ষতিপূরণস্বরূপ আমাকে নয় হাজার নয় শত টাকা, রত্নখচিত সাজসজ্জা-বিশিষ্ট একটি অশ্ব এবং একদল কৃতদাস-দাসী উপহার প্রদান করিলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহারা আমার উপকার সাধন করিবেন তাহাও বলিলেন। তৎপরে তাঁহারা আমাকে বিদায় দিলেন। ডাক্তারের ঔষধে আমার আহত স্থান এরূপ নির্দ্দোষরূপে আরাম হইল যে, এক্ষণে আমাকে দেখিলে লোকে মনে করিবে যে, আমি জন্মাবধিই এইরূপ হস্তবিহীন। একমাস পরে আমি আর এক জাহাজে আরোহণ করিয়া আমার গন্তব্য স্থানে গমন করিলাম।" *

পর্টুগীজগণ যাদু বিদ্যায় পারদর্শী। উপরোক্ত ঘটনা যাদুবিদ্যাসম্ভূত বলিয়া আমি মনে করি। বঙ্গদেশীয় ঐন্দ্রজালিকগণও এই বিদ্যায় অভিজ্ঞ।

---

* এই গল্পটি আরব্য উপন্যাসের সিন্ধুবাদ বণিকের গল্পের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে।

মাণ্ডো দুর্গের ইতিহাস

সমগ্র হিন্দুস্থানের মধ্যে মাণ্ডো দুর্গ সুবিখ্যাত। নিম্নলিখিত বিস্ময়-জনক ঘটনা হইতে এই দুর্গের উৎপত্তির বিষয় জানা যাইবে।

হিন্দুস্থানের কোনো নগরের একজন দরিদ্র অধিবাসী প্রত্যহ নিকটবর্ত্তী জঙ্গলপূর্ণ পর্ব্বতে কুঠার লইয়া কাঠ কাটিতে যাইত। এই কাঠ কাটিয়া সে যাহা উপার্জ্জন করিত, তদ্দ্বারাই তাহার সংসার চলিয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে এই কুঠার মেরামত এবং তীক্ষ্ণ করিবার জন্য সে তাহা কর্ম্ম-কারের বাড়ী লইয়া যাইত। একদিন কাঠুরিয়া যখন কাঠ কাটিতে-ছিল, তখন তাহার কুঠার এক প্রস্তরের গাত্রস্পর্শ করে। যে কোনো বস্তু ইহার সংসর্গে আসিত, তাহা স্বর্ণে পরিণত করাই এই প্রস্তরের গুণ ছিল। প্রস্তর স্পর্শ করিবামাত্র কুঠার স্বর্ণময় হইয়া গেল। কাঠু-রিয়া তাহা বুঝিতে না পারিয়া কর্ম্মকারকে বলিল, "তুমি এ কি করিয়াছ? আমার জীবনোপায়স্বরূপ এই কুঠারের ধার তো একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অধিকন্তু ইহা তামায় পরিণত করিয়া দিয়াছ।" কর্ম্মকার কাঠুরিয়া অপেক্ষা বুদ্ধিমান সে সকল রহস্য বুঝিল। সে কাঠুরিয়াকে বলিল, 'এই কুঠার আমাকে প্রদান করিলে আমি তোমাকে এক নূতন কুঠার অর্পণ করিব। কিন্তু যে প্রস্তর তোমার কুঠার নষ্ট করিয়াছে, অগ্রে তাহা আমাকে দেখাও।" নির্ব্বোধ কাঠুরিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেই স্থানে লইয়া গেল এবং প্রস্তরটি দেখাইয়া দিল। কর্ম্মকার আনন্দের সহিত তাহা বহন করিয়া নিজের গৃহে লইয়া গেল এবং স্ত্রী পুত্র কাহাকেও প্রস্তরের তত্ত্ব না বলিয়া ইহা লোহ সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া

রাখিল এবং কাঠুরিয়াকে এক নূতন কুঠার প্রদান করিয়া বিদায় দিল। তৎপরে এই সৌভাগ্যবান কর্ম্মকার তাহার নিকটে যত লৌহ ছিল সব স্বর্ণে পরিণত করিতে লাগিল। ক্রমে সে একটি বিশাল অট্টালিকা প্রস্তুত করিল। বাৎসরিক ৬ হাজার হইতে ৯ হাজার টাকা বেতনে বহু সমর-বিদ্যা-নিপুণ যোদ্ধা নিযুক্ত করিল। অধীন কর্ম্মচারীবর্গের প্রতি তাহার দয়া এবং দানের কথা পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়াতে পৃথিবীর নানা স্থানের বীর ও সুধীবর্গ তাহার নিকট আসিয়া একত্র হইলেন। সে সকলকেই সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আপন গৃহে স্থান দিল। তাহার যে ভাণ্ডার সঞ্চিত ছিল, তাহা হইতে অনায়াসে এই বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। এই অক্ষয় রত্ন ভাণ্ডারকে, সুদৃঢ় স্থানে নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য সে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িল এবং তদনুরূপ স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল। বহু অনুসন্ধানের পর অভ্রভেদী পর্ব্বত-বেষ্টিত একটি বিস্তৃত উপত্যকা দেখিতে পাইয়া সে ইহা সমর-বিদ্যা অনুসারে গড়বন্দি করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। তৎপরে আর কালব্যয় না করিয়া সে কুড়ি হাজার মিস্ত্রি লইয়া একদিকে কার্য্য আরম্ভ করিল এবং তাহার পুত্র আর কুড়ি হাজার মিস্ত্রি লইয়া বিপরীত দিক হইতে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিল। এই প্রকার কার্য্য করিতে করিতে ত্রিশ বৎসর পরে পিতা পুত্র একস্থানে মিলিত হইল। এই দুর্গের বেড় ৪২ মাইল এবং ইহা প্রস্তুত করিতে এত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল যে তাহা গণনা করা মানবের অসাধ্য। এই দুর্গের দশটি সিংহদ্বার এবং চারি দিকে চারিটি নির্গম-দ্বার প্রস্তুত হইল। পর্ব্বতোপরি স্থাপিত প্রত্যেক সিংহদ্বার হইতে পর্ব্বতের সানুদেশ পর্য্যন্ত ৫০ হাজার ধাপ ছিল। দুর্গের মধ্যে এক বিশাল উচ্চ মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মস্‌জিদের মধ্যে এক হাজার প্রকোষ্ঠ ছিল এবং প্রতি শুক্রবারের উপা-

সনার জন্য প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই প্রকাণ্ড দুর্গের মধ্যে প্রকাশ্য উপাসনার দিন বিপুল জনসমাগম হইত এবং হাজার প্রকোষ্ঠই মনুষ্যে পূর্ণ হইয়া যাইত। মস্‌জিদের সমান্তরাল ভাবে একটি বৃহৎ অতিথিশালা এবং কর্ম্মকারের পরিবারবর্গের সমাধির জন্য একটি উচ্চ গোলঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গোল ঘরের অভ্যন্তরে গরম জলের চারি ফোয়ারা করা হইয়াছিল। ফোয়ারা হইতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া যে দ্রব্য নির্গত হইত তাহা ক্রমশঃ একত্র হইয়া বাণ্প-কৃত প্রস্তরে পরিণত হইত। ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মর্ম্মর প্রস্তর অপেক্ষাও দৃঢ় এবং উৎকৃষ্ট ছিল। কর্ম্মকারের আত্মীয় স্বজনের সমাধির জন্য ইহা রক্ষিত হইত। এই জাঁকালো উপাসনালয় নির্ম্মিত এবং ইহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশ কর্ম্মকার কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে বুরহান্‌পুরের রাজার পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণার্থ বুরহান্‌পুরের রাজার দূত কর্ম্মকারের নিকট উপস্থিত হইল। কর্ম্মকার এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কন্যার সাজসজ্জা এবং যাত্রার আযোজন করিতে ব্যাপৃত হইল। তৎপরে সে কন্যাকে দূতের হস্তে অর্পণ করিল। যাত্রার প্রাক্কালে পরশ পাথরের একখণ্ড স্বর্ণখচিত বস্ত্রে বাঁধিয়া কর্ম্মকার তাহা কন্যার পাল্কীর মধ্যে রাখিয়া বলিল যে, সে যেন রাজাকে বলে যে বিদায়ের সময় তাহার পিতা তাহাকে এই উপহার প্রদান করিয়াছেন। ইহা দেখিতে সামান্য বটে কিন্তু তাহার পিতা ইহার পরিবর্ত্তে দুই লক্ষ টাকা পাইলেও ইহা পরিত্যাগ করিতেন না, কেবল কন্যার প্রতি স্নেহবশতই তিনি ইহা তাহাকে প্রদান করিয়াছেন। তৎপরে কর্ম্মকার এই প্রস্তরের গুণ কন্যাকে বুঝাইয়া দিল। সে মনে করিয়াছিল যে বুরহান্‌পুরের রাজা ইহা হইতেই প্রস্তরের অসাধারণ গুণ বুঝিতে পারিবেন। দূতের সমভিব্যাহারে মাণ্ডোর রাজকুমারী বহু অনুচর

লইয়া তাপ্তীনদীর তীরে অবস্থিত বুরহান্‌পুর নগরে যাত্রা করিল। চারিদিনের পরে তাহারা নর্ম্মদা নদীর তীরে উপস্থিত হইল। এই স্থানে বুরহানপুরের রাজা বহু সম্ভ্রান্ত বংশীয় কর্ম্মচারিগণসহ কন্যার অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। কন্যাকে স্বর্ণ এবং সুসজ্জিত অশ্ব অর্পণ করিয়া তাহাকে সমারোহের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু রাজা রাজবধূর উপযুক্ত কোনো প্রকার জাকজমক এবং বহুমূল্য যৌতুক না দেখিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুন্ন হইয়া বলিলেন যে, ভবিষ্যতে সম্ভবত কন্যার পিতা এই অভাব পূর্ণ করিয়া দিবেন।

কর্ম্মকারের কন্যা বুরহানপুরের রাজাকে বলিল যে, পিতৃগৃহ হইতে বিদায়ের কালে তাহার পিতা তাহাকে স্বর্ণখচিত বস্ত্রের এক থলিয়া দিয়াছেন, ইহার ভিতর এক খানি প্রস্তর আছে। তাহার মূল্য একশত পরগণার রাজস্বের তুল্য। পিতা কন্যাকে বলিয়া দিয়াছিল যে, বুরহানপুরের রাজা তাহার অলঙ্কার এবং অন্যান্য রাজকীয় উপহারের বিষয় প্রশ্ন করিলে তাঁহাকে এই থলিয়াটি উপহার দিবে। পিতার আদেশানুসারে কন্যা বুরহান্‌পুরের রাজার পদতলে স্বর্ণখচিত থলিয় রাখিল। তিনি ইহা খুলিয়া প্রস্তর দেখিতে পাইলেন। অন্য কোনো রত্ন না দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত হইয়া তিনি প্রস্তর খানি নদীর জলে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি মনে করিলেন, কন্যার পিতা প্রস্তর উপহার দিয়া তাঁহার অবমাননা করিয়াছেন। তিনি ক্রোধভরে সেই স্থান হইতেই রাজকুমারীকে তাহার পিতৃসমীপে মাণ্ডো নগরে পাঠাইয়া দিলেন। মাণ্ডো-অধিপতি কন্যার অপমানে ক্রুদ্ধ না হইয়া বুরহান্‌পুরের রাজাকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিল :—

"আমার কন্যার দ্বারা আপনার নিকট যে দ্রব্য পাঠাইয়াছিলাম "আপনি তাহার মূল্য বুঝিলেন না। যে দ্রব্য প্রতিদিন আপনার গৃহে

রাশি রাশি স্বর্ণ উৎপাদন কবিতে পাবিত, আপনি কি নিবুদ্ধিতা করিয়া নর্ম্মদা নদীতে তাহা নিক্ষেপ করিযাছেন? তাহা উদ্ধাব করিবাব আর উপায় নাই।" পত্র পাইয়া বুবহান্‌পুবের বাজা দুঃখে এবং অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি শত শত লোক নিযুক্ত কবিয়া নদীব তলদেশ অন্বেষণ কবাইলেন কিন্তু সেই বহুমূল্য প্রস্তর আব পাওয়া গেল না।

ইহাব বহুদিন পবে আমাব পিতা আকবব বুবহান্‌পুরেব তখনকার রাজাব বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। সৈন্যদলের সহিত যে সকল হস্তী ছিল, তাহাদেব একটিব পাদদেশে একটা বৃহৎ লৌহ-শৃঙ্খল ছিল।' নর্ম্মদা নদী পার হইয়া অপর পাবে পৌছিবার পব দেখা গেল যে হস্তীর পায়ের লৌহ শৃঙ্খল স্বর্ণ শৃঙ্খলে পবিণত হইয়াছে। নদী পাব হইবাব সময় লৌহ শৃঙ্খলটি কখন যে সেই রহস্যময় হাবানো প্রস্তবেব সংস্পর্শে আসিয়াছিল তাহা কেহই বুঝিতে পাবে নাই। এই অপূর্ব্ব ঘটনাব কথা তৎক্ষণাৎ পিতাকে জ্ঞাত করানো হইয়াছিল। তিনি নদীর তলদেশ অন্বেষণ করিবার জন্য বহু লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদের চেষ্টা বিফল হইযাছিল।

মাণ্ডো দুর্গ অতিশয় সুদৃঢ় হইলেও ছযমাস অবরোধের পব পিতা ইহা অধিকার কবেন। এই দুর্গ অধিকার কবিয়া পিতা ইহাব সিংহদ্বার দুর্গ প্রাচীর প্রভৃতি ধ্বংস কবিতে আদেশ প্রদান করেন। কারণ এই দুর্গম গিরিদুর্গে অবস্থান করিয়া অনেক বিদ্রোহী প্রজা সম্রাটের বিরুদ্ধে সফলতাব সহিত সংগ্রাম করিত। মাণ্ডো দুর্গ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও ইহার সন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ পূর্ব্বের ন্যায়ই সমৃদ্ধিশালী রহিল। দাক্ষিণাত্যেব বিদ্রোহী বাজাদিগকে দমন করিবার জন্য আমি যখন তথায় গমন কবি, তখন এই স্থানেব নিকট দিয়া আমাকে যাইতে হইয়াছিল।

আমি, এই ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশাল দুর্গ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য ইহার এক দিকে আরোহণ করিয়াছিলাম। সমুদয় স্থানটি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমি এই স্থানের নির্ম্মল জলবায়ু এবং স্বাস্থ্যকারিতা উপলব্ধি করিয়া এতদূর প্রীত হইয়াছিলাম যে, নগরের উদ্ধার সাধনে দৃঢ়সংকল্প হইলাম। আমি তৎক্ষণাৎ এই ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরে সুদৃশ্য এবং বিশাল অট্টালিকা সমূহ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিলাম। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। আমি এই নগরে এক বৎসর বাস করিয়া ইহাকে কতকগুলি সুন্দর উদ্যান, মনোহর নির্ঝর প্রভৃতি দ্বারা পরিশোভিত করিলাম। আমার সভাষদ্‌গণ আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া নগরের সর্ব্বস্থানে শোভন উদ্যান এবং বিশাল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন।

দাক্ষিণাত্যের রাজাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন

আমার প্রিয়পুত্র খুরম, আব্দেলখাঁ এবং দাক্ষিণাত্যের রাজাদিগের সহিত যে সন্ধিস্থাপন করে, তদ্দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, সেই সমৃদ্ধিশালী এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রদেশ সমূহ এবং পত্তন নগর * আমার কর্ম্মচারীদিগের অধীনে থাকিবে। পত্তন নগর স্বর্ণখচিত বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত, ভারতবর্ষের কোনো স্থানেই এই প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয় না। পিতা সর্ব্বদাই বলিতেন যে এই নগরটি তাঁহার অধিকারে আসিলে তিনি ইহার চতুর্দ্দিকে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের দেওয়াল নির্ম্মাণ করাইয়া ইহাকে সুশোভিত করিবেন। বস্তুতঃ এই স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা জাঁকজমকশালী ও মূল্যবান বেষ্টনীর অনুপযুক্ত নহে। উপরোক্ত সন্ধি অনুসারে হোসেন নিজাম সার রাজধানী আহ্‌মেদনগর, বেরার প্রদেশ এবং খানপুর জেলা আমার অধিকারে আসে। খানপুর জেলার প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোহর এবং ইহার স্বাস্থ্যও উত্তম। বেরার প্রদেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গমন করিতে হইলে একমাস সময় লাগে। এই প্রদেশে বহু সমৃদ্ধিশালী নগর এবং অসংখ্য সম্ভ্রান্ত লোকের বসতি আছে। এই সন্ধি অনুসারে উপরোক্ত প্রদেশ ব্যতীত চারিশত বৃহদাকার এবং সাহসী হস্তী আমার স্বাধিকারভূক্ত হয়। এই সমুদয় হস্তী স্বর্ণনির্ম্মিত গাত্রাবরণ, শৃঙ্খল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা দ্বারা পরিশোভিত ছিল। প্রতি হস্তীতে ১০ সের স্বর্ণ ছিল। হস্তীদিগের মখমলের গাত্রাবরণে

---

* অনহলওয়ারা পত্তনের রাজা এই নগরটি স্থাপন করেন। ইহার নাম সিদপুর পত্তন। এই দুটি নগরই সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত।

মুক্তাখচিত নানা প্রকার জীবের চিত্র অঙ্কিত ছিল। অধীনতার চিহ্ন স্বরূপ এই স্থানের অধিবাসীরা এই সময়ে তিনটি মুক্তার মালা আমাকে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিল। প্রতি মালার মূল্য ৬০ হাজার টাকা। এতদ্ব্যতীত তাহারা হীরক, চুনী মরকত প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকারের রত্ন এবং অন্যান্য বহু মূল্য দ্রব্যসম্ভার আমাকে পাঠাইয়াছিল আমার কোষাগার এবং পরিচ্ছদাগার অসংখ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সবিশেষ বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। খুররমের অনুরোধে আমি পরাজিত রাজাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাহাদিগকে কয়েকটি জেলা প্রত্যর্পণ করিলাম। আমি স্বভাবতঃই অপরাধীদিগের ত্রুটি ক্ষমা করিয়া তাহাদিগের সহিত মিলন প্রয়াসী। বস্তুতঃ বিজিত প্রদেশের অধিকাংশ অংশই আমি তাহাদিগকে প্রদান করিলাম। কেবল বিজিত প্রদেশের মুদ্রা আমার নামে প্রচলিত করিলাম এবং বেদী হইতে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবার ভার আমার কর্ম্মচারী দিগের উপর রক্ষিত হইল। খাঁ খানকে অপরিমিত ক্ষমতা প্রদান করিয়া বিজিত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলাম। বহুদিন হইতে আমি তাঁহাকে আমার পুত্র কিংবা ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করি।

সঙ্গীতজ্ঞের সম্মান

বুরহানপুর হইতে যখন সুলতান খুরম আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে তখন সে ওস্তাদ মহম্মদনেই নামে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ এবং মনোহর বংশীবাদককে সঙ্গে লইয়া আসে। সে আমার সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল যে এই সঙ্গীতবিদ আমার নামে এক নূতন রাগিণী * সৃষ্টি করিয়াছেন। দেখিলাম তিনি বংশী বাদনে অতুলনীয়। বাস্তবিক যখন তিনি আমার সম্মুখে তাঁহার নিপুণতা প্রদর্শন করিতেছিলেন তখন এই যন্ত্রের উপর তাঁহার অসামান্য অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হইলাম তাঁহার বংশীর বিনোদ নিঃস্বনে এতদূর বিমোহিত হইলাম যে আমি তৎক্ষণাৎ একটি দাঁড়িপাল্লা আনিতে আদেশ দিলাম। এই দাঁড়িপাল্লায় স্বর্ণ দ্বারা তাঁহাকে ওজন করিয়া তাঁহার ওজনের সম পরিমাণ স্বর্ণ তাঁহাকে প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করিব স্থির করিলাম। আমার এই সঙ্কল্প অবগত হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আমার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন এবং পরক্ষণেই একহস্তে একটি সঙ্গীতের কাগজ এবং অপর হস্তে ছয়বর্ষ বয়স্ক একটি ক্ষুদ্র বালিকাকে লইয়া আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি বলিলেন যে যখন তিনি আমার নামের রাগিণী সৃষ্টি করেন, তখন এই কন্যা তাঁহার ক্রোড়ে ছিল, এই কারণে কন্যাও তাঁহার পুরস্কারের অংশী। আমি ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার বাক্যে সম্মতি প্রদান করিয়া তাঁহাকে ওজন করিতে আদেশ দিলাম। তাঁহার ওজন ৭০ সের স্বর্ণের তুল্য হইল। আমি

* সৌয়ত ই জাহাঙ্গীরী।

ইহা তাঁহাকে প্রদান করিতে বলিলাম এবং তাঁহাকে দ্বিতীয়বার ওজন করিয়া ঐ পরিমাণ স্বর্ণ তাঁহার কন্যাকে উপহার দিলাম। কিন্তু সেই লোকটি এমন দুর্দ্দমনীয় লোভের বশীভূত যে, এত স্বর্ণ লাভ করিয়াও তাঁহার বাসনা কমিল না। তিনি কোষাধ্যক্ষদিগের সহিত স্বর্ণের ওজন লইয়া গোলযোগ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইহাতে আমার প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা প্রকাশ পাওয়াতে আমি তাঁহাকে আমার সভা হইতে দূরীভূত করিয়া দিলাম। লোকটি এত উদ্ধত যে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার অগ্রেও তিনি আমার নিকট হইতে প্রত্যহ এক উষ্ট্র বোঝাই জলের দাবী করেন। এই লোকটি বহু সদ্গুণে ভূষিত ছিলেন কিন্তু লোভের জন্য সব হারাইলেন। দেশের শাসনভার যাহা-দিগের উপর অর্পিত আছে, তাহাদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধা না করা মানবের দোষাবলীর মধ্যে অন্যতম। উপরোক্ত সঙ্গীতবিদ্‌কে দূরীভূত করিবার পর অবগত হইলাম যে, ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা এবং অদম্য আকাঙ্ক্ষার জন্য আদেল খাঁ তাঁহাকে তাহার রাজধানী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। মাণ্ডো দুর্গে আমার দরবারের অবস্থিতিকালে সংবাদ পাইলাম যে, মির্জা রস্তম ৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ঋণ করিয়াছেন এবং এই ঋণের জন্য তাহার উত্তমর্ণগণ তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। মির্জা রস্তম ৫ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বৎসরে ৩২ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, এতদ্ব্যতীত, আমার দানশীলতার জন্য অনেক উপহারও প্রাপ্ত হন। সুতরাং অপরিমিত ব্যয় কিংবা বিশৃঙ্খল সাংসারিক বন্দোবস্তের জন্যই যে তাঁহার এত টাকা ঋণ হইয়াছে তাহা উপলব্ধি করিলাম এবং ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, তিনি কখনো এই ঋণ পরি-শোধ করিতে সমর্থ হইবেন না। মির্জা রস্তম যে কখনো গায়ক বা

এই শ্রেণীর লোকদিগের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, তাহাও নির্দ্ধারিত করিতে পারিলাম না ; সুতরাং বুঝিতে পারিলাম যে,কর্ম্মচারীবৃন্দকে অত্যধিক প্রশ্রয় দেওয়াতে তাহারাই এই টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। এবম্বিধ ঋণভারে প্রপীড়িত হইতে থাকিলে মির্জা রস্তমের সমুদয় উৎসাহ এবং কার্যাক্ষমতা হ্রাস পাইবে বিবেচনা করিয়া আমি উত্তমর্ণদিগকে আমার নিকট আহ্বান করাইয়া তাঁহার সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিয়া দিলাম। চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিয়া দিলাম, ভবিষ্যতে যে কেহ মির্জা রস্তমকে ঋণ প্রদান করিবে তাহাকে জরিমানাস্বরূপ সেই পরিমাণ টাকা প্রদান করিতে হইবে।

গুজরাট যাত্রা

বহুদিন গুজবাট প্রদেশ পবিদশন না করাতে আমি তথায় গমন কবিতে ইচ্ছুক হইয়া যাত্রাব আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলাম। সমুদয বন্দোবস্ত শেষ হইলে আমি মাণ্ডৌ পরিত্যাগ করিযা তদভিমুখে গমন কবিলাম। আমাব পিতা যখন এই প্রদেশ অধিকার কবেন তখন তিনি সভাষদদিগকে ইহার সীমান্ত দেশেব প্রত্যেক প্রধান স্থানে রমণীয পুষ্পোদ্যান-সমন্বিত স্থবম্য প্রাসাদ, বিশ্রামাগার ও ক্রীড়াস্থল নিম্মাণ কবিতে আদেশ প্রদান কবেন। আমি গুজবাট প্রদেশেব বাজধানীতে উপনীত হইয়া আহমেদাবাদের নিকটবর্ত্তী খাঁ খানের উদ্যানবাটিকায বিশ্রামার্থ তাঁবু স্থাপন করিলাম। এই সম্ভ্রান্ত আমীবেব কন্যা খেউর-উল-নেসা বেগম এক্ষণে আমার অন্তঃপুরে অবস্থিতি কবিতেছেন। তিনি আমার সেবা করিবার জন্য তাঁহাব পিতার উদ্যানবাটিকায় আমাকে কয়েকদিনের জন্য বাস কবিতে অনুবোধ কবিলেন এবং আমার সাদব অভ্যর্থনা ও চিত্তবিনোদনের জন্য সমুদয় বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাব সাগ্রহ ও সস্নেহ অনুবোধ প্রত্যাখ্যান কবিতে না পারিয়া আমি তথায় অবস্থিতি কবিতে লাগিলাম। এই সময শীতকাল ছিল। শীতের প্রাবল্যে বৃক্ষ লতা ও গুল্ম, পত্র ও পুষ্পবিহীন হইযা পড়িযা ছিল। খেউর-উল্-নেসা বেগম চাবি শত শিল্পীব সাহায্যে উদ্যানটিকে এ প্রকাবে সুশোভিত কবিলেন যে, আমি তাহাব মনোহর শোভা দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। যে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম পাঁচ দিন পূর্ব্বে পত্র পুষ্প বিহীন ও শুষ্ক দেখিযাছিলাম। তাহা এক্ষণে ফুলে, ফলে ও সবুজ পত্রে

সজ্জিত হইয়াছে দেখিয়া বিমোহিত হইলাম। নানা প্রকার রঙীন কাগজ ও মোম দ্বারা ইহাদিগকে বসন্ত ও গ্রীষ্মকালেব ন্যায় শোভমান করা হইয়াছে। শিল্পিগণ উদ্যানে কমলালেবু, লেবু, পিচ, বাদাম ও আপেল-বৃক্ষ এবং নানা প্রকার পুষ্পবৃক্ষ প্রস্তুত করিয়াছে দেখিলাম। এ প্রকার নিপুণতার সহিত তাহারা এই সকল কৃত্রিম ফল ও পুষ্প নির্ম্মাণ করিয়াছে যে, উদ্যানে প্রবেশ করিয়াই আমি প্রকৃত মনে করিয়া ফল ও পুষ্প তুলিতে উদ্যত হইলাম এবং তখন যে বসন্তকাল নহে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম। গাঢ় সবুজ বর্ণের মখমলের তাঁবু ও সামিয়ানা উদ্যানের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। গোলাপ এবং অন্যান্য বিচিত্র বর্ণের পুষ্পের সহিত ঘাস ও তাঁবুর বর্ণের এরূপ অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছে যে, তাহা আমার মনে এক মনোরম ও স্নিগ্ধ ভাবের সঞ্চার করিল। নানাপ্রকার বর্ণের এ প্রকার মনোহর সংমিশ্রণ আমি কোনো স্থানেই দেখি নাই। এই মনোমুগ্ধকর ও অতীন্দ্রিয় স্থানে আমি তিন দিন বাস করিতে অনুমতি পাইয়াছিলাম। এই তিন দিনের মধ্যে বেগম আমাদিগকে নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্য দ্রব্যে পরিতুষ্ট করিয়া আমার সাহত যে চারিশত মহিলা ছিলেন, তাহাদিগেব প্রত্যেককে খোবাসানের নির্ম্মিত এক একখানি স্বর্ণখচিত বস্ত্র ও বহু মূল্যবান, কারুকার্য্যশোভিত সুগন্ধি দ্রব্যাধার উপহার দিলেন। প্রত্যেকের উপহারের মূল্য ৯ হাজার ৯ শত টাকা। বেগম আমাকে মণি, মুক্তা প্রভৃতি রত্নরাজি, বহুমূল্যবান পরিচ্ছদ এবং অনেকগুলি দ্রুতগামী ও শান্ত সবল অশ্ব উপহার প্রদান কবিলেন। এই সমুদয়ের মূল্য সর্ব্বসমেত চারিলক্ষ টাকা। বেগমের উপহারের পরিবর্ত্তে আমি তাঁহাকে ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের মুক্তাব মালা এবং তিন লক্ষ টাকা মূল্যেব কতকগুলি টুপী উপহাব দিলাম। তাঁহাব পিতা যে পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই পদ অপেক্ষা উচ্চ আর এক হাজার অশ্বা-

রোহী সৈন্যের অধিনায়ক পদ তাহাকে অপণ করিলাম। পরিশেষে বলিতেছি যে আমার চিত্তবিনোদন ও আরামের জন্য ভীষণ শীতকালেও খাঁ খানের কন্যা এক সপ্তাহের মধ্যে যে কলা কৌশল বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্য ক্ষমতা প্রদর্শন এবং যে প্রকার অদ্ভুত নিপুণতার সহিত সমুদয় কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন তাহা কখনো একশত প্রতিভাবান ও নিপুণ পুরুষ শিল্পী দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না।

বেগম খেউর উল নেসার উদ্যানবাটিকা পরিত্যাগ করিয়া যখন আমি গুজরাট প্রদেশের রাজধানীতে উপনীত হইলাম তখন অপেক্ষাকৃত অশোভন ও নিকৃষ্ট অট্টালিকাগুলি পিতা মহাশয়ের স্মৃতির উপযুক্ত নহে দেখিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে আদেশ দিলাম এবং তৎপরিবর্ত্তে সুবিশাল, মনোহর ও সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে বলিলাম। আমি এই প্রদেশে পাঁচমাস কাল অবস্থিতি করিলাম। এই সময়ের মধ্যে সন্নিকটবর্ত্তী দর্শনীয় স্থান সমূহ পরিদর্শন করিলাম এবং মৃগয়া করিয়া বহু পশু শিকার করিলাম। গুজরাটের প্রধান নগর আহমেদাবাদ সমগ্র হিন্দুস্থানের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুবিখ্যাত। বিদ্রোহী মির্জাগণের সময় (যাহারা আমার পিতার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল) এই স্থানে পাঁচজন স্বাধীন নৃপতির অবস্থিতি জ্ঞাপনের জন্য পাঁচ দিক হইতে নহবত বাজিত। এই নগর এত বৃহৎ যে, ইহা চতুর্দ্দিকে ৬১টি পল্লীদ্বারা পরিবেষ্টিত। বিস্তৃতি এবং জন সংখ্যায় প্রত্যেক পল্লী এক একটি নগরের সমান এবং পৃথক শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক শাসিত। এই সময়ে আহমেদাবাদ নগরের বিভিন্ন বাজারে পাঁচহাজার মহাজনের দোকান ছিল। এই সমুদয় হইতে এই সুবিশাল নগরের সমৃদ্ধি ও বিপুলতা স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। নগরের অসংখ্য অধিবাসীর মধ্যে বহু চোর, ডাকাত এবং দুষ্ট প্রকৃতির লোক আছে। তাহারা এইরূপ পাপ কার্য্যে এতদূর অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে

যে, আমি তাহাদের দমনের জন্য অতিশয় কঠিন আইন সকল বিধিবদ্ধ করা সত্ত্বেও তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতেছে না। এমন কি প্রতিদিন দুই তিন শত ডাকাতের প্রাণদণ্ডও করিয়াছি তথাপি তাহাদিগকে এই পাপ-পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হই নাই। ডাকাতদিগের অত্যাচারের জন্য গুজরাটের রাস্তাসমূহ এতদূর বিপদসঙ্কুল যে, পথিকগণ এই পথে যাতায়াত করিতে নানাপ্রকারে নিপীড়িত হয় ও সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকে। তাহারা এই পথে গমনাগমন করিতে এত নিগৃহীত হয়, যে একদা বিদ্যাদেবীর পীঠস্থান সিরাজ নগরীর কোনো অধিবাসী এই পথে আগ্রায় উপনীত হইয়া বলিয়াছিলেন, "মানব রক্তে রঞ্জিত পথ দিয়া আমি ঈশ্বরের দয়ায় জীবন লইয়া নিরাপদে এ স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছি। যাহারা গুজরাটের এই ভয়াবহ বিপদসঙ্কুল পথে প্রাণ লইয়া চলিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহারা নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছে বলিতে হইবে।" গুজরাট প্রদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গমন করিতে হইলে এক মাস কাল অতিবাহিত হয়। ইহার সীমান্তদেশ গভীর জঙ্গল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত। লোকে অতি কষ্টে ইহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। এই জঙ্গলে বিভিন্ন প্রকারের অসাধারণ বন্য পশু সকল বাস করে। মাণ্ডো হইতে এই প্রদেশে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমি আমার এবং সৈন্যদিগের জন্য এই ভয়াবহ বনের ভিতর দিয়া একটি সুগম রাস্তা প্রস্তুত করিতে নৌরুদ্দিন কুলি খাঁকে আদেশ করিয়াছিলাম। ইহার জন্য যত টাকা প্রয়োজন তাহা রাজকোষ হইতে তাহাকে লইতে বলিয়াছিলাম। এই কর্ম্মচারী কুড়ি হাজার লোক লইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই দুর্গম বনের ভিতরে একটি পথ প্রস্তুত করিলেন। আমরা এই পথ দিয়া নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দে গুজরাটে প্রবেশ করিলাম।

সমুদ্র দর্শন

আহমেদাবাদ হইতে সমুদ্রতীর তিন দিনের পথ। বহুদিন হইতে আমার অসীম সমুদ্র দর্শন করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল বলিয়া, আমি এক্ষণে কাম্বে উপসাগরের তীরবর্ত্তী কাম্বে নগরাভিমুখে গমন করিলাম। তথায় উপনীত হইয়া একটি উচ্চ মঞ্চ নিৰ্ম্মাণ করাইলাম। ইহা সমুদ্রের মধ্যে এক মাইল বিস্তৃত এবং হাজার মণ ওজনের নঙ্গর দ্বারা ইহাকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করা হইল। এই স্থানে নৌকাতে বসিয়া আমি সাত দিন এবং সাত রাত্রি মাছ ধরিবার আমোদ উপভোগ করিয়াছিলাম।

উজ্জয়িনী

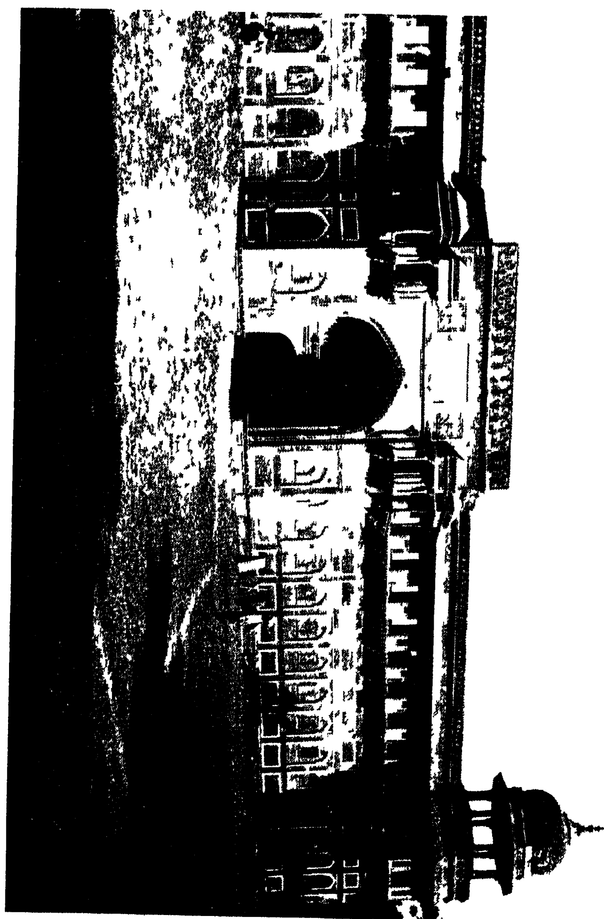
সাগর-বারিধৌত কাম্বে পরিত্যাগ করিয়া আমি উজ্জয়িনী-অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। সমগ্র হিন্দুস্থানের মধ্যে এই নগরটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই স্থানে পৌঁছিয়া নগরের নিকটস্থ একটি নির্ম্মল জলপূর্ণ বৃহৎ হ্রদের তীরে আমার বাসের জন্য কারুকার্য্যখচিত বৃহৎ মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইলাম। এই হ্রদের জল উজ্জয়িনীর প্রাসাদের পাদদেশ ধৌত করিত। ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে এবং ভ্রমণ ও শিকারে চল্লিশ দিন ক্ষেপণ করিলাম।

সেকেন্দ্রা বর্ণনা

উজ্জয়িনী হইতে আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার মানসে আমি সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। আগ্রায় সে সময় ভীষণ মড়ক আরম্ভ হইয়াছিল। এই কারণে আমি ফতেপুরে গমন করিয়া সেখানে চারিমাস অবস্থিতি করিলাম। আগ্রার মড়কের প্রকোপ হ্রাস প্রাপ্ত এবং তথাকার বায়ু নির্ম্মল হইলে আমি ফতেপুর ত্যাগ করিয়া দোরা নামক উদ্যান বাটিকায় বাস করিতে লাগিলাম। ইহা আগ্রা সহরের বাহিরে অবস্থিত ছিল। আমার পিতার রাজত্বের প্রথমাংশে এই উদ্যান তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার অভ্যন্তরে চারিটি বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল। প্রত্যেক পুষ্করিণীর তীরে সুদৃশ্য ও উচ্চ মণ্ডপ ছিল। এই উদ্যানে অসাধারণরূপে বৃহৎ বহু প্রাচীন সাইপ্রেস বৃক্ষ এবং নানা প্রকার ফলের বৃক্ষ ছিল। উদ্যান ত্যাগ করিয়া আগ্রায় প্রবেশের পূর্ব্বে সেকেন্দ্রায় পিতার সমাধি-মন্দির দর্শন করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। বহু পূর্ব্বে সমাধির উপর যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলাম এই সময়ে তাহা সম্পূর্ণ হয়। এই কারুকার্য্যময় সমাধি-মন্দির দেখিতে অতিশয় মনোহর হইয়াছে। খিলানের উপর নির্ম্মিত স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা ইহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত। এই স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্থানে আট হাজার হস্তী এবং অশ্ব একত্রে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে। সমাধি-মন্দিরের প্রধান দ্বার ত্রিশ হস্ত পরিমাণ বিস্তৃত, ইহার উচ্চতাও ঐরূপ। এই দ্বারের উপরে চারি খিলান-নির্ম্মিত এক বুরুজ আছে, ইহার উপরের

অংশ গোলাকার। সমগ্র অংশ একশত কুড়ি হস্ত উচ্চ এবং ছয়তলা বিশিষ্ট। ইহার ছাদ হইতে নিম্নতল অবধি স্বর্ণখচিত কারুকার্য্যে শোভিত। এই দ্বারের চারি কোণে ত্রিতল সমান উচ্চ প্রস্তর-নির্ম্মিত চারিটি মিনার আছে। প্রবেশ-দ্বার হইতে সমাধি-মন্দির পর্য্যন্ত রাস্তা রক্তবর্ণের মসৃণ প্রস্তর দ্বারা মণ্ডিত। রাস্তার দুই পার্শ্বে সুন্দর উদ্যান-শোভিত। উদ্যানে সাইপ্রেস, বহু সুপারি বৃক্ষ এবং কয়েকটি সরোবর আছে। প্রত্যেক সরোবরের ফোয়ারা হইতে জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। প্রবেশ-দ্বার হইতে সমাধি-মন্দির পর্য্যন্ত প্রায় কুড়িটি ফোয়ারা আছে। সমাধির উপরে সাততলা মণ্ডপ। এই সমুদয়ই মসৃণ মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত। সমগ্র সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করিতে ১ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। আমি আদেশ দিয়াছি যে, প্রতি দিন এই পবিত্র মন্দির হইতে দরিদ্রদিগকে দুইশত প্রকারের মিষ্টান্ন এবং দুইশত প্রকারের অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্য বিতরণ করা হইবে। কোনো পথিকই যেন এখানে আসিয়া আপনার খাদ্য দ্রব্য রন্ধন করিয়া আহার না করে। পথিকের সংখ্যা যতই অধিক হউক, সকলেই এখানে আহার পাইবে।

বর্ত্তমান সময়ে পিতার সমাধি-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া আমার মনে হইল, তিনি যেন জীবিত অবস্থায় সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন এবং আমি পুত্রের শ্রদ্ধা ভক্তি তাঁহার চরণে নিবেদন করিতে আসিয়াছি। পিতার সমাধির পাদদেশে আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া অনুতাপের অশ্রুতে তাহা ধৌত করিলাম। তাঁহার আত্মার মঙ্গলোদ্দেশে এই শান্তিপূর্ণ পবিত্র স্থান পরিত্যাগ করিবার সময়ে আমি নিকটস্থ দরিদ্র অধিবাসী-দিগকে ৫০ সহস্র মুদ্রা বিতরণ করিলাম। তৎপরে অশ্বারোহণ করিয়া আগ্রার প্রাসাদ অভিমুখে গমন করিলাম। আমার বাসের জন্য এই

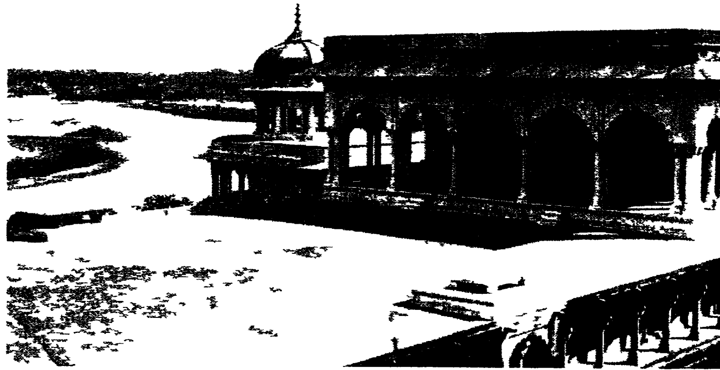


প্রাসাদের ভিতরে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিতে ইতঃপূর্ব্বে আদেশ প্রদান করিয়াছিলাম।

যমুনার দিকে যে দ্বার আছে তাহার উপর এই গৃহ বর্ত্তমান। ইহা পঁচিশটি স্বর্ণমণ্ডিত স্তম্ভের উপর অবস্থিত। স্তম্ভগুলি চুণি, পান্না এবং মুক্তাখচিত। ইহার বহির্দেশ গুম্বজের ন্যায় এবং নিরেট স্বর্ণমণ্ডিত। ইহার ভিতরের ছাদ অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যশোভিত এবং বহুমূল্য দ্রব্যাদি দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার নিকটবর্ত্তী বুরুজ চারিতল এবং বহুমূল্যবান মণি মুক্তা দ্বারা আবৃত। ইহার একটি বারাণ্ডা যমুনার উপরেই আছে। এই স্থান হইতে আমার ইচ্ছানুসারে বন্য হস্তী, নীল গাই, কৃষ্ণসার মৃগ ইত্যাদি পশুর লড়াই দেখিয়া থাকি। এই অট্টালিকার আর একতলা হইতে—এই তলাটি প্রায় যমুনা নদীর সহিত সমতল ভূমিতে অবস্থিত—আমি আমার দরবারের আমীরদিগকে সখ্যের নিদর্শনস্বরূপ আমার নিজের পাত্র হইতে মদ্য দান করি। যাহারা আমার বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র তাহারা বারাণ্ডায় আমার আসনের সম্মুখে বসিয়া থাকে।

সাধারণের জন্য আর একটি গৃহ আছে। এই গৃহে উচ্চ নীচ সকল সম্প্রদায়ের লোক আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়। এই গৃহের একাংশ স্বর্ণের জালিনির্ম্মিত পরদা দ্বারা পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। দরবার-গৃহের সম্মুখে একটি বিস্তৃত স্থান আছে। মনুষ্য সমান উচ্চ স্বর্ণ-মণ্ডিত আলিসা দ্বারা এই স্থান বেষ্টিত। এই স্থানে উৎসব ও দরবারের সময় বিশিষ্ট সভাসদ্‌বর্গ, রাজকুমারগণ এবং এক হাজারী হইতে পাঁচ হাজারী পদের আমীরগণ দণ্ডায়মান থাকেন। ত্রিশ হইতে চল্লিশ হস্ত পরিমিত বিস্তৃত এক কার্পেট দ্বারা স্থানটি আবৃত থাকে। রৌদ্র নিবারণের জন্য ইহার উপরিভাগ স্বর্ণখচিত মখমলের সামিয়ানা দ্বারা

আচ্ছাদিত। এই মঞ্চ এবং ইহার চারিকোণ করা আলিসা নিরেট স্বর্ণ নির্ম্মিত। ইহা এরূপ ভাবে প্রস্তুত যে প্রত্যেক অংশ পৃথক করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাইতে পারা যায়। সুতরাং রাজধানী হইতে ভিন্ন স্থানে দরবার করিতে হইলে, এই মঞ্চ লইয়া তথায় স্থাপন করা যায়। ইহা নির্ম্মাণ করিতে ১০৫০ মণ স্বর্ণ লাগিয়াছে।



আগ্রার দেওয়ান-ই-আম

(মন্ত্রণা গৃহ

Council Chamber of Agra

১৮২ পৃষ্ঠা।

নট্ আর্টিষ্টিক প্রেস

পারভিজের কথা

আগ্রায় চিরস্থায়ী হইয়া বাস করিবার পর আমার পুত্র সুলতান পারভিজকে আনিবার জন্য এলাহাবাদে দূত প্রেরণ করিলাম। পারভিজ তখন ঐ স্থানের শাসনকার্যের ভার লইয়া তথায় বাস করিতে-ছিল। আমি যখন সংবাদ পাইলাম যে পারভিজ আগ্রা হইতে এক দিনের রাস্তার মধ্যে পৌঁছিয়াছে তখন আমি সাম্রাজ্যের সকল আমীর এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে নগর ত্যাগ করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ প্রদান করিলাম। তাহারা সকলে মিলিত হইয়া পারভিজকে সঙ্গে লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবেন। পারভিজকে তাহারা যেরূপে শিষ্টাচার প্রদর্শন করিবেন, আমি নিম্নলিখিতরূপে তাহা নির্ধারিত করিয়া দিলাম। নগর ত্যাগ করিয়া তাঁহারা পারভিজের নিকট গমন করিবেন। তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহারা অশ্ব হইতে নামিয়া পারভিজকে কুর্নিশ করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিবেন এবং যতক্ষণ না পারভিজ তাঁহাদিগকে অশ্বে আরোহণ করিবার আদেশ প্রদান করে ততক্ষণ তাহারা এইরূপে কুর্নিশ করিতে থাকিবেন। কিন্তু ইতিমাদ-উদ দৌলাকে এইরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল। তিনি কেবল অশ্ব হইতে নামিয়া সেলাম করিয়া পুনরায় অশ্বারোহণ করিবেন। পারভিজের আদেশ অপেক্ষায় তাঁহাকে থাকিতে হইবে না। এইরূপে আমার দরবার এবং সৈন্য শ্রেণী হইতে কুড়ি হাজার বিশিষ্ট লোক পারভিজকে আনিবার জন্য প্রেরণ করিলাম। তাঁহাদিগকে আদেশ দিলাম যে, পারভিজ যে-দিন আগ্রা পৌঁছিবে, সে রাত্রি গুলাফসান উদ্যানে তাহার বাসের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে হইবে।

পরদিন আমি এই আদেশ দিলাম যে, পারভিজের শুভ আগমন-বার্তা ঘোষণা করিবার জন্য তাহার উদ্যান-বাটিকা এবং আগ্রার প্রাসাদের মধ্যে যে রাস্তা আছে সেই রাস্তায় সমব্যবধানান্তর বসন-চৌকির বন্দোবস্ত করিতে হইবে। নগরবাসিগণ, সুচারু বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া সাহজাদাকে দর্শন করিতে গমন করিল। যে রাস্তা দিয়া পারভিজ আগ্রার প্রাসাদে আসিবে, সেই রাস্তার দুই পার্শ্বে মণি মাণিক্যখচিত সজ্জায় শোভিত তিন সহস্র হস্তী দণ্ডায়মান হইল। আমার পোষাক হইতে একটি পোষাক তাহাকে পাঠাইলাম। ইহার কটিবন্ধে আমার কটিবন্ধের হীরক-খণ্ড বসাইয়া দিলাম। এই হীরকের মূল্য চারি লক্ষ টাকা। এতদ্ব্যতীত একলক্ষ টাকা মূল্যের হীরকখচিত উষ্ণীষ এবং পাঁচ লক্ষ টাকার মুক্তার মালা তাহাকে পাঠাইলাম। আমি আরও আদেশ দিলাম যে, আমার সভাসদ্‌দিগের মধ্যে যিনি আমার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতে চাহেন, তিনি যেন পারভিজকে কোনোরূপ উপহার প্রদান করেন। ইহার পরে অবগত হইয়াছিলাম যে, আমার এই আদেশের ফলে রত্নালঙ্কার, স্বর্ণ, হস্তী, অশ্বেতে পারভিজ দুই কোটী টাকার উপহার পাইয়াছিল।

সেই দিনই আমার প্রেরিত আমীরগণ যমুনা অতিক্রম করিয়া পারভিজকে আগ্রার প্রাসাদে আমার সম্মুখে লইয়া আসিলেন। আমাকে দেখিয়া একটু দূর হইতেই পারভিজ ভূমিতে মস্তক ঠেকাইয়া আমাকে প্রণিপাত করিল এবং এইরূপে সাতবার প্রণিপাত করিতে করিতে সে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সপ্তমবার প্রণিপাত করিয়া সে বক্ষে হস্তনিবদ্ধ করিয়া আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তৎপরে পারভিজ আমার পদ চুম্বনার্থ সিংহাসনে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলে আমি সাদেক-

মহম্মদ খাঁ এবং খোজা আবুল হোসেনকে তাহার সাহায্যার্থ তাহার দুই পার্শ্বে থাকিতে বলিলাম। ইহার পর পারভিজকে আমার দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইলাম। আমার পুত্র খুরম বামপার্শ্বে বসিয়াছিল। তৎপরে পারভিজের অভ্যর্থনার জন্য মহাবৎ খাঁর প্রাসাদ সজ্জিত করিতে আদেশ দিলাম। মহাবৎ খাঁ তখন কাবুলের সীমান্ত-দেশে বিদ্রোহ নিবারণে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার পরিবারের বাসের জন্য আর একটি প্রাসাদ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলাম।

পরদিন পারভিজ রাজকীয় প্রথানুসারে আমার আনুগত্য স্বীকার করিতে আসিল। এই সময়ে সে নিম্নলিখিত বিপুল উপহার দ্রব্য আমাকে প্রদান করে। বহুমূল্যবান আশিটি সুশিক্ষিত হস্তী, স্বর্ণখচিত সজ্জায় সজ্জিত ইরকের সর্ব্বোত্তম দুইশত অশ্ব, ক্ষিপ্র গতির জন্য বিখ্যাত এক সহস্র উষ্ট্র, গুজরাটের একদল শ্বেত বর্ণের বৃহৎ ষাঁড়, চারিশত থাল পূর্ণ মখমল সাটিন এবং স্বর্ণখচিত সূক্ষ্ম বস্ত্র, দ্বাদশ থাল পূর্ণ হীরক, চুণী, মুক্তা এবং পান্না। সর্ব্বশুদ্ধ চারিকোটী টাকার উপহার পাইলাম। এই সকলের পরিবর্ত্তে আমি তাহার গলদেশে দশলক্ষ টাকার মুক্তার মালা পরাইয়া দিয়া তাহাকে দশ হাজার সৈন্যের অধিনায়কত্ব হইতে ত্রিশ হাজারের অধিনায়ক-পদে উন্নীত করিলাম।

আগ্রায় পৌঁছিবার এক মাস পরে পারভিজ একদিন তাহার আচরণে আমাকে বিস্ময়ান্বিত করিয়া ফেলিল। সে দিন সে গলদেশে একটি রুমাল বাঁধিয়া আসিয়া হঠাৎ আমার পদতলে পতিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আমি স্নেহের সহিত তাহাকে এই গভীর দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল যে, তাহারা তিন ভ্রাতা নানা প্রকার আমোদ প্রমোদের

মধ্যে থাকিয়া স্বাধীন জীবন যাপন করিতেছে। কিন্তু তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই পঞ্চদশ বৎসর ধরিয়া কারাগারে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, ইহা তাহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। মানব ভ্রান্ত জীব। অপরাধ, ত্রুটি হওয়া মানবের স্বভাব। ক্ষমা করা মহত্তের ধর্ম্ম। পারভিজের কাতর অনুনয়ে বিগলিত হইয়া আমি খসরুকে ক্ষমা করিয়া তাহাকে স্বাধীনতা দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। আমি পারভিজকে বলিলাম, সে যদি তাহার হতভাগ্য ভ্রাতার ভবিষ্যত আচরণের জন্য জামিন থাকিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিতে পারি। পারভিজ অবিলম্বে একটি কাগজে খসরুর জামিন হইবার কথা লিখিয়া দিলে আমি তাহার মুক্তির আদেশ প্রদান করিলাম। যাহাতে এই শুভ অনুষ্ঠান রাজকীয় প্রথানুসারে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য দোরাবাগে বিপুল উৎসবের আয়োজন করিতে আদেশ দিলাম। এই স্থানে এক নির্দ্ধারিত দিনে আমি আগ্রার প্রাসাদ হইতে গমন করিলাম এবং খসরুকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার জন্য আসফ খাঁ এবং খাঁ-ই-জাহানকে প্রেরণ করিলাম। তৎপরে আমি আমার পরিচ্ছদাগার হইতে পরিচ্ছদ, হীরকখচিত কোমরবন্ধ, সুসজ্জিত অশ্ব এবং কোপারা নামক হস্তী খসরুর নিকট প্রেরণ করিলাম। এই হস্তী চারিলক্ষ টাকা দিয়া আমার পিতা ক্রয় করিয়াছিলেন। ইহার পৃষ্ঠে ত্রিশলক্ষ টাকার হাওদা ছিল। জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের পদের উপযুক্ত মর্য্যাদা এবং সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আমি রাজকীয় অশ্বশালার দুইশত তিনটি সর্ব্বোত্তম অশ্ব প্রেরণ করিলাম। তাহাব প্রতি সম্মানের চিহ্নস্বরূপ উপযুক্ত উপহার লইয়া রাজ্যের সমুদয় আমীরকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ দিলাম। কারাগার হইতে দোরাবাগ পর্য্যন্ত তাঁহারা পদব্রজে তাহার সহিত আগমন করেন, এরূপ আদেশও দিলাম। কিন্তু

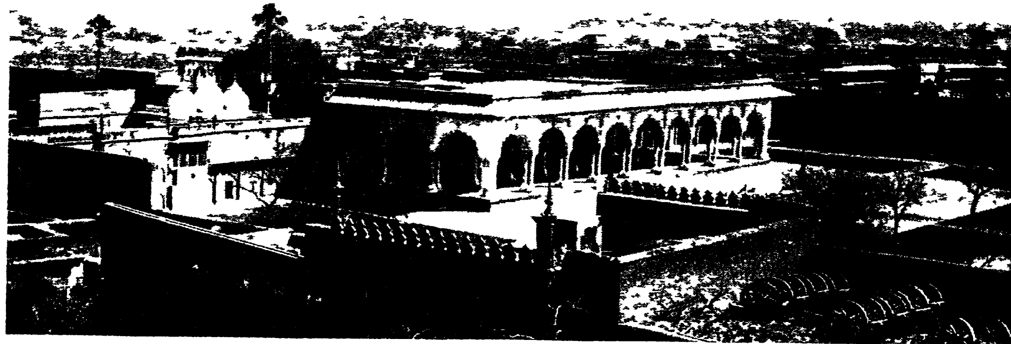
সুলতান পারভিজের সময় যেরূপ হইয়াছিল, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ ইতিমাদ উদ-দৌলাকে এইরূপ সম্মান প্রদর্শন হইতে মুক্তি দেওয়া হইল। এইরূপ জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবের মধ্যে আমি খসরুকে ক্ষমা করিয়া তাহাকে পুনরায় আমার আশ্রয়ে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলাম। *

---

* এতদ্দ্বারা ইহাই উপলব্ধি হইতেছে যে, জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ষোড়শ বৎসরে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। তখন ১৬২১ কিংবা ১৬২২ খৃষ্টাব্দ।

খসরুর মুক্তি

দরবার-গৃহের সিংহাসনে যখন উপবিষ্ট ছিলাম, তখন খসরু আমার নিকট আনীত হইল। সে দূর হইতে আমাকে দেখিয়াই আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং সেখান হইতেই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে করিতে আসিয়া আমার চরণে মস্তক রাখিল। আমি বারবার তাহাকে মস্তক উঠাইতে বলিলাম কিন্তু সে এক ঘণ্টাকাল আমার পদমূলে পড়িয়া রহিল। অবশেষে সে কাতরস্বরে বলিল, "আমি কোন্ মুখে পিতার মুখের দিকে চাহিব? আমি যে ঘোরতর অপরাধে অপরাধী, তাহা কি ক্ষমার যোগ্য?" এই বলিয়া অবশেষে সে মস্তক তুলিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং ভগ্নস্বরে তাহার প্রাণের বেদনার কথা জানাইয়া আমার কৃপা ভিক্ষা করিয়া পুনরায় আমার পদতলে নিপতিত হইল। আমি তাহার এই মর্মন্তুদ অনুতাপে ব্যথিত হইয়া তাহাকে উঠিতে বলিলে, সে উঠিয়া দুই হস্ত বক্ষের উপর রাখিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "দিবারাত্রি যাতনায় দগ্ধ হইয়াছি তবু পূর্ব্বের পাপাচরণের লজ্জা কিছুতেই লাঘব হইতেছেনা।" ইহাতে আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া মণি মুক্তাখচিত এক পাত্র আনিতে বলিলাম। এই পাত্র মদ্যপূর্ণ করিয়া আমার চারিপুত্র খসরু, খুরম, পারভিজ এবং সেহেরারকে প্রদান করিলাম। প্রীতির চিহ্নস্বরূপ তাহারা সকলে এই একই পাত্র হইতে অল্প অল্প মদ্যপান করিল এবং পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল। আমি দূর হইতে তাহাদের সম্প্রীতি ও মিলন দেখিয়া পুলকিত হইলাম। আমার পঞ্চম পুত্র সুলতান রখত সে সময়ে বঙ্গদেশে বিদ্রোহ নিবারণে ব্যাপৃত ছিল। ইহার



দেওয়ান ই খাস—আগ্রা

সাধারণের জন্য দরবার-গৃহ।

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস

১৮৮ পৃষ্ঠা।

পরে পারভিজ আমার পদতলে পতিত হইয়া তাহার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। কিন্তু সে বলিল যে আর একটি অনুগ্রহ লাভ করিলেই এই সুখ সম্পূর্ণ হয়। পারভিজ এবং তাহার দুই দাতা চল্লিশ, ত্রিশ এবং কুড়ি হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক। খসরুকেও যদি এইরূপ একটি পদ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তাহার সকল দুঃখের অবসান হইবে। পারভিজের ভ্রাতৃপ্রেমে আমার হৃদয় বিগলিত হইল। আমি খসরুকে কুড়ি হাজার সৈন্যের অধিনায়ক আমীরের পদ প্রদান করিলাম। এ ক্ষেত্রে আমি ইহাও বিস্মৃত হই নাই যে, আমার মৃত্যুর পর খসরুই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবে। তৈমুর বংশের চির প্রচলিত প্রথাই এই যে, জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমান থাকিতে কনিষ্ঠ রাজ্যের অধিকারী হইবে না। সুতরাং সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমি খসরুর অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাহাকে তাহার উপযুক্ত সম্মানের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। শিকার অভিযান এবং অন্যান্য আমোদের জন্য তাহাকে দশ হইতে কুড়ি দিনের অবকাশ প্রদান করিলাম। উপযুক্ত পুত্রের উপরই রাজ্যের স্থিরতা এবং মঙ্গল নির্ভর করে। তাহার প্রতি অন্যায় আচরণ করা বুদ্ধির কার্য্য নহে এবং আমি যে ক্ষমতা পরিচালনা করিতেছি তাহারও অনুপযুক্ত।

কাশ্মীর যাত্রা

এই সময়ে, কাশ্মীরের মনোহর পীতবর্ণের উপত্যকা সমস্ত দর্শন করিতে আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইল। সেই সুন্দর দেশে যাত্রা করিবার জন্য চারি শত জলযান নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিলাম। ববাবর নদী দিয়া গমন করিয়া কাশ্মীর-পর্ব্বতের পাদমূলে উপস্থিত হইব বলিয়া মনস্থ করিলাম। দুই মাসের মধ্যে জলযান সকল নির্ম্মিত হইল। তাহা সূক্ষ্ম কারুকার্য্য এবং সুদৃশ্য পরদা দ্বারা শোভিত করা হইল। যাত্রার পথে যে সকল জঙ্গল আছে, তাহা পরিষ্কার করিবার এবং নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণের জন্য নুরুদ্দিন কুলি বেগকে দশ লক্ষ টাকা প্রদত্ত হইল।

মগ-বিদ্রোহ দমন

আগ্রাতে কয়েক মাস শান্তিতে বাস করিয়া যমুনা নদী দিয়া দিল্লী অভিমুখে এক দিনের পথ গমন করিয়াছি এমন সময় সংবাদ পাইলাম যে, মগদিগের রাজা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত দুই হাজার সৈন্য লইয়া বঙ্গদেশে উপনীত হইয়া কাশিম খাঁকে আক্রমণ করিয়াছে। আমার পরম সুলতান বখতের অধীনে কাসিম খাঁ মোতায়েনাৎ জেলাদারের কার্য্য করিতেছিল। আমি আরও সংবাদ পাইলাম যে মগরাজের সহিত গোলন্দাজ সৈন্য ও গোলাগুলি আছে। তাহারা অতর্কিতভাবে কাসিম খাঁকে আক্রমণ করিয়া চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে এবং কাসিম খাঁ চারি স্থানে আহত হইয়া ভীষণরূপে পরাজিত হইয়াছে। তাহার বহু সৈন্য হত হইয়াছে। কাসিম খাঁ সৈন্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশের এক সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

এই নিদারুণ পরাজয়ের সংবাদ অবগত হইয়া আমি মোকারের খাঁ, উজীর খাঁ এবং সুজায়েত খাঁকে ঘটনা স্থলে প্রেরণ করিলাম। তাঁহারা প্রত্যেকে সাত হাজার সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন এবং ঘোরতর সংগ্রামে জয়ী হইয়া ইতঃপূর্ব্বেই বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত ষাট হাজার আউজবেক অশ্বারোহী সৈন্য, কুড়ি হাজার পদাতিক সৈন্য, এবং তিনশত কামান প্রেরণ করিলাম। তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলাম যে, শত্রু-সংখ্যা অধিক এবং পরাক্রমশালী দেখিলে তাঁহারা যেন তাহা অবিলম্বে আমাকে অবগত করান। আমি তাহা হইলে এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে দিয়া পারভিজকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিব। সেনাপতিগণ

মালদহে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সংবাদ পাইলেন যে, ছয় মাসের রাস্তার মধ্যে যে সকল আমীর আছেন, তাঁহাদের সকলকে একত্র করিয়া কাসিম খাঁ এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য এবং কামান ও গোলাগুলি লইয়া শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়াছেন। তাহাদের ত্রিশ হাজার সৈন্য হত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। কাসিম খাঁ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদের দেশে গমন করিয়া পলাতকদিগের চল্লিশ হাজার বালক বালিকা বন্দী করেন।

এই সমুদয় বন্দী এবং ত্রিশ হাজার হত ব্যক্তির মস্তক আমার নিকট প্রেরিত হয়। কাসিম খাঁর কৃতকার্য্যতার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে আরও এক হাজার সৈন্যের অধিনায়ক পদে উন্নীত করিয়া মণি-মুক্তা-খচিত তরবারি, কটিবন্ধ, স্বর্ণখচিত সজ্জায় সজ্জিত এক অশ্ব এবং এক হস্তী প্রেরণ করিলাম। এই হস্তী আমার নিজের ব্যবহারের জন্য চারি লক্ষ টাকায় ক্রয় করা হয়। এতদ্ব্যতীত আমার পরিচ্ছদ হইতে এক পরিচ্ছদও তাঁহাকে উপহার দিলাম। সেনাপতিগণ যখন একবার বিদেশে বহির্গত হইয়াছেন, তখন তাঁহাদিগকে সৈন্য লইয়া মগদিগের দেশে গমন করিয়া তাহাদের সমূলে ধ্বংস করিতে আদেশ দিলাম। ঈশ্বরের কৃপায় এবং আমার সৌভাগ্য-প্রভাবে তাঁহারা যে এই কার্য্যে সফলতা লাভ করিবেন তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি শুনিয়াছিলাম যে, মগদিগের রাজ্যে সুন্দর হস্তী প্রচুর পাওয়া যায়। আমি সেনাপতিদিগকে আদেশ দিলাম যে, তাঁহারা যত হস্তী ধরিতে পারেন, ধরিয়া আমার নিকট লইয়া আসিবেন।



সম্রাট্ জাহাঙ্গীর

কনৌজের বিদ্রোহ দমন

আগ্রা হইতে যাত্র করিবার একমাস পরে আমি দিল্লীতে পৌঁছিলাম। এখানে আসিয়া শুনিলাম যে, কনৌজের অধিবাসিগণ বিদ্রোহী হইয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা এবং কর্ম্মচারীদিগকে দূরীভূত করিয়া ঘোরতর বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। এই সংবাদ পাইয়া আমি রণনিপুণ ও সাহসী আবদুল্লা খাঁকে বিদ্রোহ নিবারণে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলাম। যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার সৈন্য পরিদর্শন কালে দেখিলাম যে, যুদ্ধের উপযোগী কোনো হস্তী তাঁহার নাই। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পাঁচটি বৃহৎ হস্তী, ইরাকের তিনটি উৎকৃষ্ট অশ্ব, একহাজার দ্রুতগামী উষ্ট্র এবং দশলক্ষ টাকা প্রদান করিলাম। বিদ্রোহ নিবারণ করিতে যাইয়া যাহাতে তাঁহার কোনো প্রকার অসুবিধা না হয়, এই জন্য তাঁহাকে যথোচিতরূপে সুসজ্জিত করিয়া দিলাম।

অভিজ্ঞতা-প্রসূত একটি সারবাক্য এই আছে যে, সংগ্রামের সময় যখন তুমি তোমার সেনাপতিদিগকে বিপদের মুখে অগ্রসর করিয়া দাও, তখন তাহাদিগকে স্বর্ণ, অশ্ব এবং অন্যান্য দ্রব্য মুক্তহস্তে দান কর। তাহা হইলে তাহারা একান্ত নিষ্ঠা এবং উৎসাহের সহিত সাম্রাজ্যের সেবায় নিযুক্ত হইবে। অনেক সময় এইরূপ ঘটে যে, যাহাদিগের হস্তে রাজ্যের ভার অর্পিত আছে, তাহারা অপরিমিত ব্যয় এবং বিলাসিতায় রাজ্যের ধন নষ্ট করিয়া ফেলে। সুতরাং বিপদের সময় তাহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া রাজ্য রক্ষায় অশক্ত হয়। আমি যদি কৃপণতা করিয়া সেনাপতিদিগকে সাহায্য না করি, তাহা হইলে যাহারা এইরূপ

অত্যাচাব ও অবাজকতায় কষ্ট পাইতেছে, সেই সব অসহায় প্রজাব: কি দুর্দ্দশাই না হয়। মৃত্যুব পবে শেষ বিচাবেব দিনে আমার এই দায়িত্বহীনতার জন্য কতই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং ঘোব বিপদের দিনে ধনাগাব মুক্ত কবিয়া সকলকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

আবদুল্লা খাঁ তাঁহাব ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া যাইবাব অনুমতি প্রার্থনা কবিলেন। তিনি বলিলেন যে, শত্রু-সংখ্যা যদি অধিক ও পরাক্রমশালী হয়, তাহা হইলে সেই দূবদেশে ভ্রাতার সাহায্য বিশেষ উপকারে আসিবে। আমি তাঁহাব এই সঙ্গত প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে দ্বিরুক্তি করিলাম না। তাঁহার ভ্রাতা তিন হাজার সৈন্যেব অধিনাযক ছিলেন। আবদুল্লা খাঁর অধীনে ত্রিশ হাজাব অশ্বাবোহী এবং দশ হাজার উষ্ট্রারোহী গোলন্দাজ যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিল। অবিলম্বে আবদুল্লা খাঁ শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। শত্রুগণও একলক্ষ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য লইয়া অমিতপরাক্রমে আবদুল্লা খাঁকে আক্রমণ কবিল। আবদুল্লা খাঁ তাঁহার ভ্রাতাকে এক অসম্ভাবিত দিক হইতে শত্রু-সৈন্য আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং তাহাদের সম্মুখ ভাগ আক্রমণ কবিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই শত্রু-সৈন্য পরাজিত হইল। কুড়ি হাজার সৈন্য হত হইল এবং অবশিষ্ট ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়া কনৌজেব দুর্গে আশ্রয় লইল। তাহারা দুর্গ হইতে আবদুল্লা খাঁর সৈন্যের উপরে অনবরত গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। এই অবিশ্রান্ত অগ্নিবৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া আবদুল্লা খাঁ অপূর্ব্ব বীরত্ব ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সহিত কনৌজ দুর্গ আক্রমণ করিলেন। সৈন্যগণও তাহাদের সেনাপতির বীরত্বপূর্ণ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া দলে দলে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল। একটি সৈন্য গতাসু হইবামাত্র আর একটি সৈন্য তাহার স্থান পূর্ণ করিতেছিল।

এইরূপে তাঁহারা দুর্গ অধিকার করিয়া ফেলিলেন। দশ হাজার শত্রু-সৈন্য হত হইল এবং তাহাদের সেনাপতি ধৃত হইলেন। দশ হাজার বিদ্রোহীর মস্তক, তাহাদের অধিপতির মুকুটের কুড়ি লক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্র সমূহ এবং কয়েক জন সেনাপতি বন্দী হইয়া আমাব নিকট প্রেরিত হইল। আবদুল্লা খাঁ বিজিত প্রদেশে রহিলেন। সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ কবিলে কি শাস্তি হয়, তাহাব দৃষ্টান্তস্বরূপ কনৌজের রাস্তার বৃক্ষে বৃক্ষে সংগ্রামে হত দশ হাজার বিদ্রোহীর দেহ ঊর্দ্ধপদ করিয়া ঝুলাইয়া দিতে আদেশ দিলাম। এস্থলে দুঃখের সহিত একথা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রায়শঃ ভীষণ হত্যার পরও হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের মধ্যে কখনো বিদ্রোহের শান্তি হয় নাই। এই বিদ্রোহাচরণ ও তাহাদের দুরন্ত স্বভাবের জন্য আমার পিতার এবং আমার রাজত্ব কালে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে সংগ্রামে কিংবা ঘাতকের তরবারিতে বিভিন্ন সময়ে প্রায় দুই লক্ষ লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। সর্ব্বদাই সাম্রাজ্যের কোনো অংশের অধিবাসী বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়াছে। হিন্দু-স্থানে কখনো শান্তি বিরাজ করে নাই।

এই সময়ে আগ্রার প্রাসাদ ও আমার পবিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ এবং আগ্রার শাসনকার্য্যে লস্কর খাঁকে নিযুক্ত করিলাম। তাঁহার জামাতা বাবা-নিরেতকে আগ্রার কোতোয়ালীর কার্য্যে বহাল করিলাম। তিনি সাহসী পুরুষ। বহু রণক্ষেত্রে বিশেষতঃ কাবুলের সীমান্ত দেশে তিনি অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এক স্থানে তিনি দশটি আঘাত প্রাপ্ত হন। চল্লিশ জন শত্রুকে হত করিবার পর তিনি এইরূপে আহত হন।

দরবেশের কথা

এই সময়ে রাজধানী ত্যাগ করিয়া যমুনা দিয়া জলযানে যাত্রা করিবার সময় আমার অন্তঃপুরের চারিশত স্ত্রীলোক আমার সঙ্গে রহিলেন। সময় সময় আমরা শিকারের উপযুক্ত স্থানে পৌছিলে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া আমি শিকারের আমোদে রত হইতাম। আমাকে নিরাপদে কাশ্মীরে পৌছাইয়া দিবার জন্য নদী-তীর দিয়া একদল সৈন্য যাইতেছিল। মথুরায় পৌছিয়া এক দরবেশের কথা অবগত হইলাম। তিনি সেস্থানে কুড়ি বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছেন। মথুরা হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থ ক্ষেত্র। সংবাদদাতা আমাকে বলিল যে, প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যাকালে আকাশ হইতে তাঁহার মস্তকের উপর স্বর্ণমুদ্রা বৃষ্টি হয়। আমি এই অনৈসর্গিক ব্যাপারে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া দরবেশকে দেখিতে গমন করিলাম। তাঁহার কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, তাহার চারিশত শিষ্য চর্ম্ম পরিধান করিয়া দ্বারদেশে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট আছে। পূর্ব্বেই দরবেশকে আমার আগমন-সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছিল। সন্ন্যাসীর বাসস্থানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহা অনেকটা গহ্বরের মত। তিনি আমাকে দেখিয়া সেলাম কিংবা অন্য কোনো প্রকারে সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। আমি তাঁহাকে সেলাম করিয়া আমার ভক্তি অর্পণ করিলাম। অতিশয় নম্রভাবে উপবেশন করিয়া আমি তাঁহাকে কথা বলাইতে চেষ্টা করিলাম। অবশেষে তিনি কথা বলিলেন। তাঁহার প্রথম বাক্য এই "যে রাজা আপনার ন্যায় শত শত রাজাকে পালন করিতেছেন, আমি তাঁহারই সেবক।" তাঁহার কথা

শুনিয়া আমি তাঁহাকে কয়েকটি সদুপদেশ দান করিতে বলিলাম। তিনি বলিলেন "ঈশ্বরের সৃষ্ট যেসকল প্রাণী আপনার আশ্রয়ে রক্ষিত আছে তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য চেষ্টা করিবেন। ইহাতে যে পুণ্য-সঞ্চয় কবিবেন তাহা আপনাব পাপ-ভার লঘু করিয়া দিবে। সাম্রাজ্যের নানা স্থানে শাসনকার্য্যের জন্য যেসকল প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন তাহাবা যেন অত্যাচারী এবং লোভী না হয়। সেদিকে দৃষ্টি রাখিবেন। যতদিন আপনার ক্ষমতা আছে বৃদ্ধ ও দরবেশদিগকে সম্মান কবিবেন।" তৎপরে তিনি ছয় পংক্তি কবিতা আবৃত্তি কবিলেন। তাহার অর্থ এই —"দুঃখ ও শোকভাবে প্রপীড়িত বৃদ্ধদিগকে উপহাস কবিবে না। সে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়ো না, যাহা ভগ্নহৃদয়কে গ্রাস করে। এক সময়ে গম্ভীর এবং অন্য সময়ে উপহাসপ্রিয় হইয়ো না। হৃদয়ে মন্দভাব পোষণ করিয়ো না, তাহা হইলে তোমার বাক্যও মন্দ হইবে। যদি তুমি নিষ্কলঙ্ক থাকিতে ইচ্ছা কর, তবে নিন্দাপ্রিয় হইয়ো না।" কবিতা শেষ করিয়া তিনি বলিলেন, আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র এযাবৎ যে ব্যবহার পাইয়া আসিয়াছে, এখন হইতে তাহাব প্রতি তদপেক্ষা সদাচবণ কবিবেন। কারণ সেই আপনাব উত্তরাধিকারী হইবে।" *

এক ঘণ্টা পরেই সন্ধ্যা হইল। দরবেশের এক শিষ্য উঠিয়া সন্ধ্যার নমাজ পড়িতে লাগিল। কয়েকটি বাতি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দরবেশ উপাসনায় নিযুক্ত হইলেন। উপাসনার সময় তিনি আটবার তাঁহার দেহ ভূমিতে নত করিলেন। তৎপরে আর পাঁচজন শিষ্য আসিয়া তাঁহার সম্মুখে স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তিনি আকাশের দিকে হস্তোত্তোলন করিয়া উপাসনা আরম্ভ করিবামাত্র আকাশ হইতে স্বর্ণবৃষ্টি

* দরবেশেব ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয় নাই। খুরম (সাজাহান) খসরুকে হত্যা করেন।

হইল। পরে সেই সকল স্বর্ণখণ্ড একত্র করিয়া দেখা গেল, তাহার মূল্য দশ হাজার পাঁচশত টাকা। দরবেশ ইহা সমান ভাগে বিভক্ত কবিয়া এক ভাগ উপস্থিত অন্যান্য দরবেশদিগকে প্রদান করিলেন এবং আর এক ভাগ আমাব রাজস্ব কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে বলিলেন। এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া আমি দরবেশকে বলিলাম যে, তাঁহাদের সকলের ভরণ পোষণের জন্য একটি গ্রাম প্রদান করিতে ইচ্ছা কবি। ইহাব বার্ষিক আয় ৫০ হাজার টাকা। দরবেশ বলিলেন, "যাহারা মানবের দয়াব উপব নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদিগের রক্ষার জন্য এই টাকা ব্যয় কর। আমাব ইহাতে কোনো প্রয়োজন নাই। কারণ পার্থিব জিনিষের প্রতি আমার আকাঙ্ক্ষা নাই এবং তজ্জন্য আমার ভাবনাও নাই।" আর বাক্যব্যয় না করিয়া আমি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। তাঁহার গহ্বর হইতে কিয়দ্দূরে আসিয়া মনে পড়িল যে, বিদায়ের কালে তাঁহার হস্ত চুম্বন করিয়া আসা উচিত ছিল। যখন আমার অন্তরে এই ভাব উদিত হইল তখনই দরবেশের একটি শিষ্য আসিয়া আমার নিকট বলিল যে, সে আমার অন্তরের ভাব অবগত হইয়াছে। এতদূর আসিয়া পুনরায় ফিরিয়া যাওয়া অশুভজনক। দিল্লী-নিবাসী এক দরবেশকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে সে আমাকে অনুরোধ করিল। মানবের অন্তরের কথা জানিবার তাহার এত ক্ষমতা দেখিয়া আমি বিস্ময়ান্বিত হইলাম। তাহার ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রতি আমার শ্রদ্ধা শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। আমি তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে পুনরায় দরবেশের আশ্রমে গমন করিলাম। তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া আমাব কার্য্য করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলাম। আর একটি কথা বলিয়াই এ বিষয় শেষ করিব। দরবেশের আশ্রম ত্যাগ করিয়া আমি স্বস্থানে ফিরিলে একব্যক্তি আমাকে বলিল যে খাঁ-ই-

দোবানেব পুত্র আমাব আচরণ লইযা বিদ্রূপ করিয়াছে। সে বলিয়াছে যে, "এই ভণ্ড দবরেশের প্রতাবণ য় মুগ্ধ হইয়া সম্রাট্ কি বালকোচিত কার্য্য করিযাছেন।" মানবের প্রাণের ভাব অবগত হইবার তাঁহাব অত্যদ্ভুত ক্ষমতা যদি আমি প্রত্যক্ষ না কবিতাম, তাহা হইলে তাঁহার মস্তকোপবি স্বর্ণবৃষ্টি হওযার ঘটনা সম্বন্ধে আমাব সন্দেহ থাকিয়া যাইত। কিন্তু এই ব্যক্তি যেরূপ অসম্মানসূচক ভাষায় আমার আচবণেব উল্লেখ কবিযাছিল, তাহাতে ইহা অবহেলা করিতে পাবিলাম না। তাহাব মস্তক ও মুখেব এক পার্শ্বের চর্ম্ম তুলিযা ফেলিতে আদেশ দিলাম। সেই অবস্থায় তাহাকে সহরেব চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ কবিয়া আনা হইল এবং ঘোষণা কবিযা দেওযা হইল যে, প্রজাব রক্ষাকাবী ও উপকারী সম্রাটেব সম্বন্ধে এইরূপ অভদ্র ভাষা যে ব্যবহার কবিবে তাহার শাস্তি এইরূপ হইবে। এ ক্ষেত্রে আমি অধিকতব কঠোবতা প্রদর্শন কবিলাম, কাবণ আমি শুনিয়াছিলাম যে, এই ব্যক্তিই ইতঃপূর্ব্বে একবাব দববেশেব সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া অতিশয় উদ্ধত ব্যবহার কবিযাছিল। দরবেশ তাহাকে বলিয়াছিলেন, সে অল্প বযস্ক বলিযা তাহাব এরূপ ব্যবহারেব জন্য তিনি তাহাব মস্তক লইবেন না। কিন্তু তাহাব মস্তকেব ত্বকচ্ছেদ করাইবেন। দরবেশের কথা সম্পূর্ণরূপে ফলিয়া গেল। বাস্তবিক এইরূপ সাধু ফকিবগণ সর্ব্বদাই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। যদিও ধার্ম্মিক ও সাধু ব্যক্তিগণ ঈশ্বব নহেন, তথাপি তাঁহারা ঈশ্বব হইতে অধিক পৃথক নহেন।

কর্ত্তব্যপরায়ণতার প্রতি শ্রদ্ধা

মথুরা হইতে পারভিজ আমার নিকট বিদায় লইয়া এলাহাবাদের শাসনকার্য্যে ফিরিয়া গেল। প্রথমে সাধারণ নিয়মানুসারে সে দুই হাজার সৈন্যের অধিনায়ক-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পরিশেষে আমি তাহাকে কুড়ি হাজারের পদে উন্নীত করিয়া দিয়াছিলাম। ন্যায়ানুসারে এস্থলে এ কথা বলিতেছি যে, কখনো তাহার আচরণে কোনো অপরাধের কারণ পাই নাই। আমি একান্তভাবে আশা করি যে, সকল কার্য্যে তাহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা যেন পূর্ণ হয়। একটি সামান্য বিষয় এস্থলে লিখিতেছি। মথুরা হইতে যাত্রা করিবার অল্পকাল পরেই সে আমার নিকট অভিযোগ করিয়া পাঠাইল যে, যাত্রাকালে সে যখন আবদুল্লা খাঁর ছাউনীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল, তখন আবদুল্লা খাঁ তাহাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে নাই। সম্রাটের পুত্র বলিয়া যে সম্মান সে দাবী করে, আবদুল্লা খাঁ তাহাকে তাহা প্রদান করে নাই। এই অভিযোগের উত্তরে আমি বলিয়া পাঠাইলাম যে, আবদুল্লা খাঁ যুদ্ধ যাত্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাহার তোষামোদের জন্য যে তাহার নিকট উপস্থিত হয় নাই, ইহাতে সে কর্ত্তব্যপরায়ণ প্রজার কার্য্যই করিয়াছে। বরং সে ইহার অন্যথাচরণ করিলে গোয়ালিয়র দুর্গে ত্রিশ বৎসরের জন্য বন্দী হইত। সাহজাদা পারভিজ ইহাতে যতই অসন্তুষ্ট হউক না কেন, আবদুল্লা খাঁ যে যুদ্ধ যাত্রা স্থগিত করিয়া তাহার বালকোচিত অহঙ্কারের প্রশ্রয় দেন নাই, ইহাতে আমি সন্তুষ্টই হইয়াছি।

কাশ্মীরীদিগের পক্ষী ধরিবার অদ্ভুত প্রণালী

দিল্লীর নিকটবর্ত্তী স্থানে পৌছিলে কয়েকটি লোক আমার নিকট আসিয়া বলিল যে, সে স্থানে শিকারের উপযুক্ত এক প্রকাব পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মাংস অতিশয় সুস্বাদু। শিকার অপেক্ষা এই সকল লোকের ভাষা আমার নিকট অধিকতর আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইল। ইহাদেব ভাষা কাশ্মীরের অধিবাসীদের ন্যায়। ইহারা এক প্রকার অদ্ভুত শব্দ কবিয়া উড্ডীয়মান পক্ষীদলেব গতি রোধ করে এবং তৎপবে তাহাদের ধৃত করে। আমি এই পাখী ধরার ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবাব জন্য তাহাদিগকে আমার সম্মুখে পাখী ধবিতে বলিলাম। নিকটবর্ত্তী স্থানের একটি সমতল ভূমিতে সহস্র সহস্র পক্ষী আসিয়া থাকে। হাজার কাশ্মীরীকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আমি তাহা দেখিতে গমন করিলাম। যখন দলে দলে পক্ষীগুলি আকাশ দিয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল, তখন কুড়িজন কাশ্মীরী একত্র হইয়া এমন একটি মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি তুলিল যে, তাহারা অনন্ত আকাশ-পথে যাত্রা ভুলিয়া সেই রবে আকৃষ্ট হইয়া কাশ্মীরীদেব নিকটে আসিয়া পড়িল। অতি নিকটে আসিলে কাশ্মীরীগণ তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিল। নিরীহ পাখীগুলি সুশ্রাব্য রবে আকৃষ্ট হইয়া মানুষের বিশ্বাসঘাতকতায় এমন করিয়া প্রাণ হারাইতে আসিল ভাবিয়া আমার অন্তবে করুণার সঞ্চার হইল। আমাদের অসঙ্গত কৌতূহল নিবারণের জন্য এতগুলি নির্দ্দোষ নিরীহ প্রাণীর প্রাণহরণ করা দারুণ নৃশংসতার কার্য্য বলিয়া মনে হইল। যে কুড়ি হাজার পক্ষী ধৃত হইয়াছিল পরদিন তাহা মুক্ত করিয়া দিলাম। পক্ষী ধবার রীতি দর্শন করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। তাহাদিগকে হত্যা করা আমার স্বভাবের বিপরীত।

কর্ম্মচারীর লোভের শাস্তি

সেহরিন্দে পৌঁছিয়া আমি খোজা উইসির উদ্যান দর্শন করিলাম। আমার নির্দ্দেশানুসারে ইহা পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। খোজা উইসির স্থাপত্য বিদ্যায় যেরূপ নিপুণতা আছে, উদ্যান রচনায় সেইরূপ সুন্দর রুচি আছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাঁহার এই দুই গুণের সম্যক পরিচয় পাইয়া আমি পুলকিত হইলাম। উদ্যানে প্রবেশ করিয়াই আমি এক আচ্ছাদিত বীথিকার মধ্যে আসিযা পড়িলাম। ইহার দুই পার্শ্ব রক্তবর্ণের গোলাপ গাছ দ্বারা সজ্জিত। অল্প দূরে সাইপ্রেস, দেবদারু এবং নানা প্রকার পাতা-বাহারের নিকুঞ্জ। সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসাব বিষয় এই যে, এই মনোবম উদ্যানের নিম্মাণ-কার্য্য চল্লিশ দিনে সমাপ্ত হইয়াছিল। এই বীথিকা অতিক্রম করিয়া আমরা বিচিত্র বর্ণের পুষ্প-ভূষিত এক স্থানে আসিলাম। ইহার মধ্যস্থলে একটি জলাশয় দেখিলাম। জলাশয়ের মধ্যভাগে অষ্টকোণবিশিষ্ট একটি মনোহর মণ্ডপ। চতুর্দ্দিকে সুদৃশ্য স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা ইহা বেষ্টিত। মণ্ডপ দ্বিতল এবং ইহাতে দুইশত লোকের বসিবার স্থান আছে। সমগ্র মণ্ডপ সুচারু চিত্রে চিত্রিত। জলাশয়ে দুইশত হাঁস ক্রীড়া করিতেছিল। ইহার চতুর্দ্দিক প্রস্তর দ্বারা মণ্ডিত। উপরোক্ত স্থানে যে সকল পুষ্প-বৃক্ষ ছিল তাহাদের বর্ণ যেমন সমুজ্জল, সৌরভও তেমনি মনোমুগ্ধকর। আমার পরিতৃপ্তির চিহ্ন-স্বরূপ আমি সেই স্থানেই খোজা উইসিকে সাত শত সৈন্যের অধিনায়ক-পদ হইতে এক হাজারের পদে উন্নীত করিলাম।

এই উদ্যান পরিদর্শন করিবার পরদিন এমন এক ঘটনা ঘটিল যাহা

এ স্থলে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কর্ম্মচারিগণ আমাকে বলিলেন যে, সেহবিন্দের হিন্দু তহসিলদার আমার নিকট এক আবেদন পত্র প্রদান করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আমার নিকট আহ্বান করিয়া লোক পাঠাইলাম। আবেদন পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল ঃ—"মুসলমানদিগের সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু ধনী হিন্দুদিগের সম্পত্তির উপর যদি একটা কর স্থাপন করা যায় তাহা হইলে 'জেকাত' কর মাপ করিয়া রাজ্যের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূর্ণ হইবে। সম্রাট যদি এই কর স্থাপন করেন এবং আমাকে তাহা সংগ্রহের ভার দেন, তাহা হইলে আমি তিন বৎসরের অগ্রিম কর প্রেরণ করিতে পারি।" আবেদন পত্র পাঠ করিয়া আমি তাঁহাকে ঐ টাকা আনিতে বলিলাম। সেহবিন্দের মধ্যে এই তহসিলদার বিশেষ ধনী ব্যক্তি। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া উষ্ট্র-পৃষ্ঠে রক্তবর্ণ বস্ত্রে বাধিয়া মোহরের তোড়া লইয়া আসিলেন। যাহারা সে স্থানে উপস্থিত ছিল, তাহাদিগের মধ্যে দশটি তোড়া বিতরণ করিয়া দিতে বলিয়া অবশিষ্ট কোষাগারে রাখিতে আদেশ দিলাম। তৎপরে আমি তহসিলদারকে বলিয়া দিলাম যে, পরদিন প্রাতঃকালে আমার নিকট উপস্থিত হইলে আমার আদেশ-পত্র তাঁহাকে প্রদান করিব।

পরদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়া গলদেশে লক্ষ টাকা মূল্যের মুক্তার মালা পরিয়া আশান্বিত হৃদয়ে সহাস্যবদনে তহসিলদার আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তাঁহার চাকুরীর মূল্যস্বরূপ তিনি যে স্বর্ণরাশি আমাকে দিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজের সম্পত্তি, না অন্য কোনো হিন্দুরও তাহাতে অংশ আছে। তিনি বলিলেন যে তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে তাঁহাকে এই ধন অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। মাটির নীচে বড় বড় কলসী পূর্ণ করিয়া তিনি সমুদয়

স্বর্ণ-মুদ্রা প্রোথিত কবিয়া বাখিয়াছিলেন এবং কষ্টে পড়িলে পুত্রকে তাহা ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি যে পবিমাণ স্বর্ণ-মুদ্রা সম্রাটকে দিয়াছেন, তাহার দ্বিগুণ এখনো মাটির নীচে আছে। তাঁহাকে ঋণ করিয়া এই টাকা দিতে হয় নাই। তহসিলদাবেব উক্তি শুনিযা আমি স্তম্ভিত হইলাম। আমি তাঁহাকে স্পষ্টই বলিলাম যে, তাঁহার বাক্য আমার মিথ্যা মনে হইতেছে। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে সাদেক মহম্মদ খাঁকে ঐ স্থান দেখাইয়া দিতে তাঁহার কোনো আপত্তি হইতে পারে না। তিনি তৎক্ষণাৎ সাদেক মহম্মদ খাঁকে সেই স্থান দেখাইয়া দিয়া, দুইজনেই পুনরায় আমার নিকট আসিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় যাহা আমাকে অর্পণ করিয়াছেন তাহা রাখা অসঙ্গত বিবেচনা করিলাম না। কিন্তু তাঁহার সন্তান সন্ততির অনিষ্ট করিয়া তাঁহার গুপ্তধন লওয়া আমি অনুচিত মনে করিলাম। তাঁহার লোভের জন্য তাঁহাকে শাস্তি প্রদান করিবার মানসে নুরুদ্দিন কুলিকে এক উষ্ট্র আনিতে আদেশ দিলাম। তাঁহাকে বলিলাম যে এই হিন্দুব পোষাক এবং মুক্তাব মালা-শোভিত গলদেশ তাহারই নিজস্ব থাকিবে। কিন্তু নুরুদ্দিন কুলি যেন তাঁহাকে সহরের বাহিরে লইযা গিয়া তাঁহার পেট কাটিয়া উষ্ট্রের সহিত তাঁহার দেহ বাঁধিয়া সহর পরিভ্রমণ কবেন এবং চতুর্দ্দিকে নিম্নলিখিত রূপ ঘোষণা প্রচার করেন :—"প্রজার মঙ্গল উদ্দেশ্যে সম্রাট যে 'জেকত' কর চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া মাপ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহাব পুনঃ প্রচলনের জন্য চেষ্টা করিয়া প্রজার পিতৃসম সম্রাটের নামে কলঙ্ক আরোপ করিতে চাহে তাহার কার্য্যেব শাস্তি এইরূপই হয়। যাহারা এইরূপে প্রজার প্রতি অত্যাচার করিয়া সম্রাটের অসম্মান করে, তাহারা যেন এই দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া রাখে।"

সুখের বিষয় বর্ত্তমানকালে এরূপ লোক অতি কমই দেখা যায় যে

আপনার স্বার্থ সাধনোদ্দেশে সম্রাটকে পর্য্যন্ত পাপভারে পীড়িত করিয়া তোলে। শেষ বিচারের দিনে এই সকল কার্য্যের জন্য সম্রাটকেই কৈফিয়ত প্রদান করিতে হইবে। অধিকন্তু আমার সম্পত্তি ও স্বর্ণ বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি কিছুই কম পড়িয়া যায় নাই যে, আমি অপরের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের অংশ গ্রহণ করিব। এইরূপ নিদারুণ অন্যায় কার্য্যের জন্য ঈশ্বর কি যথোচিত শাস্তি দিবেন না? ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে "ফলাফলের চিন্তা ঈশ্বরের প্রতি অর্পণ করিয়া তুমি কেবল মানবের প্রতিপালক হও।" এই দুইটি গুণ আয়ত্ব করা কঠিন। আলেকজাণ্ডারও ইহাতে অশক্ত হইয়াছিলেন। "পার্থিব জীবনের অহঙ্কার দূরীভূত কর। ইহাই জ্ঞানের প্রধান তোরণস্বরূপ। তোমার স্বজাতি-সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন কর। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের সদ্ব্যবহার কর, তোমার শক্তিকে সুপ্ত করিয়া রাখিয়ো না। তোমার সৃষ্টিকর্ত্তার মনোমত কার্য্যে তোমার সময় ক্ষেপণ কর। পরার্থপরতা ও বীর্য্যযুক্ত করুণাই প্রধান বস্তু। তোমার যদি এই সকল গুণ না থাকে, তাহা হইলে তোমার প্রকৃত মনুষ্যত্ব নাই, তুমি মনুষ্যের প্রস্তর মূর্ত্তি মাত্র। তাহা হইলে বলিতে হয় যে, তুমি বিজ্ঞানের বিধি সমূহের এক শত ভাগের মধ্যে এক ভাগও কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হও নাই। দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার কালে তুমি যদি মানব জাতির প্রতি কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার সকল জ্ঞানই বিফল। বহু পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় দ্বারা মানব খ্যাতিলাভ করে। ইন্দ্রিয়-পরবশ হইলে তুমি ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইবে কিরূপে? তুমি যদি অনন্ত সুখের অমৃত আস্বাদ পাইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে তোমার শক্তির মর্য্যাদা উপলব্ধি কর। ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব।"

খুরমের লাহোর আগমন

উপরোক্ত উদ্যানে এক সপ্তাহ কাল নানা প্রকার আমোদ প্রমোদে যাপন করিয়া আমি খোজা উইসিকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলাম। তিনি আমার নিকটে আসিলে তাঁহাকে আমার এক পরিচ্ছদ এবং ত্রিশ হাজার টাকা উপহার দিলাম। তৎপরে সেহরিন্দ পরিত্যাগ করিয়া কাশ্মীর-অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কাশ্মীরের পীতবর্ণ উপত্যকাভূমি দর্শন করিতে বহুদিন হইতেই একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল। লাহোর হইতে তিনদিনের পথের সমীপবর্ত্তী হইলে আমার পুত্র খুরম বলিয়া পাঠাইল যে, এই সহর দর্শনের জন্য সে দশ দিনের ছুটি প্রার্থনা করিতেছে। দুই বৎসর হইল সে ইহা দর্শন করে নাই। এই দুই বৎসরে আমার আদেশানুসারে যে সকল মনোহর উদ্যান এবং সুদৃশ্য অট্টালিকা দ্বারা নগরটি সুশোভিত হইয়াছে, তাহা দেখিতে তাহার একান্ত আগ্রহ হইয়াছে। গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সে আমার সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করে। খুরমের এই সঙ্গত প্রার্থনায় আমি কোনো আপত্তির কারণ দেখিলাম না। অধিকন্তু তাহার লাহোর আগমন যাহাতে রাজপুত্রের পদোচিত ঐশ্বর্য্যময় আড়ম্বরের সহিত সম্পাদিত হয়, তদনুরূপ আদেশ দিলাম। বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত দুইশত উষ্ট্র, মণিমুক্তাখচিত কোমরবন্ধ, তরবারি, উষ্ণীষ, ঝাড়লণ্ঠন রাজদণ্ড ইত্যাদি রাজপুত্রকে প্রদান করিতে বলিলাম। রাজপুত্র শোভাযাত্রা করিয়া পৌঁছিয়া এই দ্রব্যগুলি নগর কোতোয়ালের হস্তে অর্পণ করিবেন। লাহোরের অধিবাসীদিগকে লাহোর নগর

রাজপুত্রের অভ্যর্থনার উপযোগী করিয়া সজ্জিত করিতে আদেশ দিলাম। নগরের অভ্যন্তরের সমুদয় বাজার ও রাজপথ এবং নগরের বাহিরে চারিক্রোশব্যাপী স্থান স্বর্ণখচিত কার্পেট ও সামিয়ানা দ্বারা সজ্জিত করিতে বলিলাম। নগর-কোতোয়াল চারি পাঁচ দিন পর্য্যন্ত এইরূপে নগর সজ্জিত করিয়া রাখিবেন এই আদেশ দিলাম। লাহোর নগরের প্রবেশ-পথ আলমগঞ্জ হইতে সুলতান খুরম নগরে প্রবেশ করিবার জন্য হস্তীতে আরোহণ করিবে। এই স্থান হইতে তাহার অগ্রে স্বর্ণবস্ত্র এবং মুক্তাখচিত মখমলে সজ্জিত ত্রিশটি হস্তী এবং বহুমূল্য সাজে সজ্জিত আরব, ইরক ও বদক্সানের পনেরো শত অশ্ব গমন করিবে। প্রত্যেক অশ্ব একজন সহিস ধরিয়া লইয়া যাইবে। রাজপুত্রের পশ্চাতে চল্লিশটি হস্তী যাইবে, ইহার উপরে রাজবাদকদল বসিবে। তাহাদের অগ্রে আশিজন লোক বাঁশী এবং পঞ্চাশজন শিঙ্গা বাজাইয়া চতুর্দ্দিক মুখরিত করিতে করিতে যাইবে। হস্তী এবং বাদকদলের পশ্চাতে বর্ম্মধারী কুড়ি হাজার অশ্বারোহী সৈন্য যাইবে। তাহাদের হস্তস্থিত বর্ষার মুখাগ্র রেশমী ঝাঁপা দ্বারা শোভিত থাকিবে এবং অশ্বগুলির দেহ ব্যাঘ্রচর্ম্ম দ্বারা আবৃত থাকিবে। তাহাদের গলদেশে সিন্ধু-ঘোটকের লেজ ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে। এইরূপ মহা আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সহিত শোভাযাত্রা করিয়া রাজপুত্র নগরের বাজার এবং রাজপথ দিয়া গমন করিবে। নগরে প্রবেশ কালে রাজপুত্রের হাওদার মধ্যস্থিত থলিয়া হইতে চারি ক্রোশ ব্যাপিয়া রাস্তার দুই পার্শ্বস্থিত জনসাধারণের মধ্যে দশলক্ষ রৌপ্য-মুদ্রা এবং ষোলোকোটী স্বর্ণমুদ্রা বিতরিত হইল। এইরূপ ঐশ্বর্য্যময়, মদগর্ব্বিত শোভাযাত্রা করিয়া রাজপুত্র রাবী নদীর তীরে উপস্থিত হইল। এই স্থানে তাহার অভ্যর্থনার জন্য অসংখ্য তাঁবু সজ্জিত করা হইয়াছিল। খুরম এই স্থানে তিন

দিবস অতিবাহিত করিয়া গায়কদল এবং অন্যান্য অভ্যাগতদিগকে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত করে। চতুর্থ দিবসে সে লাহোব ত্যাগ করিয়া আমাব সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করে। তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আমি হাসন আবদাল নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলাম। লাহোর হইতে এই স্থান পাঁচ দিনের রাস্তা। কিন্তু ক্রমাগত অশ্ব পরিবর্তন করিয়া একদিন এবং এক রাত্রিতে পাঁচদিনের পথ অতিক্রম করিয়া, সে যে দশদিনের ছুটি আমার নিকট হইতে লইয়াছিল, তাহারই মধ্যে আমার নিকট উপস্থিত হইল। যথোচিত কুর্ণিশ করিয়া সে আমাকে কুড়ি লক্ষ টাকার রত্নালঙ্কার, আরব ও ইরাকের তিনশত অশ্ব এক সহস্র উষ্ট্র এবং পাঁচটি উৎকৃষ্ট হস্তী উপহার প্রদান করিল। প্রত্যেক হস্তীর মূল্য তিন লক্ষ টাকা। ইহার পরিবর্তে আমি তাহাকে চল্লিশ সহস্র সৈন্যের অধিনায়কের পদ হইতে পঁয়তাল্লিশ সহস্রের পদে উন্নীত করিলাম। আমি এক সপ্তাহ কাল হাসন আবদালে অবস্থিতি করিলাম। এই সময়ে যে উৎসব হইল তাহাতে আমি সাহজাদা খুরমকে মুক্তার মালা উপহার দিলাম। ইহা ১৮ লক্ষ টাকা দিয়া ক্রয় করিয়াছিলাম।

মির্জা রস্তমের পুত্রের মৃত্যুতে শোক

হাসন আবদাল হইতে যাত্রা করিবার জন্য যেদিন আদেশ দিলাম সেদিন প্রবল বৃষ্টিপাত হইল। এই বৃষ্টি তিনদিন এবং তিনরাত্রি সমভাবে রহিল। বৃষ্টি থামিলে আমরা কালানৌরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, নদীতে এরূপ ভীষণ বান ডাকিয়াছে যে, নদী পার হওয়া অসম্ভব। পর দিন আমি আদেশ দিলাম যে, যে পর্য্যন্ত না বান কমিয়া যায় সে পর্য্যন্ত সকলেই এই স্থানে অবস্থিতি করিবেন। যাঁহারা বৃহৎ হস্তীতে আরূঢ় ছিলেন, তাঁহারা আমাব আদেশ সত্ত্বেও জিনিষপত্র লইয়া নদী পার হইতে চেষ্টা করিলেন এবং যাঁহাদের বেগবান তেজস্বী অশ্ব ছিল, তাঁহারাও বিবেচনারহিত হইয়া নদীতে ঝাঁপ দিলেন। ইহাব ফলে মির্জা রস্তমের পুত্র নদীর ভীষণ স্রোতের মধ্যে পড়িয়া প্রাণ হারাইল। এই বালকের বয়স অতি অল্পই ছিল ;—সবে কিশোর কাল অতিক্রম করিয়াছে। সে অশ্বারূঢ় হইয়া দশজন অনুচরের সহিত নদীতে নামিয়াছিল। কিন্তু নদীর যে স্থান পার হইবার উপযোগী তাহা ভুল করিয়া এমন স্থানে ঝাঁপ দিয়াছিল, যে স্থানের জল অতি গভীর এবং স্রোতোবেগও এমন ভয়ানক যে, সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী হস্তীকেও ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে। নদীর মধ্যস্থলে যখন তাহারা উপস্থিত হইল, তখন প্রচণ্ড স্রোতে বালক অশ্ব হইতে চ্যুত হইয়া নদীর জলে পড়িয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে কোথায় ভাসিয়া গেল। তাহার অনুচরবৃন্দ তাহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু সকলই বিফল হইল এবং অনুচরগণও প্রাণ হারাইল। মির্জা সাঁতার দিতে একেবারেই জানিত না। আর

জানিলেও নদীর বেগ এরূপ প্রচণ্ড হইয়াছিল যে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সন্তরণ-কারীও এস্থলে প্রাণ বাঁচাইতে সক্ষম হইত না।

এই শোকজনক ঘটনার সংবাদ পাইয়া আমি একেবারে মর্ম্মাহত হইলাম। সেদিন সারারাত্রি আমি ঘুমাই নাই, কিছু আহার এবং পানও করি নাই। বালকটিকে আমি হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ঢালিয়া দিয়াছিলাম। সাধারণতঃ আমি যখন হস্তীতে আরোহণ করিতাম, বালক আমার সম্মুখে বসিয়া অঙ্কুশ হস্তে হস্তীকে চালনা করিয়া লইয়া যাইত। তাহার বয়স অপেক্ষা তাহার নানা প্রকার গুণ সমধিক-রূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ছয় মাস হইল আমি তাহাকে ইতিমাদ-উদ্‌-দৌলার এক কন্যার* সহিত বিবাহ দিয়াছি। এই বিবাহে তাহাকে ১ কোটী ৮০ লক্ষ টাকার নানাপ্রকার দ্রব্য উপহার দিয়াছিলাম। তাহার পিতা ভ্রাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন হইতে সে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। সম্প্রতি আমি তাহাকে আমার পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছি। বালককে অশ্বপৃষ্ঠে, নদীতে নামিবার অনুমতি দিয়াছিলেন কেন, ইহা বলিয়া আমি তাহার পিতাকে কঠোর তিরস্কার করিলাম। বাস্তবিক ইহার উত্তরও কিছু ছিল না। কারণ তাঁহারই অধীনে প্রায় একশত হাতী ছিল। কিন্তু এই সকল বাহ্য কারণ লইয়া ক্ষোভ করিলে কি হইবে? আমার মনে হইল, কোনো নিদারুণ অদৃষ্টবশে এমন পবিত্র ও সর্ব্ব গুণাধার বালকের বলির প্রয়োজন হইয়াছিল। নিঃসন্দেহরূপে বালককে দ্বিতীয় জোসেফ বলা যাইতে পারে। মির্জারুস্তমের পুত্রের জন্য যে মর্ম্মন্তুদ বেদনা পাইয়াছিলাম এমন আর কখনো পাই নাই। নিম্নলিখিত বাক্যে আমার হৃদয়ের বেদনা কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

---

* সম্ভবতঃ নূরজাহানের এক বৈমাত্রেয় ভগিনী।

"তোমাব গোলাপপুষ্প তুল্য বদনমণ্ডলেব দর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়া আমি কি গভীব যাতনাই পাইতেছি ' তোমার নিদারুণ অভাব আমার হৃদয়ে সহস্র শেল বিদ্ধ করিয়াছে। তুমি যখন এ জগতে ছিলে, তখন এই পৃথিবী সুন্দর পুষ্পোদ্যানেব ন্যায সহাস্য ও প্রীতিকব বোধ হইত। কিন্তু তোমার বিচ্ছেদে আমার হৃদয় হইতে রক্তবর্ণ পুষ্পেব রক্তবিন্দু ক্ষরিত হইতেছে। তোমাব গোলাপি গণ্ডদেশ, তোমার অশ্রুসজল চক্ষের দীপ্তি আমাব নিকট হইতে চিরতবে লুক্কায়িত হইযাছে! তোমার সংসর্গে আমি যেমন সুখ পাইতাম, এখন তেমনি বেদনা পাইতেছি। আমাব সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইযা তুমি কোন্ অন্তরীক্ষে লুকাইলে! আমাব চিন্তার অংশী আব কে হইবে? আমাব অন্তর হইতে অশ্রুজল বিন্দু বিন্দু কবিয়া ক্ষরিত হইতেছে। অদৃষ্ট তোমাকে মৃত্যুবাণে বিদ্ধ করিয়াছে, সেই সঙ্গে আমাকেও অক্ষত বাখে নাই। এই পৃথিবীর উদ্যানে কোন্ গোলাপ তোমার ন্যায় মনোমুগ্ধকর? হায়, সে গোলাপের পাপ্‌ড়িগুলি কোন্ নির্দ্দয় এমন অকালে খসাইল? নিষ্ঠুর রাক্ষসের কবলে তুমি এত শীঘ্র পড়িলে কেন, কে আমাকে বলিয়া দিবে? বসন্ত ঋতু আসিয়াছে, উদ্যানে গোলাপ ফুটিয়াছে। কিন্তু হায়, আমার ভাগ্যে কেবল যাতনা ও বেদনাই আসিয়াছে। তোমার মনোহর মূর্ত্তি আমার অন্তবে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। তোমার জীবন অঙ্কুরিত হইতেছিল মাত্র। তাহা ফলে ফুলে সুশোভিত হইবাব পূর্ব্বেই মৃত্যুর ভীষণ ঝড়ে সমূলে উৎপাটিত হইয়া গেল। হায়, তোমার প্রস্ফুটিত যৌবন, তোমার প্রীতিপ্রদ সৌন্দর্য্য চিরান্ধকারে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল!"

এই শোকাবহ যাতনাদায়ক ঘটনার কথা আর অধিক বলিব না। নদী হইতে যুবকের মৃত দেহ উদ্ধাবের জন্য আমি এক সহস্র উৎকৃষ্ট সন্তরণকারী প্রেরণ করিলাম। কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টাই বিফল

হইল। তাহার মৃতদেহের কি হইল তাহাও জানা গেলনা। এই ভীষণ নদীতে এই যে একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা নহে, সেই প্রচণ্ড বানে পঞ্চাশ সহস্র লোকের জীবন নাশ হইয়াছিল। বান কমিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই তাহারা পরপারে যাইবার জন্য নদীতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। নদী-তীরে এমন প্রচণ্ড শীত হইয়াছিল যে রাজকীয় আস্তাবলের দশ হাজার হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব ব্যতীত সৈন্যদিগের বহু হস্তী, উষ্ট্র এবং অশ্ব মৃত্যু-মুখে পতিত হইল। ঈশ্বর, তোমার ভীষণতম গ্রীষ্মকালের জন্য শত শত ধন্যবাদ। কারণ গ্রীষ্মের জন্য কখনো এত প্রাণ নাশ হয় নাই। সর্ব্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ এবং প্রাচীনতম লোকেরাও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা কখনো এত শীত এবং শীতের জন্য এত প্রাণীর জীবন নাশও দেখেন নাই।

কাশ্মীর দর্শন

কাশ্মীর পর্ব্বতের পাদদেশে সাত দিন ও সাত রাত্রি ধরিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে বরফ পড়িল। ইহাতে কোনো প্রকারের জ্বালানি দ্রব্য পাওয়া একান্ত দুর্ঘট হইয়া উঠিল। সৈনিক বিভাগের সহিত অসংখ্য ফকির আসিয়াছিল। আগুনের অভাবে তাহারা অচিরে মৃত্যু-মুখে পতিত হইবে ভাবিয়া সৈন্যদিগকে আদেশ দিলাম যে, এক সহস্র উষ্ট্র লইয়া দূরান্তর হইতে যেরূপে পারে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে এবং প্রথম দল কাষ্ঠ লইয়া আসিলেই তাহা ফকিরদিগকে বিতরণ করিয়া দিবে, নতুবা তাহাদের মৃত্যু নিশ্চিত। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক ফকিরকে তুলার জামা এবং ভেড়ার চামড়ার গাত্রাবরণ প্রদান করিতে আদেশ দিলাম।

বরফ পড়া নিবৃত্তি হইলে আমার কর্ম্মচারীদিগকে বলিলাম যে, তাহাদের মধ্যে যাহারা লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করে তাহারা চলিয়া যাইতে পারে। আমার অনুচরদিগকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া আমি অন্যায় মনে করি। তৎপরে আমার সঙ্গে যে তিনশত অনুচর সর্ব্বদা থাকে, তাহাদিগকে এবং আমার ভাণ্ডার বিভাগ লইয়া কাশ্মীর-অভিমুখে যাত্রা করিলাম পর্ব্বতের সীমান্ত প্রদেশ অতিক্রম করিবার পর শীত বহু পরিমাণে কমিয়া গেল। কাশ্মীরের পীত বর্ণ মনোহর উপত্যকায় আমি একমাস কাল শিকার ও অন্যান্য আমোদ প্রমোদ এবং নানা স্থান পরিভ্রমণে ক্ষেপণ করিলাম। তৎপর রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিলাম। পথে লাহোর দেখিয়া যাইব স্থির করিলাম। সাত বৎসর হয় আমি এই সহর দেখি নাই। ইতিমধ্যে নগরের পুরাতন দুর্গসমূহ ভাঙিয়া ফেলিয়া রক্তবর্ণ প্রস্তর দ্বারা পুনরায় দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিয়াছিলাম। রাবী নদীর তীরে সহরের নিকটে প্রাচীর বেষ্টিত এক উদ্যান রচনা করিতেও আদেশ দিয়াছিলাম।

কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া এক দিনের পথ অতিক্রম করিবার পর সংবাদ পাইলাম যে, কাবুলের দুর্দ্দান্ত অধিবাসিগণ বিদ্রোহী হইয়া চতুর্দ্দিকে অত্যাচার করিতেছে। ইহাতে আমি পাঁচ হাজার সৈন্যের মনসব্‌দার মহাবত খাঁকে বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য কাবুল যাত্রা করিতে আদেশ দিলাম। তাঁহার সহিত কুড়ি হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, দশ হাজার উষ্ট্রারোহী সৈন্য এবং দুইশত ভীষণতম হস্তী লইয়া যাইতে বলিলাম। আল্লাদাউদ খাঁ এই বিদ্রোহের নেতা। তাঁহার বিষয় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। আফগানদিগের মধ্যে তিনি প্রথম শ্রেণীর লোক। তিনি বিনা কারণেই আমার সভা হইতে প্রস্থান করিয়া কাবুলের নিকটে উপস্থিত হইয়া এই বিদ্রোহ ঘটাইয়াছেন। আমি মহাবত খাঁকে বলিয়া দিলাম যে,

তিনি যদি তাঁহাকে বন্দী করিতে পারেন তবে তাঁহাকে সশবীবে আমার নিকট যেন প্রেবণ কবেন। কাবণ তাঁহাব কৃতঘ্নতাব জন্য আমি তাঁহাকে স্বয়ং শাস্তি দিতে ইচ্ছা করি। লোকে তাহা দেখিয়া বুঝিবে যে, মিথ্যা অজুহাতে আমার নিকট হইতে পলায়ন কবিলে কেহ সহজে পবিত্রাণ পাইতে পাবে না।*



সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধি



* এই স্থানেই জাহাঙ্গীব আত্ম জীবনী শেষ করিয়াছেন।